ঢাকার বিবরণ।

BENGAL LIBRARY
7 - JUN 1910
WRITERS' BUILDINGS

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম.আর.এ.এস.
প্রণীত।

১৩১৬ ফাল্গুন—১৯১০ মার্চ্চ।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ওঁ

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

প্রাকৃতিক সীমা ; অবস্থান ; প্রাকৃতিক বিভাগ ; পরিমাণ ফল ; প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; ঢাকা ; ঢাকা নামের কারণ। ১—৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

প্রাচীন প্রথা ; ইংরেজ শাসন—হুজুরি ও নিজামত বিভাগ ; রাজস্ব পরিদর্শক ; দেওয়ানী আদালত ; প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ; কালেক্টর-জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ; থানা, ফাঁড়িথানা, চৌকী, কমিশনারী বিভাগ, মহকুমা, রেজেষ্টারী কার্য্যালয় ; পরগণা ও তপ্পা। ৫—১২।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদমসুমারি।

প্রাচীন বিবরণ ; লোক সংখ্যার তুলনা, অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তরগতের সংখ্যা ; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ ; আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনা ; প্রতিবর্গ মাইলে বসতি ; থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রামসংখ্যা, বসতি ও লোক সংখ্যা। ধর্ম্ম—মুসলমান ধর্ম্ম ও বাবা আদম ; পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান ; পীর ; ফেরাজী ; সরিতুল্লা ও দুদুমিঞা, মুসলমানধর্ম্ম মন্দির ; খৃষ্টধর্ম্ম ; রোমান ক্যাথলিক, পর্ত্তুগীজ মিসন ; চার্চ্চ ; ইংলিস বাপটিষ্ট মিসন ; অক্সফোর্ড মিসন ; ব্রহ্মসমাজ ; বৈষ্ণব সম্প্রদায় ; হিন্দু

দেবালয় ও তীর্থস্থান ; বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক। ধর্ম্মাবলম্বী—১৯০১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; ১৮৯১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; বৃদ্ধির গড় ও কারণ ; মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা ; থানা ও মহকুমাওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা। জাতী—বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা ; শ্রেণী বিভাগ ; ব্রাহ্মণ ; কৌলিন্যপ্রথা ; প্রাচীন বিবরণ ; বহুবিবাহ ; সমাজসংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ; অর্দ্ধকালী বংশ ; কায়স্থ ; বৈদ্য ; নবশাখা ; হালুয়াদাস ; মধ্যশ্রেণী ; নিম্নশ্রেণী ; নিকৃষ্টজাতি ; কিচক ; মুসলমান শ্রেণী ; সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক, মির্জ্জা ; অন্যান্য জাতি ; পঞ্চাইতি ; পর্ত্তুগীজ ; মণিপুরী ; টীপরা ; লোকচরিত্র ; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা। ভাষা—বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা ; উচ্চারণের বিভিন্নতা ; ভাষার নমুনা ; গ্রাম্যশব্দ। ১৩—৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

প্রাচীন শিক্ষার স্থান ; ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত ; কলেজিয়েট স্কুল ; ঢাকা কলেজ ; মফঃস্বলে উচ্চ বিদ্যালয় ; স্ত্রীশিক্ষা ; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা ; ট্রেইনিং স্কুল ; ঢাকা মাদ্রাসা ; মেডিকেল স্কুল ; ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ; ইডেন স্কুল ; বর্ত্তমান স্কুল—কলেজ—মাদ্রাসা—টোল ; শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান ; স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ ; বয়স হিসাবে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড় ; থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বতসমাজ। ৫০—৬৩।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য—প্রাচীন কবি ; কবি সঞ্জয় ; ঈশাননাগর ; হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ; জগন্নাথ দাস ; গদাধর পণ্ডিত ; বষ্ঠীবর সেন ; গঙ্গাদাস সেন ; হরিহর অগ্রয় ; অদ্ভুত

কবি। পত্র ও পত্রিকা ; প্রথম সাময়িক পত্র ; প্রথম সংবাদ পত্র ; অন্যান্য পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; কবি ও কাব্য ; অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; মহিলা কবি ; ভাওয়ালে সাহিত্য চর্চ্চা ; বান্ধব কুটীরে সাহিত্য চর্চ্চা। পুস্তকালয়। ৬৪—৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

নদনদী—ব্রহ্মপুত্র নদ, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ; মেঘনা ; পদ্মা ; পদ্মার প্রাচীন খাত, কীর্ত্তিনাশা ; যমুনা ; ধলেশ্বরী ; বুড়ীগঙ্গা ও শাখাপ্রশাখা ; শীতললক্ষ্যা, জোয়ারভাটা ; খাল ও বিল। বন। গ্রাম ; ঐতিহাসিক স্থান। ৮৪—৯৪।

সপ্তম অধ্যায়।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য।

ভূমি ; ভূমির প্রকার ভেদ, কৃষি ; আবাদি ও অনাবাদি ভূমি ; ফসল ; ধান্য ; পাট ; অন্যান্য ফসল ; খনি ; বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার ; মেলা ; আমদানী রপ্তানী ; আমদানী রপ্তানীর তালিকা ; ইতরপ্রাণী ; গৃহপালিত পশুপক্ষী ; বন্য পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি ; উদ্ভিদ। বস্ত্রশিল্প—মসলিন ; মসলিনের বিভিন্ন নাম, কাসিদা ; জামদানী ; ছিট ; মসলিনের ব্যবসায় ; ব্যবসায়ে অধঃপতন ; মসলিনের আড়ং, দাদনে অত্যাচার ; অন্যান্য বস্ত্র ; সোনারূপার কাজ ; শঙ্খের কাজ ; অন্যান্য শিল্প। ভূমির স্থানীয় মাপ ; স্থানীয় ওজন ও পরিমাণ। ৯৫—১২৮।

অষ্টম অধ্যায়।

ভূমিকর ও রাজস্ব।

হিন্দুশাসনকালের রাজস্বের নিয়ম ; মুসলমান শাসনকালের নিয়ম ; ইংরেজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা ; ভূম্যধিকারীদিগের ভূমির স্বত্ব ; নিষ্কর স্বত্ব ; প্রজাস্বত্ব ; নাওয়ারা ; বাঘমারা ; জমি ও জমার বিবরণ ; ধর্ম্মগোলা ; প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব ; রাজস্ব। ১২৯—১৪০।

নবম অধ্যায়।

স্বায়ত্ত শাসন।

মিউনিসিপালিটী ; আয়ব্যয়; লোকসংখ্যা ; জলের কল ; ইলেক্‌ট্রিক লাইট ; ঠিকা গাড়ী ; জেলা বোর্ড ; আয়ব্যয় ; লোকাল বোর্ড ; গোদারা ; পাউণ্ড ; চিকিৎসালয় ; পাগলা গারদ ; মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল ; লেডিডফারিন হাসপাতাল ; মফঃস্বলের ঔষধালয় ; টীকা ; পথ ; পথকর। ১৪০—১৫৮।

দশম অধ্যায়।

দেশের অবস্থা।

সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ—নবাবী আমলের বাজার দর ; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ; মনুষ্য বিক্রয় ; দ্রব্যের বিনিময় ; শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ ; কড়ির মূল্য ; দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয় ; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ ; ২৫ বৎসর পূর্ব্বের পারিবারিক খরচ। শ্রমজীবী—সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত ; প্রকৃত ব্যবসায়ী ; চাকুরীজীবীর সংখ্যা ; অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। দস্যুতা ও ডাকাতি—স্থলদস্যু, ভাওয়ালের জঙ্গল ; দস্যুদমন ; লেপ্টেন্যাণ্ট স্লিমান ; জলদস্যু—যমুনায়—পদ্মায়—মেঘনায়। জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য—কলেরা ; গো-মরক ; মেট্রলজি। দৈবঘটনা—ভূমিকম্প ; ঝড় ; জলপ্লাবন ; অনাবৃষ্টি। ১৫৯—১৮৭।

একাদশ অধ্যায়।

বিবিধ।

রেল। ষ্টীমার। পুলিস ও গ্রাম্য পুলিস। সৈন্য। জেলখানা। ডাক—ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম ; ডাকটেক্স ; জমিদারী ডাকঘর ও গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর। টেলিগ্রাফ। রাজসম্মান বা উপাধি। রাজনৈতিক সভা। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ। স্থানের দূরত্ব। ১৮৮—২০১।

পরিশিষ্ট। ২০২—২৪৮।

ঢাকার বিবরণ।

BENGAL LIBRARY
7 - JUN 1910
WRITERS' BUILDINGS

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম.আর.এ.এস.

প্রণীত।

১৩১৬ ফাল্গুন—১৯১০ মার্চ।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

ময়মনসিংহের ইতিহাস	১॥০
ময়মনসিংহের বিবরণ	।১৲
সারস্বত কুঞ্জ—গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস (সচিত্র)	॥০
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	।৶০

LIBRARY

CALCUTTA
70, BARANOSI GHOSE'S STREET
"INDIAN PATRIOT PRESS"
PRINTED BY FAKIR CHUNDER DAS
1910

PUBLISHED BY NARENDRA NATH MAZUMDAR.
Research House—Mymensingh.

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

ফরিদপুরের বিবরণ
বাকরগঞ্জের বিবরণ
ঢাকার ইতিহাস
রামায়ণী সভ্যতার ইতিহাস

DEDICATED

As an Humble Token of the

Author's

Sincere Esteem and Gratitude

in honour of

The Distinguished Gentleman

To Whose Kind Sympathy and Encouragement

THIS LITTLE WORK

Owes its Origin.

ASUTOSH PRESS. DACCA.

ভূমিকা।

জেলার সাধারণ ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লইয়া "ঢাকার বিবরণ" লিখিত হইল। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবরণী, চিঠি-পত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এবং জেলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই গ্রন্থের অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রাদি হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের সহৃদয় চিফ সেক্রেটরী Honourable Mr. H. Lemesurier. I. C. S., C. I. E., ঢাকা বিভাগের কমিসনার Honourable Mr. R. Nathan I. C. S., C. I. E., ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত A. J. Laine I. C. S., ময়মনসিংহের এঃ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত R. Garlick I. C. S. মহোদয়গণ আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। Hon'ble Mr. Lemesurier মহোদয় আমাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া ও গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী সমূহে গ্রন্থ প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করিয়া যে সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি আমার সাহিত্য-পথ যাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপ চিরদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সংরক্ষণ করিব। Hon'ble Mr. R. Nathan মহোদয় তাঁহার আফিস হইতে কয়েকখানা দুর্লভ বিবরণী প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। মিঃ লেইনি

আমাকে ঢাকার কালেক্টরী হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ইঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত "ঢাকার বিবরণ" অতি সহজ ও দেশপ্রচলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা গেল। এই কারণে ইহাতে অনেক প্রাদেশিক ও ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মুদ্রনব্যয় ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন—তাঁহারা গ্রন্থে কোন ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন।

গ্রন্থে ঢাকা জেলার একখানা মানচিত্র প্রদত্ত হইল।

ময়মনসিংহ
ফাল্গুন, ১৩১৬। } শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ওঁ

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

প্রাকৃতিক সীমা; অবস্থান; প্রাকৃতিক বিভাগ; পরিমাণ ফল; প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ঢাকা; ঢাকা নামের কারণ। ১—৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

প্রাচীন প্রথা; ইংরেজ শাসন—হুজুরি ও নিজামত বিভাগ; রাজস্ব পরিদর্শক; দেওয়ানী আদালত; প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা; কালেক্টর-জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট; থানা, ফাঁড়িথানা, চৌকী, কমিশনারী বিভাগ, মহকুমা, রেজেষ্টারী কার্য্যালয়; পরগণা ও তপ্পা। ৫—১২।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদমসুমারি।

প্রাচীন বিবরণ; লোক সংখ্যার তুলনা, অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তরগতের সংখ্যা; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ; আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনা; প্রতিবর্গ মাইলে বসতি; থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রামসংখ্যা, বসতি ও লোক সংখ্যা। ধর্ম্ম—মুসলমান ধর্ম্ম ও বাবা আদম; পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান; পীর; ফেরাজী; সরিতুল্যা ও দুদুমিঞা, মুসলমানধর্ম্ম মন্দির; খৃষ্টধর্ম্ম; রোমান ক্যাথলিক, পর্ত্তুগীজ মিসন; চার্চ্চ; ইংলিস বাপটিষ্ট মিসন; অক্সফোর্ড মিসন; ব্রাহ্মসমাজ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়; হিন্দু

দেবালয় ও তীর্থস্থান ; বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক। ধর্ম্মাবলম্বী—১৯০১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; ১৮৯১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ; বৃদ্ধির গড় ও কারণ ; মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা ; থানা ও মহকুমাওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা। জাতী—বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা ; শ্রেণী বিভাগ ; ব্রাহ্মণ ; কৌলিন্যপ্রথা ; প্রাচীন বিবরণ ; বহুবিবাহ ; সমাজসংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ; অর্দ্ধকালী বংশ ; কায়স্থ ; বৈদ্য ; নবশাখা ; হালুয়াদাস ; মধ্যশ্রেণী ; নিম্নশ্রেণী ; নিকৃষ্টজাতি ; কিচক ; মুসলমান শ্রেণী ; সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক, মির্জ্জা ; অন্যান্য জাতি ; পঞ্চাইতি ; পর্ত্তুগীজ ; মণিপুরী ; টীপরা ; লোকচরিত্র ; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা। ভাষা—বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা ; উচ্চারণের বিভিন্নতা ; ভাষার নমুনা ; গ্রাম্যশব্দ। ১৩—৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

প্রাচীন শিক্ষার স্থান ; ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত ; কলেজিয়েট স্কুল ; ঢাকা কলেজ ; মফঃস্বলে উচ্চ বিদ্যালয় ; স্ত্রীশিক্ষা ; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা ; ট্রেইনিং স্কুল ; ঢাকা মাদ্রাসা ; মেডিকেল স্কুল ; ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ; ইডেন স্কুল ; বর্ত্তমান স্কুল—কলেজ—মাদ্রাসা—টোল ; শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান ; স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ ; বয়স হিসাবে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড় ; থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বতসমাজ। ৫০—৬৩।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য—প্রাচীন কবি ; কবি সঞ্জয় ; ঈশাননাগর ; হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ; জগন্নাথ দাস ; গদাধর পণ্ডিত ; বষ্ঠীবর সেন ; গঙ্গাদাস সেন ; হরিহর অগ্রয় ; অদ্ভুত

কবি। পত্র ও পত্রিকা ; প্রথম সাময়িক পত্র ; প্রথম সংবাদ পত্র ; অন্যান্য পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; কবি ও কাব্য ; অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; মহিলা কবি ; ভাওয়ালে সাহিত্য চর্চ্চা ; বান্ধব কুটীরে সাহিত্য চর্চ্চা। পুস্তকালয়। ৬৪—৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

মদনদী—ব্রহ্মপুত্র নদ, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ; মেঘনা ; পদ্মা ; পদ্মার প্রাচীন খাত, কীর্ত্তিনাশা ; যমুনা ; ধলেশ্বরী ; বুড়ীগঙ্গা ও শাখাপ্রশাখা ; শীতললক্ষ্যা, জোয়ারভাটা ; খাল ও বিল। বন। গ্রাম ; ঐতিহাসিক স্থান। ৮৪—৯৫।

সপ্তম অধ্যায়।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য।

ভূমি ; ভূমির প্রকার ভেদ, কৃষি ; আবাদি ও অনাবাদি ভূমি ; ফসল ; ধান্য ; পাট ; অন্যান্য ফসল ; খনি ; বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার ; মেলা ; আমদানী রপ্তানী ; আমদানী রপ্তানীর তালিকা ; ইতরপ্রাণী ; গৃহপালিত পশুপক্ষী ; বন্য পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি ; উদ্ভিদ। বস্ত্রশিল্প—মসলিন ; মসলিনের বিভিন্ন নাম, কাসিদা ; জামদানী ; ছিট ; মসলিনের ব্যবসায় ; ব্যবসায়ে অধঃপতন ; মসলিনের আড়ং, দাদনে অত্যাচার ; অন্যান্য বস্ত্র ; সোনারূপার কাজ ; শঙ্খের কাজ ; অন্যান্য শিল্প। ভূমির স্থানীয় মাপ ; স্থানীয় ওজন ও পরিমাণ। ৯৫—১২৮।

অষ্টম অধ্যায়।

ভূমিকর ও রাজস্ব।

হিন্দুশাসনকালের রাজস্বের নিয়ম ; মুসলমান শাসনকালের নিয়ম ; ইংরেজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা ; ভূম্যধিকারীদিগের ভূমির স্বত্ব ; নিষ্কর স্বত্ব ; প্রজাস্বত্ব ; নাওয়ারা ; বাঘমারা ; জমি ও জমার বিবরণ ; ধর্ম্মগোলা ; প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব ; রাজস্ব। ১২৯—১৪০।

নবম অধ্যায়।

স্বায়ত্ত শাসন।

মিউনিসিপালিটী ; আয়ব্যয়; লোকসংখ্যা ; জলের কল ; ইলেক্‌ট্রিক লাইট ; ঠিকা গাড়ী ; জেলা বোর্ড ; আয়ব্যয় ; লোকাল বোর্ড ; গোদারা ; পাউণ্ড ; চিকিৎসালয় ; পাগলা গারদ ; মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল ; লেডিডফারিন হাসপাতাল ; মফঃস্বলের ঔষধালয় ; টীকা ; পথ ; পথকর। ১৪০—১৫৮।

দশম অধ্যায়।

দেশের অবস্থা।

সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ—নবাবী আমলের বাজার দর ; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ; মনুষ্য বিক্রয় ; দ্রব্যের বিনিময় ; শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ ; কড়ির মূল্য ; দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয় ; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ ; ২৫ বৎসর পূর্ব্বের পারিবারিক খরচ। শ্রমজীবী—সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত ; প্রকৃত ব্যবসায়ী ; চাকুরীজীবীর সংখ্যা ; অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। দস্যুতা ও ডাকাতি—স্থলদস্যু, ভাওয়ালের জঙ্গল ; দস্যুদমন ; লেপ্টেন্যাণ্ট প্লিমান ; জলদস্যু—যমুনায়—পদ্মায়—মেঘনায়। জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য—কলেরা ; গো-মড়ক ; মেট্রলজি। দৈবঘটনা—ভূমিকম্প ; ঝড় ; জলপ্লাবন ; অনাবৃষ্টি। ১৫৯—১৮৭।

একাদশ অধ্যায়।

বিবিধ।

রেল। ষ্টিমার। পুলিস ও গ্রাম্য পুলিস। সৈন্য। জেলখানা। ডাক—ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম ; ডাকটেক্স ; জমিদারী ডাকঘর ও গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর। টেলিগ্রাফ। রাজসম্মান বা উপাধি। রাজনৈতিক সভা। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ। স্থানের দূরত্ব। ১৮৮—২০১।

পরিশিষ্ট। ২০২—২৪৮।

BENGAL LIBRARY
7 - JUN 1910
WRITERS' BUILDINGS.

ঢাকার বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

প্রাকৃতিক সীমা; অবস্থান; প্রাকৃতিক বিভাগ; পরিমাণ ফল; প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ঢাকা; "ঢাকা" নামের কারণ।

প্রাকৃতিক সীমা।

ঢাকা জেলা পূর্ব্ব বাঙ্গালার একটি প্রসিদ্ধ জেলা। এই জেলার উত্তর সীমায় ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্ব সীমায় ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ সীমায় ফরিদপুর জেলা ও পশ্চিম সীমায় ফরিদপুর ও পাবনা জেলা।

অবস্থান।

ঢাকা জেলা উত্তর নিরক্ষ ২৩°—১৪′ ও ২৪°—২০′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৯°—৪৫′ ও ৯০°—৫৯′ কলার মধ্যে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ।

ঢাকা জেলা সাধারণতঃ তিন প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব ঢাকা, মধ্য ঢাকা ও দক্ষিণ ঢাকা। মেঘনা ও শীতল লক্ষ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব ঢাকা শীতল লক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্ত্তী স্থান মধ্য ঢাকা এবং ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী স্থান দক্ষিণ ঢাকা।

পরিমাণ ফল।

এই জেলার অকার বৃহৎ নহে। আয়তনে ইহা ময়মনসিংহ জেলা হইতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট। এই জেলার পরিমাণ ফল ২৭৮২ বর্গ মাইল।

প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অতি পূর্ব্বকালে ঢাকা জেলার উত্তরভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ ভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্ব সময় এই ভূখণ্ড "বঙ্গ" নামে অভিহিত হয়। অতঃপর মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে দিল্লীশ্বর আকবর শাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব সচীব টোডরমল্ল বাঙ্গালার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে ঢাকা জেলার দক্ষিণ ভাগ ও পূর্ব্ব ভাগ সরকার সোণার গাঁও এবং উত্তর ভাগ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সরকার সোণার গাঁও ও সরকার বাজুহা "ঢাকা নেয়াবতের" অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে জেলা স্থাপিত হইলে তাহা "ঢাকা জেলা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত এই জেলা বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভাগ হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হইলে, এই জেলা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন নীত হইয়াছে।

ঢাকা।

ঢাকা জেলার সদর ষ্টেশন ঢাকা। ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে।

ঢাকা নামটী অতি প্রাচীন। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, ঢাক নামক এক প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিত বলিয়া এই স্থান "ঢাক" নামে পরিচিত হয়।* ঢাক ক্রমে ঢাকায় পরিণত হইয়াছে।

"ঢাকা" নামের কারণ।

দ্বিতীয় প্রবাদ—ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে আদিশূর ও বল্লাল সেনের নাম যুক্ত করিয়া ঢাকা নামের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করেন।

এই প্রবাদ-প্রচলিত গল্পটী এইরূপ——

"রাজা আদিশূর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর ধর্ম্মবিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বনবাস ব্যবস্থা করেন। রাণী এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন জন্য ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেন দেবরাজ ব্রহ্মপুত্র রাণীকে সযত্নে রক্ষা করিয়া বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিতা দেবী ভগবতীর হস্তে প্রদান করেন। সেই স্থানে রাণীর একটি পুত্র প্রসূত হয়। পুত্র দেবীর কৃপায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রবাদ—এই পুত্রই বল্লাল সেন। একদিন রাজকুমার ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিবিড় অরণ্যে দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া সেই দেবীকেই তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দেবীকে ঢাকেশ্বরী দেবী নামে অভিহিত করিলেন। ক্রমে এই দেবীর নাম হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হইল।†

তৃতীয় প্রবাদ এইরূপ—বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইছলাম খাঁ

---

* Topography and Statistics of Dacca.

† The Romance of an Eastern Capital.

পূর্ব্ববঙ্গকে মগদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মেঘনার উপকূলে আনিতে ইচ্ছুক হন। তিনি বহুস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বুড়ীগঙ্গার তীরে উপনীত হন এবং এই স্থানকে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করেন। এই সময়ে একদল বাদ্যকর ঢাক বাজাইয়া পূজা করিতেছিল দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মনোনীত স্থানে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিলেন। ঢাকের শব্দ পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরে যত দূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল, ততদূর পর্য্যন্ত রাজধানীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। নবাব ইছলাম খাঁ এইরূপে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাজধানী স্থাপন করতঃ তাহা ঢাকা নামে আখ্যাত করিলেন।*

এই সকল গল্প ও প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের কতদূর সম্বন্ধ আছে তাহা "ঢাকার ইতিহাসে" আলোচিত হইবে। প্রবাদ যেরূপই প্রচলিত থাকুক না কেন ঢাকা নামটী অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঢক্কা শব্দ হইতে ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে। ঢাকার নাম আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 'ঢাকাবাজু' নামে যে পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল ঢাকা বাজুর (পরগণার) বন্দোবস্ত করেন; তৎকালে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীরভূমি ঢাকা বাজু নামে পরিচিত থাকিয়া তাহা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইছলাম খাঁ এই ঢাকা বাজুতে আসিয়া স্বীয়

* Notes on the Antiquities of Dacca.

রাজধানী স্থাপন করেন ও পরগণার বা বাজুর নামানুসারে রাজধানীর নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান 'ঢাকা' নামে পরিচিত।

এই জেলা স্থাপন সময় ইহার আকার বর্ত্তমান আকার অপেক্ষাও ৬ গুণ বৃহৎ ছিল, ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার আয়তন হ্রাস হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

প্রাচীন প্রথা ; ইংরেজ শাসন— হুজুরি ও নিজামত বিভাগ ; রাজস্ব পরিদর্শক ; দেওয়ানি আদালত ; প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ; কালেক্টর জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ; থানা, ফাঁড়িথানা, চৌকী, কমিশনারী বিভাগ, মহকুমা, রেজেষ্টারী কার্য্যালয় ; পরগণা ও তপ্পা।

মুসলমান শাসনকালে সোণার গাঁও একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন, স্থানে স্থানে কাজি ও কাননগুদিগের কার্য্যালয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এতৎপ্রদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় এবং কিছুদিন তাঁহাদের হস্তেই দেশ শাসিত হয়।

প্রাচীন প্রথা।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকানগরী স্থাপিত হইলে এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য চলিতে থাকে। মফঃস্বলের বিচার ও

শাসন ক্ষমতা তখনও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাননগু জমা জমির বিচার করিতেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরগণার জমিদারগণও নিজ নিজ "এলাকার" বিচার করিতেন। রাজস্বের জন্য জমিদারগণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ত্রুটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ত্রুটি ব্যতীত জমিদারদিগের অন্য কোন বিষয়ের ত্রুটি, ত্রুটি বলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমিদারেরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে "সাতখুন মাপ" পাইতেন। এরূপ অবস্থায় প্রজাসাধারণ যমযাতনা ভোগ করিত।

ঢাকা হইতে বিভিন্ন সময়ে রাজধানী রাজমহল ও মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।* ঐ ঐ সময় ঢাকায় নায়েব নাজিমের কার্য্যালয় থাকিত; সুতরাং বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য যথারীতি পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইত।

ইংরেজ শাসন—হুজুরি ও নিজামত বিভাগ।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে এই জেলার শাসন প্রথার কতকটা পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় হুজুরি ও নিজামত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। হুজুরি বিভাগ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর অধীন থাকে। ঢাকায় উক্ত বিভাগের কার্য্য পরিচালন জন্য একজন ডেপুটী দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢাকার ডেপুটী দেওয়ান কেবল এতৎপ্রদেশের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব

* সুলতান সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে পরিবর্ত্তন করেন। মীরজুমা পুনরায় রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন। অতঃপর মুর্শিদকুলি খাঁ তাহা মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন।

সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিতেন। নিজামতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হইত। নিজামতের নিজ খরচ ও কর্ম্মচারী-গণের বেতন ইত্যাদির জন্য নিজামত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভূমিকরও গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব পরিদর্শক।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুজুরি ও নিজামত এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধান জন্য একজন রাজস্ব পরিদর্শক (Revenue Supervisor) নিযুক্ত হন।

দেওয়ানী আদালত।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজস্ব পরিদর্শকই কলেক্টর নামে অভি-হিত হন। ঐ সনে কোম্পানী রেজা খাঁর নিকট হইতে দেওয়ানী বিভাগের কার্য্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় এক দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রী-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নায়েবের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রী সভা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিচার (আপিল) করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

প্রাদেশিক মন্ত্রসভা।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা উঠিয়া গিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঢাকা কালেক্টরী ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার কালেক্টর "চিফ" নামে অভিহিত হয়।

মিঃ ডে, ঢাকার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর এবং মিঃ ডান-কেনসন প্রথম জজ নিযুক্ত হন।

এই সময় ঢাকা জেলার আয়তন ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল ছিল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কলেক্টরী হইতে

পৃথক্ হইয়া যায়। অতঃপর ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর * ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ঢাকার কলেবর ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

থানা, ফাঁড়ি থানা, চৌকী, কমিশনারি বিভাগ, মহকুমা, রেজেষ্টারী কার্য্যালয়।

ক্রমে শাসন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে পুলিস ষ্টেশন (থানা), আউট পোষ্ট (ফাঁড়ি থানা), চৌকী প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনারের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম রেভেনিউ কমিশনার, কমিশনার অব সারকিট (Comissioner of Circuit) নামে অভিহিত ছিলেন। পূর্ব্বে কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলা ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতঃপর মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার শাসন কার্য্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ঐ সময় মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুরের অধীন এবং মাদারিপুরের কতক অংশ ও আটিয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আটিয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়।

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার কোন কোন স্থানে মহকুমা, চৌকী, থানা, ফাঁড়ি থানা ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

---

* ফরিদপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন কালেক্টরী হইলেও ফরিদপুরের দেওয়ানী আদালত তখনও ঢাকাতেই স্থাপিত ছিল।

মহকুমা	চৌকী	থানা	ফাঁড়িথানা
ঢাকা সদর	সদর	ঢাকা	ফরিদাবাদ, লালবাগ, টঙ্গী
	পলাস	কাপাসিয়া	
		রায়পুরা	
		রূপগঞ্জ	নরসিংদি
		সাভার	
		নবাবগঞ্জ	
মুন্সীগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	বৈন্তের রাজার
	বহর	রাজাবাড়ী	রোহিতপুর
		শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ
মাণিকগঞ্জ	মাণিকগঞ্জ	মাণিকগঞ্জ	বালিয়াটী
	লেছরাগঞ্জ	জাফরগঞ্জ	
		হরিরামপুর	

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অর্দ্ধাংশ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুনের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ঐ সনের ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ (৪৫৮ খানা গ্রাম) বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।*

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয় ঢাকা বিভাগ

* এই গ্রামগুলি মুলফতগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পুর্ব্বেই মুলফতগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ঐ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্ত্তনে আপত্য উথাপন করিলে এতকাল ঐ পরিবর্ত্তন স্থগিত থাকে। মুলফতগঞ্জ থানাসহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ সনে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার কার্য্যভার চারিভাগে বিভক্ত হয়।

এক্ষণে এই জেলায় চারিটী মহকুমা ৪টী চৌকী ১৩টী থানা ৫টী ফাঁড়িথানা ও ১৩টী সব রেজেষ্টারী কার্য্যালয় স্থাপিত আছে।

মহকুমা—(১) সদর, (২) নারায়ণগঞ্জ, (৩) মুন্সীগঞ্জ, (৪) মাণিকগঞ্জ।

চৌকী—সদর মহকুমায় (১) সদর, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (২) নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় (৩) মুন্সীগঞ্জ এবং, মাণিকগঞ্জ মহকুমায় (৪) মাণিকগঞ্জ।

থানা—সদর মহকুমায় (১) সদর (২) কেরাণীগঞ্জ (৩) কাপানিয়া (৪) সাভার ও (৫) নবাবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (৬) নারায়ণগঞ্জ (৭) রূপগঞ্জ (৮) রায়পুরা, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় (৯) মুন্সীগঞ্জ (১০) শ্রীনগর, মাণিকগঞ্জ মহকুমায় (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) ঘিওর ও (১৩) হরিরামপুর।

ফাঁড়িথানা—সদর মহকুমায় (১) কালিয়াকর, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (২) নরসিংদি (৩) মনোহরদি, মুন্সীগঞ্জ থানায় (৪) রাজাবাড়ী ও মাণিকগঞ্জ মহকুমায় (৫) সিয়ালো-আর্চ্চা।

রেজেষ্টারী কার্য্যালয়—সদর মহকুমায় (১) সদর (২) কালিগঞ্জ (৩) সাভার (৪) জয়কৃষ্ণপুর, নারায়ণগঞ্জ মহাকুমায় (৫) নারায়ণগঞ্জ (৬) রায়পুরা, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় (৭) মুন্সীগঞ্জ (৮) শ্রীনগর (৯) লৌহজঙ্গ ও (১০) রাজাবাড়ী এবং মাণিকগঞ্জ মহকুমায় (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) ঘিওর ও (১৩) হরিরামপুর।

এই জেলা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ব আদায়ী পরগণা ও তপ্পায় বিভক্ত যথা ;—

পরগণা—(১) আগলা, (২) আজিমপুর, (৩) আমিরাবাদ, (৪) ইয়ারপুর, (৫) ইদগা, (৬) ইব্রাহিমপুর, (৭) ইশাখাবাদ, (৮) ইদিলপুর, (৯) একরামপুর, (১০) এনাএতনগর, (১১) উত্তর শাহাপুর, (১২) উত্তর সাহাবাজপুর, (১৩) কাশীমপুর কল্যানশ্রী, (১৪) কাশীমপুর শাসনবাসন, (১৫) কাশীমনগর, (১৬) কাশীপুর, (১৭) কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ, (১৮) খানপুর, (১৯) খলিলাবাদ, (২০) খিজিরপুর, (২১) গঞ্জসাকরাবাদ, (২২) গৃদবন্দর, (২৩) গোবিন্দপুর, (২৪) গুণানন্দী, (২৫) চুণাখালি, (২৬) চন্দ্রদ্বীপ, (২৭) চরমুকুন্দিয়া, (২৮) চরমুকুন্দিয়া কাশীমনগর, (২৯) চন্দ্রপ্রতাপ,(৩০) জাহানাবাদ, (৩১) জাফর উজিয়াল,(৩২) জাহাঙ্গীরনগর, (৩৩) জালালপুর, (৩৪) তালিপাবাদ, (৩৫) দক্ষিণ শাহাপুর, (৩৬) দুর্গাপুর, (৩৭) দোহার, (৩৮) নছিবশাহী, (৩৯) নরসিংহপুর, (৪০) নছরতসাহী, (৪১) নাস্তি, (৪২) নরুল্লাপুর, (৪৩) পুরচণ্ডী, (৪৪) পাটপাশার, (৪৫) বাগমারা কাশীমপুর, (৪৬) বহর (৪৭) বলরামপুর, (৪৮) বন্দর একরামপুর, (৪৯) বিহোরোল (৫০) বলোর, (৫১) বীররহিমপুর, (৫২) বরদাখাত, (৫৩) বাঙ্গবোড়া, (৫৪) বন্দরখোলা, (৫৫) বড়বর্ষ্মি, (৫৬) বৈকুণ্ঠপুর, (৫৭) বিক্রমপুর (৫৮) ভাওয়াল, (৫৯) মহবতপুর, (৬০) মকিমপুর, (৬১) মক্ষমপুর, (৬২) মাদারিপুর, (৬৩) মজিদপুর, (৬৪) মাহাম্মদপুর, (৬৬) মবারকউজিয়াল, (৬৭) মহিয়াঙ্গপুর, (৬৮) রামপুর, (৬৯) রোকনপুর, (৭০) রায়পুর, (৭১) রগ্ণাপ, (৭২) রসিদপুর, (৭৩) রায়পুর নওয়াবদি, (৭৪) রায় নন্দলালপুর, (৭৫) রাজনগর, (৭৬) রছুলপুর,

(৭৭) সৈদপুর, (৭৮) সাহাবন্দর, (৭৯) শ্যামপুর, (৮০) শিবপুর শ্যামপুর, (৮১) সুজাপুর, (৮২) সাহেবাবাদ, (৮৩) সুজাবাদ সাহ পুর, (৮৪) সেলিম প্রতাপ, (৮৫) সাহা উজিয়াল, (৮৬) শিবপুর, (৮৭) সরাইল, (৮৮) সুলতানপুর, (৮৯) সুজাবাদ কুতুবপুর (৯০) সাহাজাতপুর, (৯১) সিন্দূরী, (৯২) সাজাদাপুর, (৯৩) সোণারগাঁও, (৯৪) সাইস্তানগর, (৯৫) সোলতানপ্রতাপ, (৯৬) হাসায়া, (৯৭) হজরতপুর, (৯৮) হাবেলি জাহানাবাদ।

তপ্পা—(১) আরঙ্গাবাদ, (২) আম্রপুর (৩) আউলিয়ানগর, (৪) আমিরপুর, (৫) আমিরাবাদ, (৬) আঘরা কলাকোপা, (৭) ইছাপুর, (৮) এতবারনগর, (৯) এবাদতনগর, (১০) কুড়িখাই, (১১) কলনা, (১২) কাষ্টসাগরা, (১৩) কাটবার, (১৪) কামরাপুর, (১৫) খোর্দ্দিধামরাই (১৬) খলসি, (১৭) গোবিন্দপুর, (১৮) গোপাল-পুর, (১৯) জাফরনগর (২০) তৈয়ারপুর (২১) দেয়ানতপুর, (২২) দৌলতপুর (২৩) নন্দলালপুর, (২৪) নারান্দিয়া, (২৫) পাড়িল, (২৬) ফতুল্লাপুর, (২৭) বলরামপুর, (২৮) বাকিপুর, (২৯) বড়িকান্দি, (৩০) ভবানীপুর, (৩১) ভবানীনগর, (৩২) মকসুদপুর, (৩৩) মিরকপুর, (৩৪) মিরকপুর সাবন্দর (৩৫) মৃজাপুর (৩৬) মহেশ্বরদী (৩৭) রাধাকান্তপুর খোর্দ্দা (৩৮) রছুলপুর, (৩৯) রায়পুর (৪০) রাম-কৃষ্ণপুর, (৪১) রণভাওয়াল, (৪২) সবকদ্দিনগর, (৪৩) শ্রীধরপুর, (৪৪) সাকিপুর খোর্দ্দ, (৪৫) সকিযদ্দিপুর (৪৬) সায়েস্তানগর, (৪৭) সরিপপুর, (৪৮) সাখিনী, (৪৯) সখীনগর, (৫০) হুশেনাবাদ, (৫১) হকিকতপুর, (৫২) হাজিখাঁপুর, (৫৩) হাজিপুর গোবিন্দ-পুর, (৫৪) হাবিলি মাহাম্মদপুর, (৫৫) হায়দরাবাদ, (৫৫) হাবিলি।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদমসুমারি।

প্রাচীন বিবরণ; লোকসংখ্যার তুলনা; অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তর-গতের সংখ্যা; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ; আগন্তুক ও দেশান্তরগত জন-সংখ্যার তুলনা; প্রতিবর্গ মাইলে বসতি; থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রাম সংখ্যা, বসতি ও লোকসংখ্যা। ধর্ম্ম—মুসলমানধর্ম্ম ও বাবা আদম; পূর্ব্ব-বঙ্গে মুসলমান; পীর; ফেরাজি; সরিতুল্যা ও দুদুমিঞা; মুসলমাম ধর্ম্ম-মন্দির; খৃষ্টধর্ম্ম, রোমান ক্যাথলিক, পর্ত্তুগীজ মিসন; চার্চ্চ; ইংলিস ব্যপটিষ্ট মিসন; অক্স-ফার্ড মিসন; ব্রাহ্মসমাজ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়; হিন্দু দেবালয় ও তীর্থস্থান; বৌদ্ধও প্রেতোপাসক। ধর্ম্মাবলম্বী—১৯০১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা; ১৮৯১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির গড় ও কারণ; মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা; থানা ও মহকুমাওয়ারী ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা। জাতি—বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা; শ্রেণী বিভাগ; ব্রাহ্মণ; কৌলিন্য-প্রথা; প্রাচীন বিবরণ; বহুবিবাহ; সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায়; অর্দ্ধকালিবংশ; কায়স্থ; বৈদ্য; নবশাখা; হালুয়াদাস; মধ্যশ্রেণী; নিম্নশ্রেণী; নিকৃষ্টজাতি; কিচক; মুসলমানশ্রেণী; সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক, মির্জ্জা; অন্যান্য জাতি; পঞ্চাইতি; পর্ত্তুগীজ; মনিপুরী; টীপরা; লোক চরিত্র; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা। ভাষা—বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা; উচ্চারণের বিভিন্নতা; ভাষার নমুনা; গ্রাম্য শব্দ।

ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভ হইতে জেলার লোক গণনার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন বিবরণ।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাকরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলা ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল; তখন সাধারণভাবে একবার লোক গণনার চেষ্টা করা হয়। ঐ গণনায় ঢাকা জেলার লোক সংখ্যা ৯৩৮৭১২ হইয়াছিল। ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ, ঢাকা হইতে পৃথক্ হইয়া গেলে পর, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুনরায় জনসংখ্যা গণনা করেন। ঐ গণনায় ঢাকার লোক সংখ্যা ৫১২৩৮৫ হইয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় ৬০০০০০ লোক নির্দ্ধারিত হয়। ইহার পর রেভিনিউ সার্ভে গণনায় লোক সংখ্যা ৯০৪৬১৫ এবং ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের রেভিনিউ বোর্ডের প্রদত্ত হিসাবে লোক সংখ্যা ১০১৯৯২৮ ধার্য্য হয়। বিভিন্ন সময়ের এই সকল গণনা সম্পূর্ণ অনুমান মূলক হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকৃত জনসংখ্যা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয় এবং তদনুসারে ঐ সনের ১৬ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র লোক সংখ্যা গণনা হয়। এই গণনা অনুসারে এই জেলার লোক সংখ্যা ১৮৫২৯৯৩ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর প্রতি দশ বৎসরে লোক সংখ্যা গণনা করা হইতেছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে দ্বিতীয় গণনা হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনার সময় অশিক্ষিত লোক ভীত হইয়াছিল। তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট কোন দুরভিসন্ধিমূলে এইরূপ "মাথাগন্তির" আয়োজন করিতেছেন, নতুবা এইরূপ সাধারণ কার্য্যে এত টাকা কড়ি ফেলাইবার

আবশ্যকতা কি ?* অশিক্ষিত লোকের মনোভাব শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

লোকসংখ্যার তুলনা।

জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি দশ বৎসরে কি পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
পুরুষ—	৮৯৩২৪৪	১০২১০৫৪	১১৮৭৭৩৯	১৩১২৪১৭
স্ত্রী—	৯৩৪৬৮৭	১০৬৯৮২৩	১২০৭৬৯১	১৩৩৭১০৫
মোট	১৮২৭৯৩১† ১৮৫২৯৯৩	২০৯০৮৭৭† ২১১৬৩৫০	২৩৯৫৪৩০	২৬৪৯৫২২

অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যা।

বর্ত্তমান গণনায় জেলার লোক সংখ্যা ২৬৪৯৫২২। এ জেলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি গণনায়ই অধিক দেখা যায়। ইহার কারণ—এই জেলার বহু পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাকুরি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। এই জেলায়ও ভিন্ন স্থানের লোক আসিয়া চাকরি ব্যবসায় করিয়া থাকে। এই জেলার কত লোক ভিন্ন স্থানে বাস করে ও ভিন্ন স্থানের কত লোক এ জেলায় বাস করে—এই উভয় সংখ্যা এবং জেলার প্রকৃত নিবাসীর ও

* ১৮৮১ সনে ঢাকার কালেক্টর লিখিয়াছিলেন ;—"They (the people) can not understand why Government should direct the expenditure of so much money and labour if not for the sake of some tangible objects—"District Administration Report."

† ১৮৭২ সনে লোক গণনার পরে জেলার কতকস্থান ভিন্ন জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তিত স্থান সমূহের লোক সংখ্যা বাদ না দিলে মোট লোক সংখ্যা ১৮৫২৯৯৩ হয়। ঐরূপ ১৮৮১ সনের সংখ্যা ও ২১১৬৩৫০ হয়। গবর্ণমেন্টের কাগজপত্রে এই দুই সংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে।

মোট অধিবাসীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রকৃত নিবাসী বলিতে যাঁহাদের মাতৃভূমি ঢাকা জেলায় তাহাদিগকে বুঝাইবে।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
আগন্তুক	৮৫২৯৯	৫৬৭৬৭	২৮৫৩২
দেশান্তরগত	১২৮৪৮৭	৯৪৮৪২	৩৩৬৪৫
জেলার প্রকৃত নিবাসী—	২৬৯২৭১০	১৩৫০৪৯২	১৩৪২২১৮
মোট অধিবাসী—	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫

উপর্য্যুক্ত তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৯০১ সনের লোক গণনার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ৮৫৩৯৯ জন লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলার ১২৮৩৮১ জন লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল।

প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ।

কোন স্থানের কত লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলার কত লোক কোন স্থানে ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

	এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।			অন্য স্থানের লোক এই জেলায় কত।		
জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী।
বর্দ্ধমান	৩২৭	২৬৭	৬০	৪৩৫	১৫৯	২৭৬
বীরভূম	৯৬	৫৪	৪২	২২	১২	১০
বাঁকুড়া	২৫	৯	১৬	৬৫	৪৭	১৮
মেদিনীপুর	২৪৯	১৯০	৫৯	৯৬	৩১	৬৫
হুগলী	৫২০	৪৩০	৮৯	২৩১	১৩৬	৯৫
হাওড়া	১০৬০	৯৬২	১৪৮	৪৭	২৮	১৯
২৪ পরগণা	১৪৬১	১১৭১	২৯০	১২৪	৭২	৫২
কলিকাতা	১৫১৪১	১২৪৭৫	২৬৬৩	৮৬২	৩৩০	৫৩২

	এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।			অন্য স্থানের লোক এই জেলায় কত।		
নদীয়া	৬০৫	৩১২	২৯৩	১৯৭৭	১৮১৫	১৬২
মুর্শিদাবাদ	৭০৪	৪৩৫	২৬৯	২০৬	১১৭	৮৯
যশোহর	৩৫০	২৫৭	৯৩	৭৭০	৬৯৪	৭৬
খুলনা	১৭৪৫	১৬৫১	৯৪	৮১	৪৭	৩৪
রাজসাহী	১৩৯৫	১১০৭	২৮৮	২৩১	১৯৭	৩৪
দিনাজপুর	৯২৭	৭৩৬	১৯১	৬২	৩৮	২৪
জলপাইগুড়ি	১০৯১	৮৮৭	২০৪	৩৮	২৮	১০
দার্জ্জিলিং	১৪৮	১০৫	৪৩	১৪	৯	৫
রংপুর	২৭৯৩	২৩২০	৪৭৩	১৩৯	১০৯	৩০
বগুড়া	৬৩৮	৪৪১	১৯৮	২৪	১১	১৩
পাবনা	৩০২৩	২৩৬৭	৬৫৬	৫২৩৫	৩১৮২	২০৫৩
ময়মনসিংহ	২২৪৩৪	১৫১৩৫	৭২৯৯	২৭২৭৭	১৩১৪৫	১৩১৩২
ফরিদপুর	১৯১৯৪	১২৭২৫	৬৪৬৯	৬১৭৭	৪১৩৫	২০৪২
বাকরগঞ্জ	১৪৫০৭	১৩১৮০	১৩২৭	১১৫৮	৪৩৭	৩২১
ত্রিপুরা	১৬৫৬১	১০৬৩২	৫৯২৯	১০০৬৭	৬০৩৪	৪০৩৩
নোয়াখালী	৫৩০৭	৩১১২	২১৯৫	৭৯২	৭৩০	৬২
চট্টগ্রাম	৮৪৮	৬০৬	২৪২	৫৯১	৫৪১	৫০
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৭	১৪	৩	»	»	»
পাটনা	৯১	৬০	৩১	১০৬৪	৭৭০	২৯৪
গয়া	৫০	৩৪	১৬	২২০	১৬২	৫৮
সাহাবাদ	৬৬	৪৬	২০	১২৭৮	৯৬৯	৩০৯
শারণ	৪৯	৩৬	১৩	২৯৩৭	২৬৫৩	২৮৪

	এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।			অন্য স্থানের লোক এই জেলায় কত।		
চম্পারণ	৩৮	২৬	১২	৩০	২৯	১
মজঃফরপুর	৪১	২৭	১৪	১৩৩৮	১২৪১	৯৭
দ্বারভাঙ্গা	৮৮	৬৩	২৫	১০৩৩	১০০৩	৩০
মুঙ্গের	১৫০	১৩১	১৯	৬৩৬৯	৫৯৮২	৩৮৭
ভাগলপুর	১৭৫	১০৩	৭২	১৬৫	১৫১	১৪
পুর্ণিয়া	১৬৮	১১৯	৪৯	৬২	৫১	১১
মালদহ	৩৪৯	৩০৭	৪২	৩৭	৩২	৫
সাঁওতাল পরগণা	১২৬	১০২	২৪	১৪	১২	২
কটক	১১৫	৭১	৪৪	৩১৩	২৭৯	৩৪
বালেশ্বর	৪২	৩০	১২	৮৫	৮৩	২
অঙ্গুল	২	২	...	...	...	...
পুরী	৩০১	১১৯	১৮২	৫৪	৪৯	৫
হাজারিবাগ	৯	৮	১	৬৭	৩৬	৩১
রাঁচি	৩৯	২৬	১৩	১২	৪	৮
পালামৌ	১৯	১৪	৫	১	১	...
মানভূম	১৩২	৮৩	৪৯	৯	৭	২
সিংহভূম	৩৭	৩২	৫	১	১	...
কোচবিহার	১১৫০	৯০৮	২৪২	৪৯	২৪	২৫
উড়িষ্যাকরদ মহল	২৫	১৮	৭	...	...	...
ছোটনাগপুর করদমহল	৬	৬	...	...	..	...
পার্ব্বত্যত্রিপুরা	৬৫২	৪৩৫	২১৭	...	...	...
সিকিম	...	...	...	২	২	...

এই জেলার ২৬৭৯৩০৯ জন লোক বাঙ্গালা প্রদেশে (পূর্ব্ববঙ্গসহ) আছে। অবশিষ্ট ১৩৪০১ জন বাঙ্গালার বাহিরে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বিভিন্নদেশে অবস্থিতি করিতেছে। বাঙ্গালার বাহিরের ও অন্যান্য দেশের কত লোক এই জেলায় আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

	মোট—	পুরুষ—	স্ত্রী—
বাঙ্গালার বাহিরের	১৩১১৬	১০৫৩৫	২৬৪১
এসিয়ার	১৩৭	১২১	১৬
ইউরোপের	১১৭	৭৯	৩৮
আমেরিকার	...	...	...
আফ্রিকার	১	১	...
অষ্ট্রেলিয়ার	১	১	...
সমুদ্রের	৬	৫	১
মোট	১৩৪৩৮	১০৭৪২	২৬৯৬

আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনা।

ঢাকা জেলায় আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনায় দেশান্তরগত জনসংখ্যাই অধিক। গড়ে হাজার প্রতি ৩২২ জন আগন্তুক ও ৪৮৫ জন দেশান্তরগত। চাকরী ব্যবসায় উপলক্ষে দেশান্তরে বাস করার জন্য বিক্রমপুরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় এমন স্থান নাই, যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রমপুর পরগণার লোক দেখিতে না পাওয়া যায়।*

* Phillips সাহেব তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—"Paragana Bikrampur in the Dacca District is famous for the migrating spirit of its inhabitants. There is not a single district in Bengal in which men of Bikrampur cannot be found in considerable numbers in Government or Private services."

ঢাকা জেলার প্রতিবর্গ মাইলে ৯২৩ জন লোকের বসতি।

প্রতিবর্গ মাইলে বসতি।

লোকসংখ্যা মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—প্রতিবর্গ মাইলে ১৬৫৪ জন। এত ঘন বসতি অন্য কোথাও নাই। এই মহকুমায় সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণা অবস্থিত। বিক্রমপুর খুব বৃহৎ পরগণা নহে; কিন্তু লোক সংখ্যায় ইহা বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পরগণা। বিক্রমপুর প্রতিবর্গ মাইলে প্রায় ১৭০০ লোকের বাস। ঘনবসতি বিষয়ে হাওড়া জেলা প্রথম, ২৪ পরগণা দ্বিতীয় ও ঢাকা জেলা তৃতীয় স্থানীয়। হাওড়ায় প্রতিবর্গ মাইলে ১৩৫১, ২৪ পরগণায় ৯৮৬ ও ঢাকায় ৯২৩ জন লোকের বাস।

থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রামসংখ্যা, বসতি ও লোকসংখ্যা।

বিগত আদমসুমারির সময় প্রতি থানার এলাকায় কত অধিবাসী ছিল, এলাকার পরিমাণ ফল, গ্রাম সংখ্যা, গৃহ সংখ্যা ও প্রতিবর্গ মাইলে অধিবাসীর সংখ্যা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদমসুমারীর জনসংখ্যা সহ প্রকাশিত হইল। (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম্ম।

মুসলমানধর্ম্ম—বাবা-আদম।

ঢাকা জেলায় কোন সময় মুসলমানধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। প্রবাদ যে রাজা ২য় বল্লাল সেনের শাসন সময়ে বাবা আদম নামক জনৈক পীর সোণার

Gait সাহেব বলিয়াছেন,—Sons of Bikrampur are found all over Bengal and Assam and even further afield practising as Pleaders or holding Posts * * *

Sutherland সাহেব লিখিয়াছেন,—"Bikrampur the *officina of the amlaginas* in Eastern Bengal."

গাঁয়ে প্রবেশ লাভ করেন। এই প্রবাদ প্রকৃত হইলে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাবা আদমই যে এ জেলায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন ইহা বলা যাইতে পারে। বাবা আদমের মসজিদ রামপালের অনতিদূরে এখনও দৃষ্ট হয়। এই মসজিদ নির্ম্মাণের তারিখ ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। অনেকে বলেন এই মসজিদ বাবা আদমের মৃত্যুর বহুদিন পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান।

বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই যে মুসলমানগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশলাভ করিয়াছিল ইহাই প্রকৃত এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিকগণও ঐ সময়কেই পূর্ব্ববঙ্গে (সোণারগাঁও) মুসলমান আগমনের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এরপর ক্রমে এতদ অঞ্চলে (ঢাকা জেলায়) মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান সমাজ সিয়া ও সুন্নি এই দুইভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে মত বিরোধ বড়ই প্রবল। ১৮৬৯ সনে কোন ঘটনা উপলক্ষে ইঁহাদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের (?) অবতারণা হইয়াছিল। রাজপুরুষদিগের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হয়।

পীর।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল, গবর্ণমেণ্ট পীলখানার নিকট আজীমপুর, মগবাজার এবং ইক্রামপুর এই তিনস্থানে তিনজন পীর বাস করিতেন। ঢাকা জেলার বহু মুসলমান ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফেরাজী।

বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে এক নুতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় 'ফেরাজী' নামে পরিচিত। ফরিদপুর জেলার দৌলতপুর গ্রামের সরিতুল্লা নামক এক ব্যক্তি এই দলের প্রবর্ত্তক।

সরিতুল্লা ও দুদুমিঞা।

১৮ বৎসর বয়সে সরিতুল্লা মক্কাগমন করিয়া ওহাবি সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করেন ও নূতনভাবে প্রমত্ত হন। অতঃপর ২০ বৎসর তীর্থবাস করিয়া সরিতুল্লা দেশে আসিয়া এক অভিনব সম্প্রদায় গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অভিনবমতে দীক্ষিত হইয়া এই জেলার বহু মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সরিতুল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দুদুমিঞা তাঁহার মত প্রবল রাখিয়া ফেরাজী সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। দুদুমিঞা গ্রামে গ্রামে শিষ্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মত বিস্তারের চেষ্টা করিলে অনেক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এই দলের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।*

মুসলমান ধর্ম্মমন্দির।

এই জেলার নিম্নলিখিত স্থান সমূহ মুসলমানদিগের ধর্ম্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঢাকার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত "হোসেনী দালান"—এই দালান ঢাকার নবাব মহম্মদ আজিমের সময় নাওয়ারা মহলের দারগা মীর মোরাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবাবি আমলে মহরমের সময়ে এই স্থানে মহাসমারোহের সহিত নমাজ ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মসম্পন্ন হইত। ইদঘর—১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজার দেওয়ান মীর আবদুল কাসেম প্রস্তুত করেন। নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত 'কদমরছুলের দারগা,' মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত 'হায়দর সা কি দরগা' প্রভৃতি।

---

* "ফরিদপুরের বিবরণে" দুদুমিঞার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এই জেলায় বহু খৃষ্টানের বাস। খৃষ্টানের সংখ্যা ১১৫৫৬। ইহাদের অধিকাংশ রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান এবং এতদ্দেশীয় মগ স্ত্রীলোক ও পর্ত্তুগীজ পুরুষের সংশ্রবে জন্ম। এইরূপ বহু দেশী ফিরিঙ্গি ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম হইতে আনীত হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণে উপনিবেশিত হয়। যে স্থানে তাহারা প্রথম উপনিবেশের স্থান প্রাপ্ত হয়, ঐ স্থান "ফিরিঙ্গি বাজার" নামে পরিচিত। ফিরিঙ্গি বাজারে এখন অধিক ফিরিঙ্গি নাই। নবাবগঞ্জ ও রূপগঞ্জ থানার এলাকায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

খৃষ্টধর্ম্ম—রোম্যান ক্যাথলিক, পর্ত্তুগীজমিশন।

রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চের পর্ত্তুগীজ মিশন এ জেলার তিন স্থানে স্থাপিত আছে। (১) তেজগাঁও, (২) নাগরি ও (৩) হোসনাবাদ। তেজগাঁও চার্চ্চ সেণ্ট আগষ্টিন মিশনারি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।* ইহাতে একজন ধর্ম্মযাজক ও ২১৫ জন দেশীয় খৃষ্টান আছেন। ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরি চার্চ্চ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়; সেখানে একজন ধর্ম্মযাজক ও ১৫০০ খৃষ্টান আছেন। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত হোসেনাবাদ চার্চ্চ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। হোসেনাবাদ চার্চ্চে ২ জন ধর্ম্মযাজক ও ২৫১৮ খৃষ্টান আছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকাতে ও এই সম্প্র-

চার্চ্চ।

* Imperial Gazetteer Eastern Bengal and Assam (Draft) এই চার্চ্চের অন্তর্গত সমাধিস্থানের কোন প্রস্তর ফলকই ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের দেখা যায় না। এই কারণে অনেকে এই চার্চ্চকে আরও আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

দায়ের একটি চার্চ্চ আছে। এখানে দুইজন ধর্ম্মযাজক ও ১২০ জন খৃষ্টান আছেন। এই চার্চ্চগুলি ময়নাপুর চার্চ্চের প্রধান ধর্ম্মযাজকের (Bishop) অধীন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত গোয়ার পর্ত্তুগীজ মিশনের মত ভেদ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে ঢাকার প্রধান ধর্ম্মযাজকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় রোমান ক্যাথলিকদিগের আর একটি চার্চ্চ স্থাপিত হয়। এই চার্চ্চের অধীনে ধর্ম্মশালা ও অনাথআশ্রম আছে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান চার্চ্চ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়। ১৮৯১ সনে সেণ্টথমাস প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হয় ও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়।

ইংলিশ বাপ্তিষ্ট মিশন।

১৮১৬ অব্দে ঢাকায় ইংলিশ বাপ্তিষ্টমিশন সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপ হিবর ঢাকায় আসিয়া ১৮২৪ সনের ১৬ই জুলাই চার্চ্চ ও কবরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০ অব্দে ইহাতে ১৯ জন সভ্য ছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দুই শতাধিক লোক এই মিশনে দীক্ষিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ড মিশন।

অক্সফোর্ড মিশনও কিছুদিন হইল, ঢাকায় এক শাখা মিশন স্থাপন করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে চলিতেছিল। এরপর একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় গৃহে সমাজের স্থান প্রদান করেন। ১৮৬৯ সনে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণের চাঁদা দ্বারা ঢাকা ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

সময় প্রায় তিনশত সভ্য সমাজে যোগদান করিতেন। ১৮৭৭ সনে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই জেলায় ২২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী।*

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

ভেকধারী বৈষ্ণব বা বৈরাগীর সংখ্যা এ জেলায় ৯২৪০। তন্মধ্যে পুরুষ ৩১২৫, স্ত্রী ৬১১৫। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী দ্বিগুণ। ইহারা নানাস্থানে "আখরা" করিয়া আছে, বৈষ্ণবদিগের একটি পবিত্র স্থান "গুপ্ত বৃন্দাবন"—মধুপুর গড়ে অবস্থিত। তাহা ময়মনসিংহ জেলার অধীন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনগরে এক প্রসিদ্ধ 'আখরা' ছিল। এ জেলার অধিকাংশ বৈষ্ণব রাজনগর আখরার শিষ্য। এ জেলায় বিথঙ্গলের রামকৃষ্ণ গোসাঞির শিষ্যও দেখা যায়। বিথঙ্গল শ্রীহট্ট জেলায়। এ জেলায় অনেক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিবারও আছেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য। সেন্সাসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি স্ব স্ব শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। ধর্ম্মাবলম্বী স্থানে তাঁহারা 'হিন্দু' বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

হিন্দুদেবালয় ও তীর্থস্থান।

এই জেলার হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ঢাকার ঢাকেশ্বরীর বাড়ী, রমণার কালীরবাড়ী, ধামরাইর মাধব-বাড়ী প্রসিদ্ধ। অশোকঅষ্টমীতে লাঙ্গলবন্ধ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। লাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরে অবস্থিত।

* ১৯০১ সনের সেন্সাসে ৭৩ জন ব্রাহ্ম জাতিতে "ব্রাহ্ম" বলিয়া লিখাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২৯ জন বৈদ্য, ১৩ জন ব্রাহ্মণ, ৭ জন কৈবর্ত্ত, ৯০ জন কায়স্থ, দুইজন নমশূদ্র পর্য্যায়ে নাম লিখাইয়াছেন।

বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা এ জেলায় মাত্র ৩০ জন। ইহার মধ্যে মগ ১৫ জন, ব্রহ্ম দেশীয় ১২ জন ও চীন দেশীয় ৪ জন।* প্রোতোপাসক একজন, ঐ একজন গারো।

ধর্ম্মাবলম্বী।

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। গত

১৯০১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা।

১৯০১ সনের সেন্সাসের সময় কোন ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক এ জেলায় বাস করিত, তাহা প্রদর্শিত হইল।

ধর্ম্মাবলম্বী—	মোট—	পুরুষ—	স্ত্রী—
হিন্দু	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১
ব্রাহ্ম	২২১	১১০	১১১
মুসলমান	১৬৪৯৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২
খৃষ্টান	১১৫৬৬	৫৪১৯	৬১৩৭
বৌদ্ধ	৩০	২৬	৪
প্রেতোপাসক	১	১	...
মোট	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫

১৮৯১ সনের ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা।

১৮৯১ সনে জনসংখ্যা গণনার সময় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত ছিল, তাহার সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

ধর্ম্মাবলম্বী—	মোট—	পুরুষ—	স্ত্রী—
হিন্দু	৯৩৩৯৫৫	৪৫৯৭১৫	৪৭৪২৪০

* ১৫+১২+৪=৩১। গণনায় ৩১ হয়। সেন্সাস রিপোর্টে এই বৃদ্ধির কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

মুসলমান	১৪৫০১৮৬	৭২২৬৫১	৭২৭৫৩৫
খৃষ্টান	১০৪৭৬	৪৯০০	৫৫৭৬

বৃদ্ধির গড় ও কারণ। ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১ সনে মোট জন সংখ্যার প্রতি দশ হাজারে কত হিন্দু ও কত মুসলমান ছিল তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
হিন্দু	৪২৯০	৪০৯০	৩৮৯৯	৩৭২৯
মুসলমান	৫৬৭০	৫৮৬৭	৬০৫৪	৬২২৬
অন্যান্য	...	৪৩	৪৬	৪৫

প্রতি সেন্সাসে গড়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ও হিন্দুজনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অনেক দরিদ্র হিন্দু, অভাবে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছে। অনেকস্থলে স্ত্রীলোকের আকর্ষণে ও অনেক হিন্দু যুবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গাইট সাহেবের উদ্ধৃত তালিকায় * পরবর্ত্তী কারণেই অধিকাংশ লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ তালিকা ঢাকার একজন হিন্দু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সংগৃহীত।

এই জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় দ্বিগুণ। হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতও অধিক। দশ বৎসরে হিন্দু পুরুষ সংখ্যা শতকরা ৫.৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫.৬ অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং মুসলমান পুরুষের সংখ্যা শতকরা ১৩.৪ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১.৪ অনুপাতে বৃদ্ধি

মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা।

* Census Report Part I Page XIII (1901)

হইয়াছে। বৃদ্ধির অনুপাত হিন্দু জনসংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় তিন গুণ। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধি স্বাভাবিক কেননা সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ঐ ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে পারে।

থানা ও মহকুমাওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীয় সংখ্যা।

এই জেলার সদর থানা ও শ্রীনগর থানায় মুসলমান জনসংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু জনসংখ্যা অল্প অধিক। অন্যান্য সকল থানায়ই মুসলমান অধিক। রায়পুরা থানায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার চারিগুণেরও অধিক। প্রতি থানা ও মহকুমায় হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতির সংখ্যা কত তাহা পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য)।

জাতি।

বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা।

এই জেলায় বহু জাতীয় লোকের বাস। কোন জাতীয় লোকের সংখ্যা কত তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য)।

শ্রেণীবিভাগ।

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে বিগত সেন্সাস রিপোর্টে সাত পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা প্রথম—ব্রাহ্মণ; দ্বিতীয়—ক্ষত্রিয়, রাজপুত; বৈদ্য ও কায়স্থ; তৃতীয়—শূদ্র ও নবশাখা; চতুর্থ—চাষী কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা; ৫ম—জল অনাচরণীয়; ৬ষ্ঠ—নীচ জাতি কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ করে না; ৭ম—অতি নীচ।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সর্ব্ববাদীসম্মত। ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। যাঁহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের পৌরোহিত্য করেন

তাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদিগের স্থান উল্লিখিত বিভাগের চতুর্থ পর্য্যায়ের নীচে। হালুয়া দাসের ব্রাহ্মণের অন্ন হালুয়া দাসও গ্রহণ করে না। অগ্রদানী, লগ্নাচার্য্য ও ভাটদিগের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কেবল ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কার্য্য করিয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্য অনেক নীচ জাতির কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভাট জল আচরণীয়।

কৌলিন্যপ্রথা।

এ জেলায় বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানায় কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। রাজা বল্লাল সেন এই কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন বিবরণ;

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা দীক্ষা ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইয়া যায়। মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংস্কার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহাদের নাম সুধানিধি (কাশ্যপ), তিথি মেধা (ভরদ্বাজ), বীতরাগ (বাৎস্য), সৌভরি (সাবর্ণ) ও ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্য) ।*

আদিশূরের পর বল্লাল সেন এই ব্রাহ্মণদিগের বংশধরদিগকে তাঁহাদিগের বাসস্থানের নামানুসারে দুইভাগে বিভক্ত করেন। পদ্মার দক্ষিণতীরে যাঁহারা বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী ও পদ্মার উত্তর তীরে যাঁহারা আবাসস্থান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। বল্লাল সেন কেবল এই রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের ৫৯ ঘরের মধ্যে ২২ ঘরকে কৌলিন্য খ্যাতি-প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্টকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করেন।

* এতৎ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বারেন্দ্রদিগেরও ১৭ ঘরের মধ্যে ৯ ঘরকে কুলীন এবং ৮ ঘরকে শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করিলেন। ঢাকা জেলার কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালার প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা বল্লালের এই বিভাগ স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদিগকে বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ঢাকা জেলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ সেন এই ব্রাহ্মণ সমাজের পুনঃসংস্কার করেন। তিনি কুলীনদিগের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া কুলীনকুলকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা তৎকালে অনুষ্ঠানাদি রক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মে নিরত ছিলেন তাঁহাদিগকে "মুখ্যকুলীন" ও যাঁহারা কোন কোন বিষয় আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে "গৌণ কুলীন" এবং অবশিষ্টদিগকে "বংশজ" বলিয়া আখ্যাত করেন।*

এরপর দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মেল সৃষ্টি করিলেন। এই মেল সৃষ্টিতে কুলীনদিগের বিবাহক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। কোন কুলীন মেল ছাড়িয়া সম্বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল তাহাই নহে, নিজ মেলেও যাহার তাহার সহিত সম্বন্ধ করিলে বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত না। এইরূপে ঘরের সৃষ্টি হয়। কুলীনের বিবাহ স্বঘরে হওয়া চাই। শুধু তাহাও নহে। যে ঘরের কন্যার যে ঘরের পাত্রের সহিত বিবাহ হইবে তাঁহাদের উভয়ের বংশ পর্য্যায় গণনায় এক হওয়া চাই।

---

* এই সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কৌলিন্য প্রথার বিস্তৃত বিবরণ "ঢাকার ইতিহাসে" আলোচিত হইবে।

বহুবিবাহ।

এইরূপে কুলীনের আদানপ্রদানের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যাওয়ায় কুলীন সমাজে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িল। উপায় নাই—কেন না পুরুষের বিবাহ না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত কন্যার বিবাহ না হইলে সমাজ কলুষিত হয়—বালিকাদিগকে আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে হয়। সুতরাং সমাজে বহু বিবাহ চলিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশ বৎসরের বালক ৩৫ বৎসরের কুমারীকে এবং ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিতে লাগিলেন, কারণ অন্যত্র পর্য্যায় মিলিতেছে না। ক্রমে বহু বিবাহ জঘন্য ব্যবসায় পরিণত হইয়া গেল। কুলীন জামাতা অর্থ পাইয়া এক রাত্রে এক স্থানে বসিয়া বিভিন্ন পরিবারের ২০।২৫টী বালিকা, কুমারী ও বৃদ্ধার পাণি পীড়ন করিয়া উপায়হীন কন্যাদাতাগণের দায় ও কুল উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সেই ধর্ম্মপত্নী (?) দিগকে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব প্রতিপালকের হস্তে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। খাতায় পণের টাকা জমার সহিত বিবাহের বিবরণ লিখিত রহিল মাত্র। এইরূপ কুৎসিৎ আচার সত্ত্বেও অনেক কুলীন ঘরের মেয়েরা চিরজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে লাগিলেন। অনেক কুমারী গঙ্গাযাত্রীর অন্তিম সময়েও তাহার গলায় মাল্য দিয়া কুলরক্ষা করিতেন।

কুলীন শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কুলীনের কুলভঙ্গ হয় না। কুলীন বংশজের কন্যা গ্রহণ করিলে "ভঙ্গকুলীন" নামে আখ্যাত হন। ভঙ্গকুলীনের মেয়ে বিবাহ করিলে ও নৈকষ্য কুলীন "ভঙ্গ" হন। ভঙ্গকুলীন সাত পুরুষে

বংশজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তখন পুর্ব্বের কুলীন "বাড়ুয্যা," "বাড়রী," "মুখুজ্যা," মুখুটী,"চাটুজ্যা," চাটাতিতে (চক্রবর্ত্তীতে) পরিণত হন।

এই কৌলিন্য প্রথার প্রাদুর্ভাব এক সময়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন কুলীন পাত্র বিরল ছিল বটে কিন্তু পাত্র জুটালে বিশেষ টাকা পয়সার দরকার হইত না। বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগেও কুলীনকন্যা কুলীনপাত্রে পাত্রস্থ করিতে ৭৲, ১৫৲, ২১৲, ৩১৲, ৪১৲, ৫১৲ (এইরূপ) পণ দিতে হইত। জামাতার উপযুক্ততার নিদর্শনের কোনই প্রয়োজন হইত না। বয়স ও বিবাহের সংখ্যা অনুসারে পণের টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হইত। অনেক স্থলে এক ঝাঁড় বাঁশ লইয়াও অনেক সদাশয় কুলীন জামতা নিরুপায় স্বধর্ম্মীকে শ্বশুরপদে বরণ করিয়াছেন।*

সমাজসংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কুলীনদিগের এই বহু বিবাহ নিবারণ জন্য বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনিও বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। ১২৮২ সনে ইনি পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই কুলীনসমাজে বিপর্য্যয় বিবাহ। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা আসিলে, রাসবিহারী এই বিষয়ে তাঁহার সমীপে এক আবেদন পত্র উপস্থিত করেন। বড়লাট হিন্দুর সামাজিকতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাসবিহারী ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। ১২৮৪ সনে তিনি পুনরায় ভিন্ন মেলে নিজ পুত্রকন্যার সম্বন্ধ করিলেন। এরপর তাঁহার যত্নে

* জনৈক শ্রদ্ধাভাজন সতীর্থ বলিয়াছেন যে তাঁহার মাতামহ মহাশয় এরূপ স্বল্প লাভেই অনেক দরিদ্রের কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস শ্রীনগর থানার অধীন।

অনেক নৈকষ্য কুলীন মেলভঙ্গ করিলেন ; সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। রাসবিহারীর চেষ্টায় এখন কুলীন-দিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।*

এই জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিতরার অর্দ্ধকালী বংশ শ্রেষ্ঠ। ময়মনসিংহ জেলার পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে দ্বিজদেবের ঔরসে নিতম্বিনী দেবীর গর্ভে জয়দুর্গা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জয়দুর্গা মিতরা নিবাসী রাঘব রামের সহিত বিবাহিতা হন। কথিত আছে এই জয়দুর্গা দেবী অর্দ্ধকালীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত বাড়ীর দ্বিজদেববংশ মিতরার ভট্টাচার্য্যদিগের কুলগুরু। রাঘব গুরুর অনুরোধে গুরু কন্যাকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিতরার ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে পূজায় চণ্ডীপাঠ হয় না এবং পশ্চিমদ্বারী মণ্ডপে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই বংশ রাঘবরাম হইতে ১১ পুরুষে পদার্পণ করিয়াছে।†

অর্দ্ধকালী বংশ।

বিক্রমপুর পরগণায় কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। এই কৌলিন্যপ্রথাও বল্লাল সেন-প্রতিষ্ঠিত। বিক্রমপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, এই চারিঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। বিবাহের পাত্রের মূল্য এখন আর কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে। বি, এ পাশ কুলীন জামাতা হাজার হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ

কায়স্থ।

* ১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র ৭২ বৎসর বয়সে এই কর্ম্মবীর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

† রাঘবদীপিকা ও অর্দ্ধকালী পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

দাবী করিয়া থাকেন, এরূপর যৌতুক সামগ্রী ও গহনাপত্রেরও পৃথক ফর্দ্দ থাকে। ঢাকায় কায়স্থের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের পনর ভাগের এক ভাগ।

বৈদ্য।

বৈদ্যের সংখ্যা ঢাকা জেলায় অনেক। বাকরগঞ্জ ব্যতীত ঢাকার ন্যায় আর কোথাও এত বৈদ্য নাই। বৈদ্যদিগের পাঁচ সমাজ (১) রাঢ়ী, (২) পঞ্চকোটী, (৩) বারেন্দ্র, (৪) পূর্ব্বউপকূলী ও (৫) শ্রীফলী। মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ বারেন্দ্রসমাজের। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার উত্তরভাগের বৈদ্যগণ পূর্ব্বউপকূলী সমাজের বৈদ্য। বৈদ্যদিগের মধ্যেও কৌলিন্য আছে। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা কুলীন বৈদ্য, ২য়—মধ্য বা সিদ্ধ বৈদ্য, ৩য়—সাধ্য বৈদ্য, ৪র্থ—কষ্ট সাধ্য বৈদ্য। সম্বন্ধ গৌরবে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। মহেশ্বরদি ও ভাওয়াল পরগণার কোন কোন স্থানে বৈদ্য কায়স্থে সম্বন্ধ আছে। ঢাকার অন্যান্য স্থানে বৈদ্য কায়স্থে সম্বন্ধ নাই। বৈদ্যসমাজ সর্ব্বত্র উন্নতশীল। এই সমাজের ⅔ অংশ পুরুষ এবং ⅓ অংশ স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে এবং মোটের উপর ⅓ অংশ লোক ইংরেজী জানে। বৈদ্যগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন। রাজা রাজবল্লভ সেনের চেষ্টায় বৈদ্যসমাজ এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবশাখা।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নবশাখা। বারুই, কামার, কুমার, মালাকর, ময়রা (মোদক), নাপিত, সদ্‌গোপ, তাঁতি ও তিলি (তেলি) এই নয় ঘরই প্রকৃত নবশাখার অন্তর্গত। এই নবশাখা ব্যতীত গন্ধবণিক, কালিতা, কাঁশারী, কাস্তা, কুড়ী, মধুনাপিত, পাটীয়াল, রাজু, শাঁখারী, শুদ্র

এবং তামলীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মধ্যে সদরের তাঁতি সমাজ উন্নত। ইহারা দুই সমাজে বিভক্ত—ঝাপানিয়া ও ছোটবাগিয়া। দুই সমাজে খাওয়া বসা ও সম্বন্ধ চলে না। এক সময়ে ইঁহাদের নাম ঢাকাই মস্‌লিনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। ঢাকার তাঁতিগণ বসাক উপাধিতে পরিচিত। ইহারা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইঁহাদের অনেকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া থাকেন।

শাঁখারীরা শঙ্খের কার্য্য করে। ঢাকার শাঁখারী বাজারে ইহাঁদের বাস। ঢাকা জেলার উচ্চ শ্রেণীর তেলি তৈপাল নামে আখ্যাত।

ঢাকা জেলায় চাষা কৈবর্ত্ত বা হালুয়া দাসের জল চল নাই।

হালুয়া দাস।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি কোন কোন স্থানে হালুয়া দাস জল আচরণীয়। হালুয়া দাসগণ মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে আবেদন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ঢাকা জেলার অনেক হালুয়া দাস মৎস্যের ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন।

যুগী, নট, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূর্য্যবংশী, সূত্রধর প্রভৃতি পঞ্চম

মধ্যশ্রেণী।

শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীকে মধ্যশ্রেণীও বলা যাইতে পারে। ইহাদের জল চল না এবং ব্রাহ্মণ পৃথক। অনেক স্থলে নাপিত ইহাদের পায়ের নখ কাটে না এবং ইহাদের বিবাহে যোগদান করে না। যুগী মৃতদেহ পুড়ে না। যোগাসনে উত্তর পূর্ব্বমুখী বসাইয়া পুতিয়া ফেলে। যুগীদিগের ক্রিয়াকলাপ নিজসমাজের লেখাপড়া জানা লোকে করিয়া থাকে। ঐ সকল শিক্ষিত লোক মহাত্মা যুগী বা পণ্ডিত

বলিয়া অভিহিত হয়। তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকে। মহাত্মারা নাথের অন্নগ্রহণ করে না। নাথ আবার ব্যবহার দ্বারা মহাত্মা যুগী হইতে পারে। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, মহাত্মা যুগী, একাদশী যুগী, মাসিয়া যুগী, নাথযুগী ইত্যাদি। যুগীরা "যোগী" হইবার দাবী করে।

সাহাদিগের মধ্যে এ জেলায় অনেক ধনী লোক আছেন। সাহারা ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে আবেদন করিয়াছিলেন। সুবর্ণ বণিক বৈশ্যশ্রেণীর দাবী করিয়াছিলেন।

নিম্নশ্রেণী।

ধোবা, ঝাল, মাল, কপালি, চণ্ডাল, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি যাহারা হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করে না, তাহারা ৬ষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীকে নিম্নশ্রেণী বলা যাইতে পারে। চণ্ডালেরা ১৮৯১ সনে নমশূদ্র আখ্যালাভ করিয়াছে। ১৯০১ সনে 'নম' পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র আখ্যার আব্দার করিয়াছিল। আব্দার রক্ষিত হয় নাই। এই জেলার চণ্ডালদিগের মধ্যে এক শ্রেণী সূত্রধরের কার্য্য করে তাহারা বারইচণ্ডাল বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। জেলার উত্তরাংশে রাজবংশী ও কোচদিগের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ এতৎ প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ঢাকার কালেক্টর ১৮৭১ সনে লিখিয়াছেন, ইহারা ৪।৫ পুরুষ হইল, এ জেলায় আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহারা রাজা দরং ও দণ্ডর বংশধর, দুর্ভিক্ষ ইহাদিগকে দেশবিদেশে বিতাড়িত করিয়াছে। কোচেরা উন্নত হইলে রাজবংশী নামে অভিহিত হয়। এ জেলার কোচেরা রাজবংশী শ্রেণীর অন্তর্গত। গারোয়ার নামক এক জাতীয় লোক ঢাকা জেলায় বাস করিত ও কুম্ভীর শিকার করিত। বর্ত্তমান সময়ে

ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। ঢাকায় সূর্য্যবংশী আছে, ময়মনসিংহ ব্যতীত এই জাতি অন্য কোথাও নাই। সেন্সাস ডেপুটী কালেক্টর ইহাদিগকে কোচশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৭১ সন হইতে সূর্য্যবংশীরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছে।

নিকৃষ্ট জাতি।

চামার, ডোম, গার, হাড়ী, মালী, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। গারোদিগের বাস ভাওয়ালের জঙ্গলে। ইহারা প্রায় সর্ব্বভুক্। ডোমেরা শূকর প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কিচক।

কিচক ঢাকা ব্যতীত আর কোথাও নাই। ইহারা ঢাকায় ঝাড়ুবরদারের কার্য্য করিয়া থাকে। কথিত আছে, ইহারা ডাকাইতের বংশধর। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ডাকাতি করিয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬০।৭০ বৎসর হইল নির্ব্বাসিত হয়।* ইহাদের জল কোন জাতি গ্রহণ করে না। শশক শিকারে ইহারা অত্যন্ত পটু।

মুসলমান শ্রেণীবিভাগ।

হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এই ভেদমূলে মুসলমান সমাজ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) অসরফ (সম্ভ্রান্ত শ্রেণী) (২) আজলফ (নিম্নশ্রেণী) এবং (৩) আবজল (নিকৃষ্ট শ্রেণী)। প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক ও মির্জ্জা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে—(ক) শাখায় চাষী সেক। (খ) শাখায়,-দর্জ্জি, জুলা, ফকীর। (গ) শাখায় দাই, ধুনিয়া, কসাই, কুলু, মাহিফরস, মাল্লা, নিকারি ইত্যাদি।

* গাইট সাহেব ১৯০১ সনে লিখিয়াছেন, ৬০ বৎসর হইল, ইহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

(ঘ) শাথায়, বাদিয়া, ধুবী, হাজম, মুচি, নাগার্চি, নট. প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীতে কসবি, লালবেগী, মেথর আবদাল প্রভৃতি।

তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট মুসলমানেরা মসজিদে উঠিতে পারে না। সাধারণের কবরখানায়ও তাহাদের মৃতদেহের স্থান নাই। ইহাদের সংস্পর্শও নিষিদ্ধ।

সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোগল, মল্লিক, মির্জ্জা।

প্রকৃত সৈয়দ যাঁহারা, তাঁহারা খলিফা আলির বংশধর ও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই জেলায় প্রকৃত সৈয়দ আছে কিনা সন্দেহ। অনেক লোক সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সৈয়দ উপাধি গ্রহণ করে। এইরূপ সৈয়দ এ জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলে আপনাকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন। আকবর শাহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীদিগকে সম্মান করিয়া সৈয়দ উপাধি প্রদান করিতেন। সেখ অতি উচ্চ বংশীয়। কিন্তু এতৎপ্রদেশে "সেখ" উপাধির কোন বিশেষত্ব নাই। সাধারণ মুসলমানেরাই সেখ বলিয়া পরিচিত। পাঠান এ জেলায় অনেক। ধামরাইর অন্তর্গত পাঠানতলিতে সম্ভ্রান্ত পাঠানেরা বাস করিতেন। এখন জেলার সর্ব্বত্রই পাঠান আছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আফগানিস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আফগান বা পাঠানবংশীয়। এই জেলার উত্তরে অনেক সম্ভ্রান্ত মোগলবংশধর বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। মল্লিক ও মির্জ্জা এ জেলায় অতি অল্প। অনেক জুলা মল্লিক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং বর্ত্তমান সময় এই সকল সম্ভ্রান্ত উপাধি দ্বারা প্রকৃত বংশমর্য্যাদা অবগত হওয়া যায় না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করেন না।

এউ জেলার বহু জুলা কসাইর ব্যবসায় করিয়া থাকে। যাহারা নাপিতের কাজ করে, তাহারা হাজম বলিয়া পরিচিত। বেলদারেরা মাটী কাটে ও বেহারা পাল্কী বহন করে। উভয়ই চণ্ডাল হইতে মুসলমান হইয়াছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কাজি ছিলেন, তাহারা কাজি বলিয়া পরিচিত; দফাদার ও নলুয়া পাটী বুনিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আহার-বিহার নিষিদ্ধ। যাহাদের স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করে তাহারাই দাই বলিয়া পরিচিত। বাদিয়ারা জেলার সাময়িক অধিবাসী। ইহারা জলাভূমি হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বাদিয়া বাঘ মারিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'বাঘমারিয়া' বলে। কেহ কেহ ইন্দুরের গর্ত্ত হইতে ধান তুলিয়া থাকে, তাহাদিগকে "বিন্দা" বলে।

অন্যান্য জাতি।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা সামাজিকভাবে আপনাদের অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিয়া থাকে। এই সামাজিক বিচার প্রথাকে "পঞ্চায়েতি" বলে। ঢাকা সদরের প্রত্যেক মহল্লায় এইরূপ "পঞ্চায়েতি" প্রতিষ্ঠিত আছে।

পঞ্চাইতি।

উপনিবেশিকদিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সংখ্যা এ জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা এ জেলার প্রাচীন উপনিবেশী। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন ডি সিলভেরিয়া ৪ খান জলযানসহ মলয়দ্বীপ হইতে "বাঙ্গালা" অভিমুখে আগমন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। তিনি দলবলসহ চট্টগ্রামে অবতরণ করেন ও জলদস্যুর ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ক্রমে দেশীয়দিগের সহবাসে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইহাদের

পর্ত্তুগীজ।

একদলকে বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত করেন। তখন বহু পর্ত্তুগীজ আরাকানরাজের অধীনে গোলন্দাজের কার্য্য করিত। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় ইহারা আরাকানরাজের কার্য্য হইতে বিতারিত হইলে, তিনি ইহাদের বহু সংখ্যককে ঢাকায় আনিয়া বাসস্থান প্রদান করেন।* ইহাদের বংশধরেরা এখন ঢাকা জেলার অধিবাসী। ইহারা এখন দেশী ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। ঢাকা,তেজগাঁও, বলধুরা,হোসেনাবাদ,হুয়ালপুর তুমিলিয়া, নাগরি প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। স্ত্রীলোকেরা আয়ার ও ধাত্রীর কার্য্য করে। ইহাদের বিলাতী নামগুলি এখন দেশী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যথা—ডোমিঙ্গো কোষ্ঠা (Domingo Costa)—ডেঙ্গুকান্ত, মেনুয়েল ডি ক্রোজ (Menuel-de-croz)—মনু, হেরি ফ্রেজার (Harry Fraser), হরিপ্রসাদ ইত্যাদি।

মণিপুরী।

ঢাকার উত্তর লালকুঠি নামক স্থানে মণিপুরের রাজভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ † সপরিবারে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক "নজরবন্দি" অবস্থায় রক্ষিত ছিলেন। ইহা-

---

* নবাব জাফর খাঁর সময় ৯২৩ জন ফিরিঙ্গি নবাবের বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত ছিল।

† ১৮৫০ সনে রাজা নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজা নরসিংহের ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজ্য বহিষ্কৃত হইয়া বারংবার মণিপুর আক্রমণ করেন ও ভীষণ হত্যাক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বৃটীশ গবর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেন্দ্রসিংহ ধৃত হন (১৮৫১-৫৮) ও প্রথমে নদীয়া, তৎপর মুর্শিদাবাদ ও তৎপর ঢাকা আনীত হন। দেবেন্দ্রসিংহ ও তৎপরিবারভুক্ত ৪ জনে ১২৲ টাকা হইতে ৯০৲ মাসে পেন্সন পাইতেন। অন্যান্যেরা পুরুষ ।০ ও স্ত্রীলোক ৵০ আনা হিসাবে দৈনিক খোরাকী পাইতেন।

দের সঙ্গে আরও কতিপয় মণিপুরী স্বেচ্ছায় আসিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকে। ইহারা ভাওয়ালের রাজার অধীন তেজপুর গ্রামে স্থান লইয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করে এবং ক্রমে এ জেলার অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়া যায়। এর পর কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনার আরও ২১ জন মণিপুরীকে অভিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন। * তাহারা গবর্ণমেণ্টের খোরাক পোষাকে প্রতিপালিত হইতে থাকে। এই সকল মণিপুরীদিগের বংশধরগণ এখন ঢাকার অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যা ১৫০এর অধিক নহে। আদমস্থমারিতে ইহাদের ভাষা মণিপুরী লিখিত হইয়াছে এবং জাতিস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় এ জেলার মণিপুর ও তেজপুর নামক স্থানদ্বয়ে মণিপুরীরা বাস করিতেছে। ইহাদের কেহ কেহ "পলো" খেলায় সুদক্ষ।

এই সময় জয়ন্তীয়ার রাজাও ঢাকায় আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৬২ সনে জয়ন্তীয়ার আবদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়ারিশ ঢাকা আসিয়া পেন্সন পাইতেছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানের কোন লোক এ জেলায় নাই।

টীপ্‌রা।

ভাওয়ালে টীপরা আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভাওয়ালের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য ভাওয়ালের রাজা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে প্রায় শতাধিক লোক আনয়ন করিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। ইঁহাদের বংশধরগণই এখন এ জেলার স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে।

* Report and Statistics of Cachar.

ঢাকায় এখন কোন ইউরোপীয় জাতির স্থায়ী বাসস্থান নাই। ফরাসীরা ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইংরেজে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরেজ ঢাকার ফরাসী কুঠি অধিকার করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ১৮৩০ সনে তাঁহাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন।*

ঢাকায় ওলন্দাজদিগেরও কুঠি ছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইঁহাদের কুঠি ও অধিকার করিয়া ফেলেন।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। "ঢাকার ইতিহাসে" তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

লোকচরিত্র।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ, এল, ক্লে সাহেব ঢাকার একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে ঢাকা জেলার লোকচরিত্রে যথেষ্ট দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এ জেলাবাসী ভীরু, অলস, ধীর, ক্ষুধায় কাতর সহিষ্ণু, মামলা বাজ, অসৎ, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি, প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্লে সাহেব ফৌজদারী বিচারাসনে বসিয়া যে

---

* ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এখনও ঢাকাতে তাঁহাদের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার দাবী করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমানে ঢাকায় তাঁহাদের কোন রাজকীয় স্বত্ব নাই। ঢাকায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাঁহারা সে স্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এর পর ইংরেজ সন্ধিসূত্রে তাঁহাদিগকে সেই স্থান পুনরায় ফিরাইয়া দেন। পরিশেষে ১৮৩০ সনে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। বিক্রয়ের পরে ঐ স্থানে বর্ত্তমান নবাব প্রাসাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফরাসী চিহ্ন লোপ করিয়া ফেলিয়াছে।

সকল ফৌজদারী-আসামীর চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদিগের সেই নীচ চরিত্রকেই জাতীয় চরিত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহার এইরূপ সিদ্ধান্তের অন্য কোন ভিত্তি নাই। ঢাকার লোক যথার্থ কর্ম্মশীল ও কর্ম্মবীর। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র যতটা বিকশিত হইয়াছে, ঢাকাবাসীরও তাহাই হইয়াছে। এতৎ বিষয়ে ঢাকাবাসী কোন জেলাবাসী অপেক্ষা পশ্চাৎ নহে। বিশেষতঃ বুদ্ধিবিবেচনায় ও কার্য্যক্ষমতায় ঢাকাবাসী বাঙ্গালীর অগ্রণী। কোন প্রসিদ্ধ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর বিক্রমপুরবাসীদের কার্য্য দক্ষতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যদি হংসপুচ্ছধারীগণ বীর বলিয়া গণ্য হন, তবে বিক্রমপুরবাসীরাই যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের অতি অল্প লোকেরই বৃত্তি সম্পত্তি আছে। ইঁহারা স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মনীষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।* পক্ষান্তরে ক্লে সাহেবও ঢাকাবাসীর উন্নত কার্য্যকারিতা শক্তির উল্লেখ করিতে কৃপণতা করেন নাই। ক্লে সাহেব ঐ রিপোর্টেই ঢাকাবাসীর বিবিধ শিল্প নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন—ঢাকাবাসীর রাজভক্তিরও প্রশংসা করিয়াছেন। ক্লে সাহেবের মন্তব্য অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"At the sametime they are sharp and clever and possess great manual dexterity and fineness of touch combined with unwearied perseverance in the

---

* If quilt drivers are heroes it is a veritable *nidus et matrix heroum* &c &c. Very few (of the people of Bikrampur) have lands and they have to get their livelihood by their wits and brains. Phillips—Report (1891)

pursuit of occupations of a sedentary nature &c &c.

"As a political community they are quiet peaceable and inoffensive and have always been distinguished for their obedience to their rulers."

এই জেলার হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক অধিবাসীর সংখ্যা কত তাহা বয়ঃক্রম অনুসারে প্রদর্শিত হইল। প রিশিষ্ট "ঘ" দ্রষ্টব্য)।

বিবাহিত-অবিবাহিতের সংখ্যা।

ভাষা।

বাঙ্গালা, হিন্দি, কোচ, গারো, মণিপুরী, টীপ্‌রি (?) প্রভৃতি ভাষাই এই জেলাবাসীর কথিত ভাষা। আগন্তুক প্রবাসীরা তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে। এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন ভাষায় কতজন কথোপকথন করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা।

কথিত ভাষা	...	...	ভাষীর সংখ্যা
বাঙ্গালা ভাষা	...	...	২৫৯৭৭২৪
হিন্দি	...	...	৩৯৭৮৬
উড়িয়া	...	...	৩৬২
খাসীয়া	...	...	৫
আসামী	...	...	১০
মারওয়ারী	...	...	২
পঞ্জাবী	...	...	৪
গুজরাটী	...	...	১৩

কথিত ভাষা।			ভাষীর সংখ্যা।
কঙ্কনী	...	...	১২
কাশ্মিরী	...	...	৩
মান্দারী	...	...	২০২
কেরো	...	...	২২
সাঁওতালী	...	...	২
তেলুগু	...	...	১২
তামিলি	...	...	১
গারো	...	...	৪৮৯
টীপরি	...	...	১৬২
কোচ	...	...	১০১৩১
মণিপুরী	...	...	১৩২
ব্রহ্মী	...	...	১৪
পারস্য	...	...	৭
আরমেনিয়ান	...	...	৬৮
পাষ্টু	...	...	৩৩
গ্রীক	...	...	৫
ফ্রান্স	...	...	১২
পর্ত্তুগীজ	...	...	৭
ইংলিস	...	...	৩৩২
জারমেন	...	...	২
আরবী	...	...	২২
চীন	...	...	৪
মোট	...	...	২৬৪৯৫২২

ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন হয়, তাহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।* গ্রীয়ার্সন সাহেব বলেন, পূর্ব্ববাঙ্গালার অধিবাসী প্রায় অধিকাংশ মুসলমান ; তাহারা আরবী ও পারসী শব্দের সংমিশ্রণে বাঙ্গালা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালাও বলা যায়।†

মেচ, কোচ, টীপরা, গারো প্রভৃতি বন্যশ্রেণীভুক্তদিগের ভাষা তিব্বতী-ব্রহ্মী (Tebeto-Burman Language) ইহারা ঢাকার উত্তরে—ভাওয়ালের জঙ্গলে বাস করে।

কিচকেরা গুজরাটী ভাষায় বাক্যলাপ করে। হিন্দি ভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ৮৬০১ জন উর্দ্দু ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে।

শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনি জেলার সকল স্থানে একরূপ নহে।

উচ্চারণের বিভিন্নতা।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের সহিত ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিণভাগের অধিবাসীদিগের উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। মাণিকগঞ্জের দক্ষিণাংশের সহিত ফরিদপুর জেলার ভাষার ও উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে। এইরূপ ঢাকার পূর্ব্বাংশের সহিত ত্রিপুরার ও ঢাকার উত্তরাংশের সহিত ময়মন

* Eastern or Musalmani Bengali spoken in Jessor, Khulna, Tipparah and the District of Dacca. Cencus Report (1901) Page 317

† Nearly all the inhabitants of Eastern Bengal are Mahomadans and hence the dialect is sometimes called Musalmani Bengali &c—Linguistic Survey of India. vo. V Part I.

সিংহ জেলার দক্ষিণাংশের অধিবাসীদিগের ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগের ভাষায় ও বাক্যালাপে বিশেষত্ব আছে। ইঁহাদের বাক্যের শেষে যে দীর্ঘ উচ্চারণ থাকে তাহা দ্বারা বিশেষরূপে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উচ্চারণ অবশ্য কোমল। ঢাকা সহরের নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা বড়ই কদর্য্য। উহাই প্রকৃত মুসলমানী বাঙ্গালা। এই মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার জন্য মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে প্রস্তাব হইয়াছিল। শিক্ষিত মুসলমানদিগের বিশেষ আপত্তি নিবন্ধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঢাকা নগরের উচ্চশ্রেণীর অধিবাসীদিগেরও ভাষা কর্কশ।

ভাষার নমুনা।

ডাঃ গ্রীয়ার্সন মাণিকগঞ্জের ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা তাঁহার মতে মুসলমানী বাঙ্গালার নমুনা।

"য়্যাকজনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ পরে তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তান্ বিষয়সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান্। তার্পর্ কিছুদিন্ পরে ঐ ছোড ছাওয়াল্ডি তার সগল টাকা করি য়্যাকাত্র কইরা য়্যাকা দূর দ্যাশে চইলা গ্যেলো। সেখানে গিয়া তার্ যা কিছু আছিলো তা বদ্খ্যালী কৈরা উরাইয়া দিলো। তার্ পর্ তার্ যা আছিলো তা যখন্ সব্ খোয়াইল তখন্ সেই দ্যাশে বর আকাল্ পোইলো। তার্ পর্ সে ঐ দ্যাশের য়্যাকজন্ মাইন্সের কাছে গিয়া আশ্রয় লইলো। সে তারে শুওর চরাইবার্ লাইগা মাঠে পাঠাইয়া দিলো। শুওরেরা যে খোসা খাইতো তা দিয়া প্যাট ভরণের

লাইগা তার্ কত ইচ্ছা কইর্তো কিন্তু কেওই তারে তা দিতো না। তার্পর্ যখন তার্ চৈতন্য হৈলো। তখন্ সে ভাইব্লো আমার বাপের্ কত মায়না করা চাকরেরা ফালাইয়া ছরাইয়া খায়, আর আমি খিদায় মরি! আমি উইঠা বাবার্ কাছে গিয়া কোমু, বাবা আমি তোমার্ সাইথ্যাতে পর্মেশ্বরের কাছে পাপ্ কোরচি। আমি আর্ তোমার্ ছাওয়াল্ হওনের্ উপোযুক্তো না। আমারে তোমার মায়না করা চাকরের মত কইরা রাখো। তারপর সে উইঠা তার্ বাপের্ কাছে আইস্লো। কিন্তু সে দূরে থাইক্তেই তার্ বাপের্ তারে দেইখা তার উপুর বর মায়া হৈলো। সে লোরাইয়া গিয়া ছাওয়ালের গলা ধইরা চুমা খাইলো। ছাওয়াল কৈলো বাবা আমি তোমার চোখ খুর্ উপুর্ ঈশ্বরের কাছে পাপ কোরচি, তোমার ছাওয়াল্ হওনের আমি যুইগ্গি না। বাপে চাকরগো কৈলো সগ্গলের থ্যাইকা ভালো কাপোর আইনা ওয়ারে পরাও, ওয়ার হাতে য়্যাকটা আঙ্গুট দিয়া গ্যাও, আর পায় জুতা দিয়া গ্যাও, আর খাওয়া লওয়া করণ য়াইক; আমার এই ছাওয়ালডি মইরা গিচিলো, আবার বাইচ্চে, হারাইয়া গিচিলো, আবার তারে পাইচি। তখন তারা খুব আমোদ অহ্লাদ কোইরবার আরম্ভ কৈল্লো।

তার বর ছাওয়াল তখন মাঠে আছিল। সে বারির দিগে যতই আইগাইবার লাইগলো ততই বাজনা আর নাইচ শুইনবার লাইগলো। তারপর য়্যাকজন চাকরেরে ডাইকা জিগ্গাসা কৈল্লো ইয়ার মানে (?) কি? সে কৈলো: তোমার ভাই আইচে। তারে ভাল আলে পাইয়া তোমার বাপে য়্যাক খাওয়া দিচেন। তাতে তার বর রাগ হৈলো, আর সে বারিতে যাইবার চাইলো

না। তারপর বাপে আইসা তারে তোষাইবার লাইগলো। সে বাপেরে এই জওয়াব দিলো। ত্থাখ এই কয় বচ্ছর ধইরা আমি তোমার কাম কৈরবার লাকচি আর কোনো দিনো তোমার হুকুম অমান্ত করি নাই তাতেও তুমি আমারে আমার বন্দুবান্দব লৈয়া খাইয়া আমোদ কৈরবার লাইগা য্যাক দিনো য্যাকটা কিছু স্থাও নাই। আর তোমার এই ছাওয়াল খানকী লৈয়া তোমার সোম্পত্তি খাইয়া উরাইয়া আইস্‌তে আইস্‌তেই তুমি তার লাইগা য্যাকটা খাওয়া দিলা। বাপে কৈলো, তুমি ত আমার কাছে বরাবর আছই—আমার যা কিছু আছে—তোমারই। একটু আমোদ আহ্লাদ কইরা ভালই কোরছি। তোমার এই ভাইডি মোইরা গিচিলো আবার বাইচ্চে, হারাইয়া গিচিলো আবার পাওয়া গিচে।"

মাণিকগঞ্জের ক্রিয়াপদগুলি যথা—কোইরবো, কোইরতে লাইগলো, যাইক, ভাইবলো প্রভৃতি যথাক্রমে বিক্রমপুরে কর্‌মু কর্‌তেলাগ্ল, যাউক, ভাব্‌ল রূপে উচ্চারিত হয়। তবে উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে।

ঢাকার বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের নমুনা অর্থসহ প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঙ")

গ্রাম্যশব্দ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

প্রাচীন শিক্ষার স্থান; ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত; কলেজিয়েট স্কুল; ঢাকা কলেজ; মফঃস্বলে উচ্চ বিদ্যালয়; স্ত্রী শিক্ষা; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা; ট্রেইনিং স্কুল; ঢাকা মাদ্রাসা; মেডিকেল স্কুল; ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল; ইডেন স্কুল; বর্ত্তমান স্কুল; কলেজ; মাদ্রাসা; টোল; শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান; স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ; বয়স হিসাবে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড়; থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ।

প্রাচীন শিক্ষার স্থান।

এই জেলার বিক্রমপুর পরগণা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থান। নবদ্বীপ ব্যতীত এরূপ স্থান এতদ্দেশে আর নাই। সে কালে বিক্রমপুরের পল্লিতে পল্লিতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এই সকল চতুষ্পাঠীতে আসিয়া শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করিত। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাই ছাত্রদিগের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন।

চতুষ্পাঠী ব্যতীত আরবি ও পার্শি ভাষা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে "মোক্তব" এবং বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপিত ছিল। প্রাচীন গ্রাম্য প্রথা অনুসারে মৌলবী ও গুরু মহাশয়েরা "গ্রামিকানের" চাঁদা দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহাদের বেতনস্বরূপ শস্যাদি গ্রহণেরও রীতি ছিল। পড়ুয়ারাও

যাহার তাহার সুবিধা অনুসারে কড়ি, শস্য, মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা বেতন প্রদান করিত।

টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৩৮ সনে ঢাকা সহরে এইরূপ হিন্দু বিদ্যালয় ১১টী ও মুসলমান বিদ্যালয় ৯টী ছিল। এই সকল স্কুলে যথাক্রমে ৩০২ ও ১১৫ জন ছাত্র ছিল। হিন্দু স্কুল সমূহে কলার পাতে লিখান, টানা অক্ষর পড়ান, জমিদারী-মহাজনীর হিসাব পত্র রাখা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান স্কুল-সমূহে পার্শি সাহিত্য, ধর্ম্মপুস্তক ইত্যাদি পড়ান হইত।

ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত। কলেজিয়েট স্কুল।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মিশনারীদের চেষ্টার ঢাকার ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ঢাকা ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই মফঃস্বলের প্রথম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।* ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইলে ইহাই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয়।

ঢাকা কলেজ।

১৮৪১ সনের ২০শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতার লর্ড বিশপ আসিয়া ঢাকা কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ সনে ২৪৫০০ টাকা ব্যয়ে কলেজ গৃহ প্রস্তুত হয়। ঢাকা কলেজ গৃহের স্থানে পূর্ব্বে ইংরেজের বাণিজ্য

---

* ১৮৩৮ সনের শিক্ষা কমিটীর রিপোর্টে অবগত হওয়া যায় যে ঐ সময় ঢাকায় বালকবালিকাদের জন্য আরও ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল স্কুল বাপ্তিষ্ট মিশন সোসাইটীর খরচে পরিচালিত হইত। এই সকল স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক দুই শত টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতেন।

কুঠি ছিল। ১৯০৮ সনে এই কলেজ পুনরায় রমণার নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন ঢাকা আসিয়া এই নূতন গৃহের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। নূতন গৃহ আজও শেষ হয় নাই।

মফঃস্বলে উচ্চ বিদ্যালয়।

ক্রমে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা অর্থকরী হইয়া দাঁড়াইলে লোকের মন ইংরেজী শিক্ষার দিকে একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল এবং গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কালিপাড়া ও তেঘরিয়া দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এরপর ক্রমে বালিয়াটী হাইস্কুল, ঢাকা পগোজ, বাঙ্গালা বাজার হাইস্কুল, গণিমিঞা-হাইস্কুল জগন্নাথ স্কুল প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা।

এই সময় ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোকের মন ধাবিত হইলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের তত শ্রদ্ধা ছিল না। অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না বরং এতৎ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করিতেন। হিন্দু সমাজের এইরূপ প্রতিকূল মত থাকা সত্ত্বেও মিশনারিগণ ঢাকায় বালিকা স্কুল স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের অনুসরণে সহরে এবং গ্রামে গ্রামে অনেকগুলি বালিকাও মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সনে এ জেলায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুল, একটি বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের স্কুল ও ২৪টী বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থান, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উন্নত ছিল, তাহা জানা যাইবে।

(১) সূত্রাপুর নর্ম্মাল বালিকা বিস্তালয় (গবর্ণমেণ্ট),

(২) বাঙ্গালা বাজার মহিলা বিস্তালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও রাধিকামোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,

(৩) সূত্রাপুর বালিকা বিস্তালয়		গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও ব্রেনেণ্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
(৪) চৌধুরী বাজার	„	
(৫) নবাবপুর	„	
(৬) পাঁচ দোনা	„	
(৭) নরোন্দিয়া	„	
(৮) সিমুলিয়া	„	
(৯) ভারারিয়া	„	

(১০) বিক্রমপুর জননা বিস্তালয়, (১১) চাইর গাঁও মহিলা বিস্তালয়, (১২) শ্রীধর খোলা বালিকা স্কুল, (১৩) বরিখালি বালিকা স্কুল, (১৪) ব্রাহ্মণগাঁও বালিকা স্কুল, (১৫) আউটসাহী বালিকা স্কুল, (১৬) ভাগ্যকূল বালিকা স্কুল, (১৭) কোল্লাপাড়া বালিকা স্কুল, (১৮) কামারগাঁও বালিকা স্কুল, (১৯) সবুকডুল বালিকা স্কুল, (২০) ষোলঘর বালিকা স্কুল, (২১) রগুনিয়া বালিকা স্কুল, (২২) খলিয়াবরগা বালিকা স্কুল, (২৩) রাথুরা বালিকা স্কুল, (২৪) লক্ষীকোল বালিকা স্কুল। এতদ্ব্যতীত মুলফতগঞ্জ থানার অধীনও দুইটী বালিকা স্কুল ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার জন্য বিক্রমপুর ও ঢাকায় "অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা" নামে দুইটী সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই জেলার অধিবাসীর মধ্যে গড়ে শতকরা একজন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে।

১৮৫৬-৫৭ সনে এ জেলায় মোট ১৩টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা।

স্কুল ছিল। এই ১৩টী স্কুলে মোট ১৪৪৯ জন ছাত্র ও ছাত্রী পাঠ করিত। এই স্কুলগুলির জন্য গবর্ণমেণ্টকে মোট ৬১৭৪০৲ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহাই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের শিক্ষার অবস্থা।

১৮৭০-৭১ সনে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৪৯টী এবং ছাত্র সংখ্যা ও ছাত্রীর সংখ্যা ৭১৫৫ হয় এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৬৯৫৪০৲ খরচ করিতে হয়।

নিম্নে এই উভয় সনের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ও কোন সময় কোন স্কুলে কোন জাতীয় ছাত্র কত ছিল তাহা প্রদত্ত হইল।

স্কুলের নাম		সংখ্যা	হিন্দুছাত্র	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজ	১৮৫৬-৫৭	১	৩৮	১	৪	৪৩
	১৮৭০-৭১	১	১০৮	২	১	১১২
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল	১৮৫৬-৫৭	১	৩০৫	১২	২৫	৩৪২
	১৮৭০-৭১	১	২২৬	১০	১০	২৪৬
গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুল	১৮৫৬-৫৭	১	১৫১	১৪	...	১৬৫
	১৮৭০-৭১	১	১৩১	২৪	...	১৫৫
গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিদ্যালয়	১৮৫৬-৫৭	১	৯৫	...	...	৯৫
	১৮৭০-৭১	৩*	১৮৮	৩	১৮	২০৯
সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজী স্কুল	১৮৫৬-৫৭	৭	৬৯৬	২৫	৪	৭২৫
	১৮৭০-৭১	৯	১৮৩১	১৫৪	২৫	২০১০

* (১ম) ঢাকা কলেজের আইন ক্লাস, (২য়) ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল, (৩য়) ট্রেইনিং স্কুল (শিক্ষয়িত্রীর জন্য) মোট ৩টী।

স্কুলের নাম		সংখ্যা	হিন্দুছাত্র	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গবিদ্যালয়	১৮৫৬-৫৭	২	১২	৪	৩	১৯
	১৮৭০-৭১	৯২	৩৭৪৭	৩৭৬	৩০	৪১৫৩
সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা স্কুল	১৮৫৬-৫৭	...	...	...	...	...
	১৮৭০-৭১	১২	২১২	৮	১০	২৩০
মোট	১৮৫৬-৫৭	১৩	১৩৫৭	৫৬	৩৬	১৪৪৯
	১৮৭০-৭১	১৪৯	৬৪৮৩	৫৭৭	৯৫	৭১৫৫

ট্রেইনিং স্কুল।

১৮৬৪ সনে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাই বর্ত্তমান ট্রেইনিং স্কুল। এতকাল ভারাটিয়া গৃহে স্কুল হইত। অবশেষে ১৯০৬ সনে গবর্ণমেণ্ট ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলে, স্কুল তাহাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই ট্রেইনিং স্কুলে একটি মূল্যবান পুস্তকালয় আছে, তাহাতে ৫০০০ হাজার বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ঢাকা মহিলা ট্রেইনিং ও ইংরেজী ট্রেইনিং স্কুল ২টী উঠিয়া গিয়াছে। সহরে সত্বরই একটী ট্রেইনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৮৭১ সনে সার জর্জ্জ কেম্বেলের নিম্নশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে জেলার স্থানে স্থানে বহু প্রাইমেরি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মাদ্রাসা।

১৮৭৪ সনে ঢাকা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইহার ½ অংশ ব্যয় মহসীন ফণ্ড * হইতে প্রদত্ত হয়। ১৮৮০ সনে মাদ্রাসার বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মিত হয় ও ১৬ই

---

* মহসীন ফণ্ড—হুগলীর হাজী মহম্মদ মহসীন ১২১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করেন। ঐ সম্পত্তি হইতে ৫২০১৩ টাকা বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হয়। বঙ্গবিভাগের পর ঐ টাকার ৩০০০০ টাকা পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগের মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছে। (Vide—Report on the Progress of Education in E. B. & Assam) (1901-2-1906-07) vol—1 Page 95.

আগষ্ট কমিশনার বিমস সাহেব সেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৃহ নির্ম্মাণে মোট ৫৯১৫৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫৫০০৲ টাকা নবাব আছানউল্লা বাহাদুর প্রদান করেন, ৩০০০৲ টাকা সাধারণের চাঁদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকী গবর্ণমেণ্ট মহসীন ফণ্ড হইতে প্রদান করেন। মাদ্রাসার সহিত বোর্ডিং আছে, তাহাতে ৩৮ জন ছাত্র থাকিতে পারে।

মেডিকেল স্কুল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। মেডিকেল স্কুলের বর্ত্তমান গৃহ ১৮৮৯ সনে ৬৪০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই টাকা সাধারণের চাঁদায় উঠিয়াছিল।* এই স্কুলে চারি বৎসর পড়িলে হস্পিটেল এসিষ্টেণ্ট হওয়া যায়। মিটফোর্ড হাসপাতাল এই স্কুলের সহিত সংসৃষ্ট।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল।

১৮৭৬ সনে ঢাকায় প্রথম সার্ভে স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলের ছাত্রগণ ২ বৎসর পাঠ করিয়া সার্ভেয়ার, কানন্‌গু অথবা আমিনীর জন্য পরীক্ষা দিতে পারিতেন। ১৮৯৭ সনে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং ১৮৯৮ সনে গবর্ণমেণ্ট এই স্কুলের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৯০২ সনে এই স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬০ হাজার ও ঢাকার নবাব আসানুল্লা বাহাদুর ১১২০০০৲ টাকা প্রদান করেন। এই টাকায় স্কুলের নূতন গৃহ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয় এবং এই স্কুল "আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল" নামে অভিহিত হয়।

---

* রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০০০০৲, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য ১০০০০৲, বাবু রঘুনাথ দাস ১৫০০০৲, সৈয়দ মামুদালী খাঁ ৫০০০৲, শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী ২০০০৲ ও অন্যান্য ১২০০০৲, মোট ৬৪০০০৲।

১৮৭৮ সনে ইডেন ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮২-৮৩ সনে এই স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

ইডেন স্কুল।

১৮৮৪ সনের ২১শে জুলাই জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৬-০৭ সনে এই কলেজের পরিচালকগণ কলেজটীকে Board of trusteeর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নিত হইবে। জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরীতে ৮০০ পুস্তক আছে। ১৮৮৭ সনে জগন্নাথ স্কুল ও নেসনেল স্কুল একত্র হইয়া যায়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে জগন্নাথ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলটীকে উঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে জুবিলী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্ম-মডেল স্কুলের সহিত একত্র পরিচালিত হইতে থাকে।

জগন্নাথ কলেজ ও স্কুল।

১৮৮৯ সনে গ্রীগরি স্কুল স্থাপিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে ঢাকায় একটি ইয়োরেসিয়ান স্কুল ছিল, ১৮৭৭ সনে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাহাতে দশ হাজার টাকা দান করিয়া স্কুলটীর দৈন্য ঘোচাইয়াছিলেন। কালে তাহা লোপ পাইয়াছে। ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপিত হইয়া অল্প দিন ছিল।

১৯০১-০২ সনে এ জেলায় কতটী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল ছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯০১ সনের স্কুল কলেজের বিবরণ।

নাম	মোট সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা	গবর্ণমেণ্ট স্কুল	ছাত্র	সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল	ছাত্র	অপ্রাপ্ত সাহায্য স্কুল
আর্ট কলেজ	২	৬৪৩	১	৪১২	×	×	১
উচ্চ ইংরেজী স্কুল	৩৮	১০২১২	২	৬০৪	১০	২৮৮২	২৬
মধ্য ইংরেজী	৪৬	৩৪৩৪	১	১০৭	২৯	২৩২৭	১৬
মধ্য বাঙ্গালা	৮২	৩৯৫০	×	×	৭৭	৩৭৪১	৫
উচ্চ প্রাইমেরী	২৫৫	১০১১২	×	×	২৪১	৯৬৮১	১৪
নিম্ন প্রাইমারী	১০৭৯	২২২৯৭	×	×	৮২২	২৩৮২১	২৫৭
ল ক্লাস	১	১২৩	১	১২৩	×	×	×
সার্ভে স্কুল	১	১০৪	১	১০৪	×	×	×
মেডিকেল স্কুল	৩	×	১	১৮৩	×	×	২
ট্রেইনিং স্কুল	২	৮২	২	৮২	×	×	×
মাদ্রাসা	৩	৮৫৯	১	৫৯৮	১	৩২	১
টোল	৩৯	×	×	×	৯	১১৩	৩০
মোট	১৫৫১	৫১৫৯১	১০	২২১৩	১১৮৯	৪২৫৯৭	৩৫২*

বর্ত্তমান ১৯০৮-০৯ সনের সাধারণ স্কুলের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	মোট—	গবর্ণমেণ্ট—	সাহায্যকৃত	অপ্রাপ্তসাহায্য
ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭(১)	৩	১০	৩৪
মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	৪৯	×	৩২	১৭
মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়	৭১	×	৬৮	৩
উচ্চ প্রাথমিক	২১৯	×	২১৭	২

* স্থানাভাবে "অপ্রাপ্ত সাহায্য স্কুলের" ছাত্র সংখ্যা দেওয়া গেল না।

(১) ইহার একটি নেসনেল স্কুল।

	মোট—	গবর্ণমেণ্ট—	সাহায্যকৃত	অপ্রাপ্তসাহায্য
নিম্নপ্রাথমিক				
মধ্য মাদ্রাসা	১০	×	৩	৭
গুরু ট্রেইণিং স্কুল	৪	×	৪	×
মাদ্রাসা	৩	১	×	২
টোল	৫৭	×	২৭	৩০

শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান।

শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ঢাকার স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিঃ গাইট তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার পর ঢাকার স্থান। এই কয়েকটী জেলা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নত। ঢাকার পুরুষ অধিবাসীর $\frac{১}{৮}$ অংশ শিক্ষিত। স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা শতকরা একজন লেখাপড়া জানে।"

এইরূপ হার ঢাকার পক্ষে অবশ্য সন্তোষজনক নহে। এই হার লক্ষ্য করিয়া গাইট সাহেব বিস্মিত হইয়াছেন এবং স্বীয় রিপোর্টে বিক্রমপুরের বিরুদ্ধে একটু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* বাস্তবিক এই হার ঠিক নহে। বিক্রমপুর পরগণার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক সপরিবারে স্থানান্তরে থাকিয়া চাকরি ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সংখ্যা গণনায় আনিলে শিক্ষিতের সংখ্যা গাইট সাহেবের প্রদর্শিত সংখ্যা হইতে অনেক বৃদ্ধি হইবে।

* গাইট সাহেব ঢাকার শিক্ষিতের হার এইরূপ কম দেখিয়া লিখিয়াছেন, "The low rate in Dacca, is some what surprising in view of the large number of Educated Bhadraluks in the Bikrampur Paragana." (C. R. Page 2987 of 1901)

এ জেলায় ১৯৬৮৬২ পুরুষ ও ২০০৫৬৬ স্ত্রীলোকের স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বয়স। এই ৩৯৭৪২৮ (প্রায় চারি লক্ষ) স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত লোকের মধ্যে মাত্র ৬৪৫২৬ পুরুষ (বালক ও যুবক) বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও অল্প—এই সংখ্যার অষ্টম ভাগমাত্র। গড়ে প্রদর্শিত সংখ্যার শত করা ৩২.৮ জন পুরুষ ও ৪.১ জন স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ে যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র গড়ে শতকরা ১৮.৩ জন মাত্র স্কুলে যাইয়া থাকে।*

স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী-পুরুষ।

শিশু, বালক, যুবক ও বয়স্কের হিসাবে এই জেলার শিক্ষিতের হার হাজারে কত পুরুষ ও কত স্ত্রীলোক তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বয়স হিসাবে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড়।

বয়স—	হাজার করা সাধারণ লেখা পড়া জানে।		হাজার করা ইংরেজী লেখা পড়া জানে।	
	পুরুষ—	স্ত্রী—	পুরুষ—	স্ত্রী—
০—১০	২২	২	১৫	১
১০—১৫	১৩৭	১৫	২১৩০	৫
১৫—২০	১৮৪	২০	৪২৩	৬
২০ বৎসরের উর্দ্ধে	১৭১	১৩	১৬৯	৪
মোট গড়	১২১	১০	১৪৮	৩

শিক্ষিতের হার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি দেখা যায় না। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যার গড় ১৮৮১ হইতে ১৮৯২ সনে দ্বিগুণের অধিক এবং ১৯০১ সনে তিন গুণেরও বেশী হইয়াছে। নিম্নে ঐ হার প্রদর্শিত হইল :—

* Report on Progress of Education.

১৯০১—	১৮৯১—	১৮৮১—
পু— স্ত্রী—	পু— স্ত্রী—	পু স্ত্রী
১২১—১০	১২২—৭	১০২—৩

উপর্য্যুক্ত রূপ বয়সের হিসাবে এ জেলায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "চ")।

এই জেলার হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন থানায় কত লোক ইংরেজী ও বাঙ্গালা জানে তাহাও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইল। পরিশিষ্ট (ছ)।

থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ।

সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও শাস্ত্রার্থীদিগের উৎসাহপ্রদান জন্য পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাগ্যকূলের রাজা শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় মহোদয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাবে তত্রত্য বাবু মথুরামোহন রায়, বাবু কিশোরীমোহন রায়, বাবু গোপীমোঁহন রায় চৌধুরী প্রভৃতির অনুমোদনে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের তদানীন্তন পার্সন্যাল আসিষ্টাণ্ট রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর, বিক্রমপুরের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ভাওয়াল ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব চীফ্‌ম্যানেজার সাহিত্য সম্রাট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, প্রভৃতির মন্ত্রণা ও প্রযত্নে ১২৮৫ সনের (ইংরেজি ১৮৭৮) ৯ই আশ্বিন মহালয়া দিন ঢাকা নগরীতে "পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ"

স্থাপিত হয়। ভাগ্যকুল ও জয়দেবপুরের ভূস্বামিবর্গই এই সমাজের প্রধান প্রাণ বল। স্থাপনাবধি তাঁহারা প্রতিবর্ষেই প্রচুর অর্থদান করিয়া ইহার জীবনরক্ষা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্বাধীন-ত্রিপুরাধীশ্বর স্বর্গগত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় প্রভৃতি এককালীন ও বার্ষিক দান করিয়া এই সমাজকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ,উত্তীর্ণদিগকে উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি দান,অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সমুচিত পারিতোষিক ও বৃত্তিপ্রদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই সমাজ মৃতপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং শাস্ত্রার্থীদিগের উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন বার্ষিক পরীক্ষা বৈশাখ মাসের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে গৃহীত হইয়া থাকে। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, সাহিত্য, বিবিধ ব্যাকরণ, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে উপাধি, মধ্য ও আদ্য এই তিনটী পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঢাকা, সুধারাম (নোয়াখালী) কুমিল্লা, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম-পটীয়া ও ফরিদপুর-কবিরাজপুরে এই সমাজের পরীক্ষাকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। উপাধি পরীক্ষা তিন দিন এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দুইদিন গৃহীত হয়। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ পারিতোষিক ও উপাধি এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্যগণের অর্থ সাহায্যে

তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম ছাত্রদিগকে স্বর্ণ ও রজতপদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন পরীক্ষা প্রদানার্থ কোনরূপ শুল্ক (fees) দিতে হয় না। সকল শাস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষার্থী ছাত্রকেই সংস্কৃতভাষায় উত্তর লিখিতে হয়। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরীক্ষক হইয়া থাকেন। সারস্বত সমাজের কার্য্যাবলী সাধারণ সভাকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত-নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর মহালয়ার দিন সারস্বত সমাজের বার্ষিক অধিবেশন (Convocation) হয়। ঐ অধিবেশনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট এবং নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কলিকাতা, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকবর্গ নিমন্ত্রিত ও বার্ষিক বিদায়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রগণের পদক, উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি ঐ সভায়ই প্রদত্ত হয়।

কার্য্যসৌকর্য্যার্থ সারস্বত সমাজের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জিলার কতিপয় প্রবীণ অধ্যাপক ঐ সভার সভ্য। স্থাপনাবধি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সারস্বত সমাজের সম্পাদকপদে অভিষিক্ত আছেন। বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ইহার বর্ত্তমান সভাপতি। গবর্ণমেণ্ট সারস্বত সমাজের উৎকর্ষসাধনার্থ বার্ষিক পাঁচশত টাকা দান করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য—প্রাচীন কবি ; কবি সঞ্জয় ; ঈশান নাগর ; হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য ; জগন্নাথ দাস ; গদাধর পণ্ডিত ; ষষ্ঠীবর সেন ; গঙ্গাদাস সেন ; হরিহর অঞ্জয় ; অদ্ভুত আচার্য্য ; রামনারায়ণ ঘোষ ; শিবচন্দ্র সেন ; রঘুনাথ গোশাঞি ; অন্যান্য কবি। পত্র ও পত্রিকা ; প্রথম সাময়িক পত্র ; প্রথম সংবাদপত্র ; অন্যান্য পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; কবি ও কাব্য ; অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; মহিলা কবি ; ভাওয়ালে সাহিত্যচর্চ্চা ; বান্ধব-কুটীরে সাহিত্য চর্চ্চা। পুস্তকালয়।

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ।

প্রাচীনকালে বিক্রমপুর পরগণা সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গৃহে এবং টোলে অহরহ নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কথিত আছে যে এই বিক্রমপুরে বসিয়াই "ভট্টনারায়ণ" ও "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতি কবিগণ তাহাদিগের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ; মহারাজ বল্লাল সেন বল্লাল বাড়ীতে (বর্ত্তমান রামপাল) অবস্থানকালে "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন ; বল্লালের শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট বল্লালচরিত রচনা করিয়াছিলেন ; এই বিক্রমপুরের অধিবাসী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" রচনা করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুরী মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে থাকিয়া "কুসুমাঞ্জলি"

রচনা করিয়াছিলেন; অলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ ঢাকা জেলায় থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্যদর্পন" রচনা করিয়াছিলেন। বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বিশ্বনাথের বংশধরগণ এখনও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকৈর গ্রামে বাস করিতেছেন।

বিক্রমপুরে যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাঠাদিয়ার কমল সার্ব্বভৌম, ইছাপুরার তারিণীচরণ ন্যায়-বাচস্পতি, ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ ছিলেন; স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কুরাপাড়ার কালীকান্ত শিরোমণি, দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ইঁহার ছাত্র) প্রভৃতি প্রধান। বৈয়াকরণের মধ্যে কুরাপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার গুভাড্যার কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম প্রধান। সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার "মনোদূত" লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু লেখক বহু সংস্কৃত কুলপঞ্জিকা, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য।

প্রাচীন কবি।

প্রাচীনকালে এজেলার স্থানে স্থানে বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন, "ঢাকা জেলার সোণারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণাতেই অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর বা মাণিকগঞ্জের কোন প্রাচীন কবির গ্রন্থ আমার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই।"

ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন কবিদিগের বিবরণ যথাসাধ্য প্রদান করা গেল।

বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সঞ্জয় কবি অতি প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। ইনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের কোন একস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইঁহার নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার কোন স্থানে ছিল।* সঞ্জয়-রচিত 'মহাভারত' বাঙ্গালা ভাষার আদিম মহাভারত। কাশীদাস সঞ্জয় মহাভারত দৃষ্টে স্বীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'মহাভারত' ব্যতীত সঞ্জয়ের রচিত 'গীতা' এবং 'ভারত সাবিত্রী' নামে আরও দুইখানা গ্রন্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবদ্গীতার সরল বঙ্গানুবাদে সঞ্জয়ের অগাধ সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সঞ্জয়ের 'গীতা' পূর্ব্ববঙ্গের অমূল্য নিধি। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে সঞ্জয়ের রচিত যে মহাভারত রক্ষিত আছে তাহাতে কবির আত্মপরিচয় স্থলে কেবল এই একটী মাত্র কথা লিখিত আছে ঃ—

কবিসঞ্জয়।

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।

সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম॥

সুবিখ্যাত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের রচয়িতা ঈশাননাগর ১৪১৪ শকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়। তিনি শ্বশুরালয়ে থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে "অদ্বৈতপ্রকাশ" রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৮২ শক। অদ্বৈতপ্রকাশ রচনার পর

ঈশাননাগর।

* রায় কালী প্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, বাহাদুর আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে সঞ্জয় মহাভারত ছিল তাহাতে কবির বাসস্থান মহেশ্বতী বলিয়া লিখিত ছিল। রায় বাহাদুর বলেন—মহেশ্বতীই মহেশ্বরদী।

তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। "অদ্বৈতপ্রকাশ" একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্ঠকাটা গ্রামে রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুলে হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেন দেবের মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। এই হলায়ুধের বংশে বহু পুরুষ পরে রত্নাকর মিশ্র নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। রত্নাকরের দুই পুত্র সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। চৈতন্য দেবের প্রিয় পার্ষদ জগন্নাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বানন্দের পুত্র।

হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য।

বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে—ইনি কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস নামে পরিচিত। যথা—"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস। জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥"

(শ্রীমচ্চৈতন্য চরিতামৃত)

জগন্নাথ দাস

বলা বাহুল্য বাসস্থানের নাম হইতেই এই উদ্ভট উপাধির সৃষ্টি। জগন্নাথ তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্যালোচক ছিলেন।

জগন্নাথ অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতৃব্য প্রকাশানন্দের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন। ইনি শৈশব হইতেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যথাকালে পিতৃব্যের যত্নে জগন্নাথ টোলে প্রেরিত হইলেন, এবং অল্প কাল মধ্যেই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন ও আচার্য্য উপাধি লাভ করিলেন। এই সময় নদিয়ায় প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, সে বন্যাস্রোত জগন্নাথের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া

গেল। জগন্নাথ গৃহ ত্যাগ করতঃ হৃদয়ে অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্দর্শনে চলিলেন। কথিত আছে জগন্নাথ দাস আচার্য্য বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ পার্শ্বদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশে তিনি শ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। জগন্নাথের দীক্ষা গ্রহণের পর খুল্লতাত প্রকাশানন্দ শান্তিপুরে উপস্থিত হন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে নিজেও অদ্বৈত প্রভুর নিকট একাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অতঃপর পিতৃব্যের অনুরোধে জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল কাষ্ঠকাটায় বাস করিয়া ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আড়িয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে জায়গীর তালুক পাইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। কাষ্ঠকাটা গ্রাম এখন কাঠাদিয়া নামে পরিচিত। এখনও কাঠাদিয়াতে ঠাকুর জগন্নাথ দাসের পাট বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথের বংশধরগণ এখন আড়িয়ল, পাইকপাড়া, কামারখারা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

চৈতন্যের পারিষদ গদাধর পণ্ডিত একজন কবি ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত। ১৪০৮ বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে চট্টগ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতী দেবীর গর্ভে গদাধর মিশ্রের জন্ম। গদাধর দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই স্থানে

গদাধরের প্রেমভক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। অতঃপর তিনি মাতুলালয় নবদ্বীপে গমন করেন। নবদ্বীপে যাইয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও মুরারী গুপ্তের সতীর্থরূপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি হন। সপ্ত চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে গদাধরের তিরোভাব হয়। তিনি আজীবন অকৃতদার বৈরাগী ছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন।

ষষ্ঠীবর সেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ষষ্ঠীবর অশ্বমেধ পর্ব্ব" (অনুগীতা) ও মহাভারতের অন্যান্য কতিপয় পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন, "আমি ষষ্ঠীবরের যে অশ্বমেধ (অনুগীতা) জয়দেবপুর সাহিত্য সম্মি-লনীতে মুদ্রিত হইতে দিয়াছিলাম। তাহাতে ষষ্ঠীবরের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া লিখিত ছিল। এই দীনার দ্বীপ মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত বর্ত্তমান ঝিনারদী।" ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল। ষষ্ঠীবর সম্পূর্ণ মহাভারত লিখিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবর মহাভারত ব্যতীত পদ্মাপুরাণ এবং রামায়ণেরও কোন কোন প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ, তিনি জগদানন্দ নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া "ভারতকথা" লিখিয়াছিলেন।

"অমৃত লহরি ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্দ"
কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুক্ত জগদানন্দে, অহর্নিশি হরি বন্দে,
কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে।
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।)

ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাসও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্য-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদাসের লিখিত জন্মেজয় উপাখ্যান, সভাপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে ষষ্ঠীবর এবং গঙ্গাদাস উভয়েরই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, একের অবসরে অন্যজন গ্রন্থের রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। জন্মেজয় উপাখ্যানে গঙ্গাদাস এইরূপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।

গঙ্গাদাস সেন।

যার যশঃ গায় লোকে অবনী ভিতর॥"

গঙ্গাদাসের রচনাকৌশল, ষষ্ঠীবর অপেক্ষা প্রশংসনীয়।

"ধর্ম্মের পাঁচালী" লেখক হরিহর অঞ্জয় মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দিঘুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম বানেশ্বর অঞ্জয়।

হরিহর অঞ্জয়।

অদ্ভুত আচার্য্যের নাম নিত্যানন্দ শর্ম্মা। অদ্ভুত আচার্য্য সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি খণ্ডিত অধ্যায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র বসুর নিকট কবির রচিত যে রামায়ণ আছে তাহাতে কবি আত্ম পরিচয় স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন।

অদ্ভুত আচার্য্য।

প্রপিতামহো বন্দ্যো যাহার খণ্ড।
তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচণ্ড॥
তাহার তনয় হলো নামে শ্রীনিবাস।
গুণ মহাশয় তেঁহো নারায়নের দাস॥
তাহে উপজিল পুত্র মাণিক প্রচার।
জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদর॥

সোনারাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম॥
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হইল নাম সেই সে কারণ ইত্যাদি॥

অদ্ভুত আচার্য্য প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান সোনারাজ্য, সরকার সোনারগাঁর নামান্তর মাত্র। তাঁহার লেখায় অনেক অদ্ভুত কথা আছে। এই জেলায় বিগত শতাব্দীতে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর ছিল।

নৈষধ রচয়িতা রামনারায়ণ ঘোষ ঢাকা জেলার অধিবাসী।

রামনারায়ণ ঘোষ।

ইহার নিবাসও মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে মহেশ্বরদী পরগণার কোন স্থানে ছিল। রামনারায়ণ ঘোষের "নৈষধ" জয়দেবপুর সাহিত্য সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নৈষধের রচনা উচ্চ শ্রেণীর।

কাঁচাদিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র সেনের জন্ম। শিবচন্দ্র "সারদা

শিবচন্দ্র সেন।

মঙ্গল", সত্যনারায়ণের পাঁচালী", "সাবিত্রী উপাখ্যান" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। সারদা মঙ্গলে কবির এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গু সেনের সন্ততি।
সেনহাটী গ্রামে পূর্ব্ব পুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুনিবর তাহার তনয়।

রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥
তাহার তনয় হইল ভুবন বিখ্যাত।
রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল॥
গঙ্গাদেব দত্তক পুত্র তার পবিত্র।
গঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁচাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরী বংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম॥
তাহার তনযা মহামায়া নাম তান্।
সালঙ্কারে সুপাত্রে কন্যা কৈল দান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান।
জনমিল তাহার এই তিন সন্তান॥
শিবচন্দ্র, শম্ভূচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥

কবি শিবচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। সারদামঙ্গল বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা রামায়ণের নামান্তর মাত্র। রাম সারদার পূজা করিয়া তাহার মাহাত্ম্যে রাবণবধ করিয়াছিলেন। এই অর্থে কবি রামায়ণকে সারদামঙ্গল আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সারদামঙ্গল বহুদিন পূর্ব্বে স্কুল পণ্ডিত ৺কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলের ভাষা বিশুদ্ধ ও লালিত্যসম্পন্ন। কবির নিবাস কাঁচাদিয়া গ্রাম এখন কীর্ত্তিনাশার বিশাল উদরে স্থান পাইয়াছে। কবির বংশধরগণ এখন স্বর্ণগ্রাম (কামারখারা) বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ গোসাঞি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কালিয়াকুর গ্রামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পরিবারে রঘুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুনাথ একজন সাধক ও কবি ছিলেন। তাহার বহু সাধন সঙ্গীত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবির জীবনীসহ ঐ সকল সঙ্গীত ১৩০৮ সনের "আরতি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনাথ চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি অতি চিত্তাকর্ষক, তিনি মধুর ভাষায় বৈষ্ণব সমাজের গূঢ় সাধন প্রণালী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথের বংশে কেহ জীবিত নাই।

অন্যান্য কবি।

বিক্রমপুরের দ্বিজ রামপ্রাসাদ ও রাজকৃষ্ণ সেন সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। গুরুদাস গুপ্ত রাজবল্লভের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু লেখক কূটপত্রিকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। জপসায় অনেক উচ্চশ্রেণীর কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।*

পত্র-পত্রিকা।

প্রথম সাময়িক পত্র।

ঢাকা জেলার প্রথম মাসিক পত্র "কবিতাকুসুমাঞ্জলি।" ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন। কবিতাকুসুমাঞ্জলিতে সদ্ভাবশতকের কবিতাগুলি প্রথম বাহির হয়। এরপর বিদ্যাধর দাস ও মহেশচন্দ্র গাঙ্গুলির সম্পাদকতায় "গদ্যমাসিক" নামে আর একখানা পত্রিকা বাহির হয়।

* পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনে জপসা ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং জপসার কবিকাহিনী "ফরিদপুরের বিবরণে" প্রদত্ত হইল।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি উঠিয়া গেলে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সোম-প্রকাশের আকারে প্রথম "ঢাকা-প্রকাশ" বাহির করেন। ১৮৬১ সনে ঢাকাপ্রকাশ প্রথম প্রচারিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাহার প্রথম সম্পাদক হন। ইহাই ঢাকার প্রথম সংবাদ পত্র।

প্রথম সংবাদপত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পৃথক হইয়া গেলে হরিশ্চন্দ্র মিত্র "ঢাকা-দর্পণ" বাহির করেন এবং হারাণচন্দ্র সাহা "ঢাকাবার্ত্তা প্রচার করেন। অতি অল্প দিন জীবন ধারণ করিয়া "ঢাকাদর্পণ" ও "ঢাকাবার্ত্তা" কালসাগরে লয় পাইয়া যায়। ঢাকাপ্রকাশ সমভাবে চলিতে থাকে। ঢাকা প্রকাশ কিছুদিন পরে ব্রাহ্মভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া সহরের হিন্দুগণ একখানা হিন্দুভাবাপন্ন সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার আবশ্যক মনে করেন। এই সময় বাবু জগন্নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ঢাকা ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে "হিন্দুহিতৈষিণী" নামে ঢাকা প্রকাশের প্রতিযোগী একখানা পত্রিকা বাহির হয়। প্রতি শনিবার হিন্দু হিতৈষিণী ও প্রতি রবিবার ঢাকাপ্রকাশ প্রতি-যোগিতার সহিত বাহির হইতে থাকে।

অন্যান্য পত্রিকা।

ইহার পর ঢাকার নীলকরগণও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সমর্থন জন্য একখানা পত্রিকা পরিচালন আবশ্যক মনে করেন। তদনু-সারে মিঃ কেমারন, মিঃ পগোজ, মিঃ ওয়াইজ, মিঃ গ্রিগ ও নবাব খাজে আবদুলগণি (তখনও উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) Dacca News নামে একখানা 'Planters' Journal বাহির করেন।

কর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্র মিত্র বসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিনি "পল্লিবিজ্ঞান" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রচার করিলেন।

১৮৬৬ সনে এ জেলায় ৫টী প্রেস ও ৪ খানা পত্রিকা পরিচালিত হইত। (১) ঢাকা নিউজ যন্ত্র হইতে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র "ঢাকা নিউজ" গ্রাহক সংখ্যা ২২৫ জন। (২) বাঙ্গালী যন্ত্র হইতে রামশঙ্কর মৌলিকের সম্পাদকতায় "ঢাকাপ্রকাশ" গ্রাহক সংখ্যা ২৫০ জন (৩) সুলভ যন্ত্র হইতে "হিন্দুহিতৈষিণী," গ্রাহক সংখ্যা ৩০০ ও "পল্লিবিজ্ঞান" (মাসিক পত্র) গ্রাহক সংখ্যা ৩০০। এই সনে ধানকোড়ার জমিদারদিগের বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে উঠিয়া যায়।

১৮৬৯-৭০ সনে ঢাকা News উঠিয়া গিয়া Bengal Times জন্ম গ্রহণ করে। এই সময় ঢাকায় সাহিত্যালোচনার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। স্থানে স্থানে সাহিত্য সভা, লিটারেচার সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ শুভসাধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। হরিশ্চন্দ্র "পল্লিবিজ্ঞান" বন্ধ করিয়া "মিত্রপ্রকাশ" পত্রিকা বাহির করেন, ক্রমে রাজনৈতিকদল কর্তৃক "ভারতবান্ধব," ব্রাহ্মসমাজ হইতে "বঙ্গবন্ধু" হিন্দুসমাজ হইতে "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা", ছাত্র সমাজ হইতে "Weekly Times" প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হয়। দেখিতে দেখিতে টোলের পণ্ডিত মহাশয়দিগেরও হস্ত কণ্ডুয়ণ উপস্থিত হইল। তাঁহারা কলেজের পণ্ডিতদিগের সহায়তায় "সংস্কৃত সঞ্জীবনী" নামে এক পত্রিকা প্রচার করেন। সাহিত্য, ধর্ম্ম ও রাজনীতি চর্চ্চায় ঢাকা প্রাধান্যলাভ করিতে লাগিল।

অতঃপর ১৮৭৫ সনে "ইষ্ট" বাহির হয়। ১৮৭৬ (১২৮১

আষাঢ়) কালীপ্রসন্নের অমরকীর্ত্তি "বান্ধব" বাহির হইতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে "বাঙ্গালীর মহাপাপ" ও "বাল্যবিবাহ" নামে দুইখান আকস্মিক পত্রের আবির্ভাব হয় এবং "মিত্রপ্রকাশ" "ভারতবান্ধব" "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" "সংস্কৃত সঞ্জীবনী" প্রভৃতি লয় পাইয়া যায়।

এই সময় "বান্ধবের" ন্যায় পত্রের প্রচুর আদর থাকিলেও অন্যান্য সাহিত্যিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকার জন্য প্রচুর যত্ন চেষ্টা করিয়াও অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করা যাইত না। রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। গ্রামে গ্রামে তখন যাঁহারা পত্রিকা লইতেন, তাঁহারা নামের জন্য লইতেন।* তাহাদের মধ্যে পাঠক অতি অল্পই থাকিত।

১৮৭৯ সনে ভারতহিতৈষিণী নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়া ঐ সনেই লয় পাইয়া যায়। ১৮৮০ সনে "বিজ্ঞাপনী" নামে আর একখানা সাপ্তাহিক পত্র এবং সহরের ছাত্রগণের চেষ্টায় "Student's Magazine" নামে ও কতিপয় যুবকের উদ্‌যোগে "ভারত ভিখারিণী" নামে ২ খানা মাসিক কাগজ বাহির হয়।

১৮৮১ সনে বিজ্ঞাপনী ও হিন্দু হিতৈষিণী উঠিয়া যায় এবং মেডিকেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে "ভিষক" ও মিসনারিদিগের যত্নে "Pilgrim's Progress" নামে আর দুইখানা মাসিক পত্র বাহির হয়।

* Those who do subscribe to a paper do so more for show than for actual reading (Annual Report 1877-78.)

১৮৮২ সনে বেঙ্গল টাইমস Bi-weekly হয় ও Pilgrim's Progress "Pilgrim's Journey" নামে পরিবর্ত্তিত হয়। "ভারত-ভিখারিণী" উঠিয়া "সদানন্দ" নামে নূতন একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৮৩ সনে সারস্বতসমাজের মুখপত্র "সারস্বত পত্র" ও বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা "রামধনু" প্রচারিত হয় এবং "সদানন্দ" ও "Pilgrim's Journey" লীলা সম্বরণ করে।

১৮৮৪ সনে "বিক্রমপুরবার্ত্তাবহ" নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইয়া কয়েক সপ্তাহ চলিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং নববিধানের "The New Light" বাহির হইতে আরম্ভ করে।

১৮৮৫ সনে "ভিষক" উঠিয়া যায়।

১৮৮৬ সনে "ঢাকা গেজেট" জন্মগ্রহণ করে।

১৮৮৭ সনে "গরীব" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। এই সময় ঢাকার মুসলমান সমাজেও পত্রপত্রিকা প্রচারের ক্ষীণ ইচ্ছা দেখা যায় এবং ১৮৮৭ সনে ঐ সমাজ হইতে "সনাভান" "নিজামে-মসবি" ও "আলেফলাম" নামে তিনখানা মাসিক কাগজ বাহির হয়। এই সনে "মহাবিদ্যা" নামে একখানা মাসিক এবং "হোমিওপ্যাথিকঅনুবাদক" নামে মাসিক গ্রন্থও বাহির হইতে থাকে।

১৮৮৮ সনে "গৌরব" ও "শক্তি" দুইখানি নূতন সাপ্তাহিকের উদ্ভব হয় এবং "বান্ধব" ও "বঙ্গবন্ধু" ব্যতীত অন্যান্য মাসিক কাগজগুলি নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে।

১৮৮৯ সনে ঢাকাপ্রকাশ ও গরীবের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। ঢাকা প্রকাশ

সম্পাদক শাস্তিপ্রাপ্ত হন। গরীব ক্ষমা চাহিয়া মাসিকপত্রে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৮৯০ সনে "গৌরব" উঠিয়া যায় এবং "সারস্বত পত্র" কিছু দিন বন্ধ থাকে।

১৮৯১ সনে "গরীব"ও উঠিয়া যায়। "সারস্বত পত্র" চলিতে থাকে।

১৮৯২ সনে "শক্তি" উঠিয়া যায়, "বান্ধব" প্রাথমিক বিদায় গ্রহণ করেন এবং "সেবক" নামে ব্রাহ্মসম্মিলনী হইতে একখানা নূতন পত্রের আবির্ভাব হয়।

১৮৯৩ সনে "প্রকৃতি" নামক একখানা "স্বাস্থ্যবিজ্ঞান" ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৯৪ সনে মুন্সীগঞ্জ হইতে "বিক্রমপুর" ও ঢাকা হইতে "ভারতবাসী" নামে দুইখানা সাপ্তাহিক এবং "আশা" ও "শান্তি" নামে দুইখানা মাসিক কাগজ বাহির হয়। এদিকে "প্রকৃতি" ও "সেবক" উঠিয়া যায়।

১৮৯৫ সনে সেবকের পুনরাবির্ভাব হয়।

১৮৯৮ সনে "শিক্ষাসুহৃদ" নামে একখানা নূতন পত্রিকা বাহির হয়।

বিগত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঢাকায় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার অবস্থা একরূপ থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকার সাহিত্যিকগণ 'বান্ধবে'র অভাব দূরীকরণ মানসে "আর্য্যগৌরব" নামে একখানা সাময়িক সাহিত্য প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন। তদনুসারে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে 'আর্য্যগৌরব' বাহির

হয়। আর্য্যগৌরব সূতিকা গৃহেই বিনষ্ট হওয়ায় ১৩০৯ সনের বৈশাখে পুনরায় "বান্ধব" সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং "অতিথি"নামে আর একখানা সচিত্র মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। পর বৎসর ঢাকায় সাহিত্যগগণে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। "অতিথি" দেড় বৎসর থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করে। তিন বৎসর চলিয়া 'বান্ধব' এবং 'ধূমকেতু'ও লয় পাইয়া যায়।

১৩১৩ সনে 'পূর্ব্ববাঙ্গালা' সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ১৩১৫ সনের বৈশাখ মাসে পাক্ষিক 'শিক্ষা সমাচার' বাহির হয়, এবং "পূর্ব্ব বাঙ্গালা" উঠিয়া যায়। বর্ত্তমান বর্ষে ১৩১৬ সনে "শিক্ষা সমাচার" সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার মহিলা পরিচালিত "ভারত মহিলা" মাসিক পত্রিকা ও বর্ত্তমান বর্ষে ঢাকা হইতে পরিচালিত হইতেছে। ইহাই বর্ত্তমান সময় ঢাকার একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কারক। বর্ত্তমান সময় তাঁহার স্থান বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের শীর্ষ-স্থানে। তাঁহার রচিত "প্রভাত চিন্তা," "নিভৃতচিন্তা," "ভ্রান্তি বিনোদ," "মা না মহাশক্তি," "জানকীর অগ্নি পরীক্ষা," "ভক্তির জয়" প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যের কৌস্তভমণি—ঢাকার সাহিত্য গৌরবের চরম আদর্শ।

গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

রায় বাহাদুরের গ্রন্থাবলী ব্যতীত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে ৺রজনীকান্ত গুপ্তের "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস," ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "সংস্কৃত সাহিত্যের

ইতিহাস" ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এ জেলার মহা গৌরবের সামগ্রী।

কবি ও কাব্য।

কাব্য গ্রন্থাদি লিখিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এ জেলার 'কবিকাহিনী' প্রণেতা ৺দীনেশচরণ বসু, হেলেনা কাব্য প্রণেতা ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র, "নির্ব্বাসীতা সীতা" প্রণেতা ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র "প্রেম ও ফুল" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, "ছুছুন্দরী বধ-কাব্য" প্রণেতা বাবু জগবন্ধু ভদ্র, "মুকুর" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, "মালঞ্চ" প্রণেতা মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। "যমুনা লহরীর" কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় এই একটিমাত্র সঙ্গীত রচনা করিয়াই অমর হইয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'রায় পরিবার,' উমেশচন্দ্র গুপ্তের "মূর্খ" শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "ক্লিওপেট্রা," ৺গোবিন্দ-চন্দ্র রায়ের "শকুন্তলা" উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরীর "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমধর্ম্ম," চন্দ্রকিশোর গুণ সাগরের "গুণসাগর গ্রন্থাবলী" গুরুগোবিন্দ আইচ চৌধুরীর "নিদর্শনতত্ত্ব," ডাঃ চন্দ্রশেখর কালীর চিকিৎসা গ্রন্থ, কবিরাজ অভয়ানন্দ দাসের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "চরিতাভিধান" প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মহিলা কবি।

মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের মধ্যে আলো ও ছায়া রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়ের নাম গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময় বঙ্গীয়

কবি সমাজে ইহার শ্রেষ্ঠ স্থান। শেখর নগরের শ্রীমতী চারুলতা ঘোষের "চারুকুসুমাঞ্জলি" এবং বজ্রযোগিনীর ৺পঙ্কজিনী বসুর স্মৃতিকণা ও শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষের "সঙ্গিনী" ও "রঙ্গিনী" উল্লেখযোগ্য।

ভাওয়ালে সাহিত্য চর্চ্চা।

ভাওয়ালের "রাজগৃহ" এক সময় সাহিত্য চর্চ্চার কেন্দ্র স্থল ছিল। রায় বাহাদুরের যত্নে ভাওয়ালে "সাহিত্য সমালোচনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে স্থানে সাহিত্যালোচনা প্রসার পায়। এই সভা হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ হইয়াছিল।*

বান্ধবকুটীরে সাহিত্য চর্চ্চা।

রায় বাহাদুরের 'বান্ধবকুটীর' ঢাকার সাহিত্য চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান। বান্ধবকুটীরে রীতিমত সাহিত্য চর্চ্চা হইয়া থাকে। ঢাকায় রাজকার্য্য উপলক্ষে ও অন্যান্য কারণে যে সকল সাহিত্যসেবী উপস্থিত হইয়া

---

* এই গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যালোচক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন, "আমি অর্থাভাবে ও শ্রদ্ধাভাজন বঙ্গসাহিত্য কুলচূড়ামণি রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বাবুর অনুরোধ আমার সংগৃহীত গ্রন্থগুলি জয়দেবপুর "সাহিত্যসমালোচনী" হইতে মুদ্রিত হইতে সম্মতি প্রদান করি। কথা এই থাকে যে, প্রত্যেক পুস্তকের ভূমিকা রায় বাহাদুর স্বয়ং লিখিয়া বাহির করিবেন। "নৈষধ" শেষ হয়। "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" শেষ হয়। সঞ্জয়-মহাভারতও প্রায় শেষ হয়, কিন্তু রায় বাহাদুর অনবসরপ্রযুক্ত ভূমিকা লিখিতে পারেন না। অবশেষে নৈষধ উচ্চশ্রেণীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। মায়া তিমির চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সঞ্জয় মহাভারতের কতকগুলি ফর্ম্মা প্রেস হইতে খোয়া যায়।"

থাকেন, তাঁহারা বান্ধবকুটীরে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জেলাবাসী সাহিত্যিকগণ দ্বারা ও বিভিন্ন সময়ে ঢাকার সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সেই বিভিন্ন জেলাবাসীদিগের মধ্যে ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও সাহিত্যচর্চ্চা হইয়া থাকে। তাহার ফলে একটি শিক্ষিতা মুসলমান রমণী একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পুস্তকালয়।

ঢাকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী "নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী"। গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকা আগমন স্মরণীয় রাখিবার জন্য ১৮৮০ সনের ২৫শে মে নর্থব্রুক হল ও ১৮৮২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই হলে এই সাধারণ পুস্তকালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১১৮১ সনেই বিলাত হইতে এই পুস্তকালয়ের জন্য মূল্যবান পুস্তক সমূহ আনীত হইয়াছিল। এই পুস্তকালয় সাধারণের চাঁদায় স্থাপিত হয়। ভাওয়ালের রাজা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ৫০০০৲ ত্রিপুরার মহারাজ ১০০০৲, বালিয়াটীর বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ১০০০৲, মহারাণী স্বর্ণময়ী ৭০০৲, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫০০৲, বিশ্বেশ্বরী দেবী ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ৩০০৲ হইতে নিম্নে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বহু লোকেই দান করিয়াছিলেন। প্রথম ১৫০০ পুস্তক লইয়া এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, লাইব্রেরী তহবিলে ৮১৬৪৸০ আনা সেভিংস ব্যাঙ্কে রক্ষিত থাকে।

এই লাইব্রেরী পরিচালনের ভার একটি কমিটির হস্তে স্থাপিত আছে। বিভাগীয় কমিশনার এই কমিটির প্রেসিডেন্ট।

জুবিলি উপলক্ষে "মাণিকগঞ্জ জুবিলি লাইব্রেরী" স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ সনে ঢাকা রেলওয়ে ইনিষ্টিটিউট লাইব্রেরী স্থাপিত হয়।

ঢাকা কলেজের লাইব্রেরী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। এই লাইব্রেরীতে ৭।৮ হাজার পুস্তক ও ২টী পাঠ গৃহ আছে। ২টী পাঠ গৃহে ২০ জন পাঠক বসিয়া পাঠ করিতে পারেন। কলেজ লাইব্রেরীর জন্য বৎসর ১০০০৲ প্রদত্ত হয়।

পারিবারিক লাইব্রেরীর মধ্যে রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই বাহাদুরের লাইব্রেরী প্রধান। এই লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

ঢাকায় কোন সাহিত্য সভা নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

নদ-নদী—ব্রহ্মপুত্র নদ; প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র; মেঘনা; পদ্মা; পদ্মার প্রাচীন খাত; কীর্ত্তিনাশা; যমুনা; ধলেশ্বরী; বুড়ীগঙ্গা ও শাখা প্রশাখা; শীতল লক্ষ্যা; জোয়ার ভাটা; খাল ও বিল। বন। গ্রাম; ঐতিহাসিক স্থান।

নদ-নদী।

ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা ও যমুনা এই জেলার প্রাকৃতিক সীমা রক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ।

ব্রহ্মপুত্র—ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া টোক চাঁদপুরের নিকট এ জেলার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে এবং তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চারি মাইল আসিয়া পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া আরও কতক দূর অগ্রসর হইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে এবং রায়পুরা থানার পূর্ব্বদিকে আসিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। টোক চাঁদপুর হইতে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থল ২৬ মাইল।

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত টোক চাঁদপুরের পূর্ব্বদিকে আসিয়া মহেশ্বরদী পরগণার মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সোণারগাঁর পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিয়ে

হইয়া মেঘনায় পতিত হইত। ইহারই তীরে পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্ধ (বন্দ) অবস্থিত। এই নদী এখন মরানদী নামে অভিহিত হয়। শীতকালে এই নদীর অনেক স্থান শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়।

মেঘনা।

মেঘনা ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া এ জেলার পূর্ব্ব উত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর উভয়ের সম্মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামেই পরিচিত থাকিয়া জেলার পূর্ব্বসীমা রক্ষা করতঃ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মেঘনাকে ঢাকা জেলার পূর্ব্বসীমা বলা যাইতে পারে। মেঘনার পূর্ব্বতীরে ত্রিপুরা জেলা। মেঘনা ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত মেঘনা প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ।

পদ্মা।

পদ্মা, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে আসিয়া এ জেলার পশ্চিম সীমায় যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া (বর্ত্তমানে) জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সাগরে পড়িয়াছে।

পদ্মার প্রাচীন খাত।

পূর্ব্বে পদ্মা ফরিদপুর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। পদ্মার এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়ালখাঁ নামে পরিচিত।

কীর্ত্তিনাশা।

পদ্মা হইতে একটি ক্ষুদ্র খাল বাহির হইয়া বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী শ্রীপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। ঐ ক্ষুদ্র খাল রথখোলার খাল নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবুনার প্রবল প্রবাহে পদ্মা উচ্ছসিত হইয়া প্রাচীনগতি পরিত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্রতোয়া রথখোলার ক্ষুদ্র কলেবর তরঙ্গায়িত করিয়া প্রবাহিত হইল। পদ্মার এই গতি পরিবর্ত্তনে বিক্রমপুরের বহু স্থান পদ্মার কুক্ষিগত হইল। দেখিতে দেখিতে চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিরাশীসহ রাজধানী শ্রীপুর পদ্মার সেই বিশালগর্ভে বিলীন হইল। চাঁদ রায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিগ্রাস করিয়া ক্ষুদ্র রথখোলা সেই অবধি কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়াছে।

যবুনা।

যবুনা ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ। এই প্রবাহ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া ঢাকা জেলার পশ্চিম সীমায় পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যবুনার এই মিলন স্থানের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহনা। বর্ষার সময় এই মোহনা অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যবুনার উৎপত্তি হইয়াছে। যবুনার উৎপত্তি হইতে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন—পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনে শ্রীপুর ধ্বংস ও কীর্ত্তিনাশা নামের উৎপত্তি।

ধলেশ্বরী।

ধলেশ্বরী যবুনার একটি বৃহৎ শাখা। বর্ত্তমান সময় ধলেশ্বরী যবুনার একটি শাখা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহা যবুনা অপেক্ষা অনেক প্রাচীনা। যবুনার উৎপত্তির পূর্ব্বে ধলেশ্বরী করতোয়া ও আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ,

হুরাসাগরের সহিত মিলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবুনার উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে যবুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া ধলেশ্বরীকে যবুনার শাখারূপে পরিণত করিয়া ফেলে। ধলেশ্বরী জেলার উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে কোণাকোণিভাবে জেলার মধ্য ভাগ দিয়া আসিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে মেঘনায় পড়িয়াছে।

বুড়ীগঙ্গা ও শাখা প্রশাখা।

বুড়ীগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। বুড়ীগঙ্গা ২৬ মাইল দীর্ঘ। বুড়ী গঙ্গা এই ২৬ মাইল দীর্ঘ ও ৫।৬ মাইল প্রস্থ স্থানকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বীপাকার ভূমি পাড়জোয়ার নামে পরিচিত। বুড়ীগঙ্গা ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড় পড়িয়া যাইতেছে। ১৮৮৭ সনে ঢাকায় কমিশনার লারমেনি সাহেব বুড়ীগঙ্গার সংস্কার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। তদনুসারে Mr J. C. Verlannes Superintending Engineer এতৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন। স্বর্গীয় নবাব আছানউল্লা বাহাদুর ইহার সংস্কারকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৯০ সনে পুনরায় বুড়ীগঙ্গা সার্ভে হয়। ১৮৯৫-৯৬ সনে নবাব বাহাদুর বুড়ীগঙ্গা সংস্কার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হস্তে ১৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

ইছামতী ধলেশ্বরীর আর একটি শাখা—সাহেবগঞ্জের নিকট

ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্ব্বদিকে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

তুরাগ ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া বুড়ীগঙ্গায় পড়িয়াছে। টঙ্গীনদী তুরাগের শাখা।

বংশাই ব্রহ্মপুত্রের শাখা—ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া সাভারের নিকট ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

শীতল লক্ষ্মীয়া।

লক্ষ্মীয়া বা শীতল লক্ষ্মা ব্রহ্মপুত্রের শাখা। লক্ষ্মীয়া টোক চাঁদপুরের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জেলার উত্তর সীমায় বানারের সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। লক্ষ্মীয়ার তীর অতি উচ্চ ও বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন। ইহার জল অতি নির্ম্মল। এইজন্য এই স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী শীতল লক্ষ্মী নামেও পরিচিতা।

বালু লক্ষ্মীয়ার উপনদী—রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে লক্ষ্মীয়াতে পড়িয়াছে।

আড়িয়াল খাঁ বেলাবর নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মেঘনায় পড়িয়াছে।

এই জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ ঢালু। এইজন্য এ জেলার নদী সমূহ ও দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। বর্ষার সময় ঐ সকল স্থানে ১৪ হইতে ১৭ ফিট পর্য্যন্ত জল হইয়া থাকে। ১৮৯০ সনে ১৭ ফুট জল হইয়াছিল।

জোয়ার ভাটা।

ঢাকা জেলার নদী সমূহে জোয়ার ভাটা লক্ষিত হয়। বুড়ীগঙ্গায় ২½ ফিট পর্য্যন্ত জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হইয়া থাকে।

খাল ও বিল।

ঢাকা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে। ইহার মধ্যে তাল-তলার খাল প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই খাল রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ রাজনগর হইতে ঢাকা গমনাগমনের সুবিধার জন্য নিজ ব্যয়ে কর্ত্তন করাইয়াছিলেন। ইহা তালতলার নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া বহরের নিকট পদ্মায় পড়িয়াছে।* শ্রীনগর খাল, এবং ইলশামারী ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।

মেন্দিখালি ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। দোলাই খাল, বালুনদী হইতে আসিয়া বুড়ীগঙ্গায় পড়িয়াছে। এই খাল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট-ব্যয়ে কর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সনের এপ্রিল হইতে এইখালের মাশুল ধার্য্য হয়।† ময়মন-সিংহের মহাজনদের পক্ষে এই পথে মাল লইয়া যাওয়া সুবিধা-জনক। ইহা অন্যান্য জলপথ অপেক্ষা ২২ মাইল সোজা। ১৮৩০ সনে সাধারণের চাঁদায় দোলাইর উপর লোহার ঝুলান সেতু প্রস্তুত করা হয়। ঐ সময় ওয়ালটার সাহেব ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

১৮৮০ সনে পানিয়া খাল কাটান হয়।

---

* অনেকদিন হইল গবর্ণমেণ্ট এই খালের সংস্কার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই খালে বরিশালবাসীদিগের নৌকা পথে ঢাকায় মাল আনিবার সুবিধা আছে। কীর্ত্তিনাশা ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই রাস্তা ২০।২৫ মাইল সোজা।

† পঞ্চাশ মণ বা তদূর্দ্ধ বুঝাই নৌকার প্রতি মণ মালে ৵০ দুই আনা হিসাবে মাশুল ধার্য্য ছিল।

ঢাকা জেলার কোন খালেই বর্ষা ব্যতীত নৌকা চলে না। এদিকে বর্ষায় জেলার দক্ষিণভাগ জলে প্লাবিত থাকে এবং নদ-নদী খাল বিল একাকার হইয়া যায়।

এই জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন বিল নাই। বর্ষা অন্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু তাহা অচিরেই শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া যায়। শ্রীনগরের উত্তরের আড়িয়ল বা চারণ বিল অতি বৃহৎ ছিল। তাহা এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভাওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি বিল আছে।

বন।

জেলার উত্তরভাগে বিস্তৃত অরণ্য। এই অরণ্যের পূর্ব্বভাগ ভাওয়ালের গড় ও পশ্চিম ভাগ মধুপুরগড় নামে পরিচিত। মধুপুরের গড় উত্তরে করৈবাড়ী ও দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বনের ভূমি লৌহকঙ্করময় এবং স্থানে স্থানে লাল। বনভূমি সমভূমি হইতে স্থানে স্থানে ১০ ফীট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই গড়ের গজারী কাঠ ঘরের খুঁটী ও কয়লারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই বনে হাতীর খেদা হইত এবং অনেক হাতী ধরা পড়িত। এখন এই অরণ্যে হাতী নাই। পূর্ব্বে এই জঙ্গল হিংস্র জন্তু ও দস্যু তস্করের জন্য অতিশয় ভয়ানক ছিল। এখন ঐ সমস্ত ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে।

গ্রাম।

এই জেলায় মোট ৭২৬৫ খানা গ্রাম ও নগর। ইহার এক-খানায় ৫০ হাজারের অধিক লোক বাস করে। একখানায় ২০

হাজারের অধিক, একখানায় ৫ হাজারের অধিক, ৯৫ খানা গ্রামে দুই হাজারের অধিক, ৩৪১ খানা গ্রামে এক হাজারের অধিক, ১০৬২ খানা গ্রামে ৫ শতের অধিক ও ৫৭৬৪ খানা গ্রামে ৫০০ শতের অপেক্ষা ন্যূন লোক বাস করে।

সদর মহকুমায় ২৬৪৮ খানা গ্রাম।

কোতালীথানায় ১১ খানা ;—ঢাকা, ব্রাহ্মণ চিরান, চৌধুরী বাজার প্রভৃতি।

কেরাণীগঞ্জ থানায় ৯২৮ খানা গ্রাম। কেরাণীগঞ্জ, হাসলি, সুভাড্যা, তেঘরিয়া, কুণ্ডা, পশ্চিমদি, রোহিতপুর, শাক্তা, কলাতিয়া, মীরপুর, কুর্ম্মীটোলা, ডেমরা, টঙ্গী, বোয়ালী, গাছা, জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর প্রভৃতি।

কাপাসিয়া থানায় ৫৫৫ খানা গ্রাম—কাপাসিয়া, লাখপুর, মামুদপুর, পারলিয়া, ঘরশাল, কালীগঞ্জ, ব্রাহ্মণগাঁও, বলধা, পুবাইল, বরিশাব, উলুসারা, বর্ম্মি, শ্রীপুর, কাত্তরাইদ, টোক চাঁদপুর ইত্যাদি।

নবাবগঞ্জ থানায় ৩০২ খানা গ্রাম—নবাবগঞ্জ, আগলা, মাসাইল, চোরাইল, গোবিন্দপুর, দোহার, নারিষা, মুকযুদপুর, কালীকাপুর, দেবীনগর, মামুদপুর, মৈনট, হোসেনাবাদ, কলাকোপা, নয়াবাড়ী, জয়কৃষ্ণপুর, দাউদপুর ইত্যাদি।

সাভারথানায় ৮৫২ খানা গ্রাম—সাভার, রাজফুল বাড়ীয়া, তেঁতুল ঝোড়া, সোঙ্গর, রোয়াইল, অলকদিয়া, রঘুনাথপুর সুয়াপুর, নান্নর, বালিশূর, গুগুরা, কাটীগ্রাম, আমতা, চৌহাট, যাদবপুর, বলিয়াদি, কালিয়াকৈর, আশুলিয়া, সিমুলিয়া, কাশিমপুর, বিরুলিয়া, ধামরাই, দেবতারপটি ইত্যাদি।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ৭০৬ থানা গ্রাম।

নারায়ণগঞ্জ থানায় ৭০৬ থানা—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্যা, নবীগাঁও বা কদমরসুল, সোণারগাঁও, আমিনপুর, লাঙ্গলবন্ধ, বৈদ্যের বাজার, বারপাড়া হরিহরপুর, আটী, বারদী, লক্ষ্মীবারদী, মুড়াপাড়া, রুকসি, দোপতারা, বানিয়াপাড়া প্রভৃতি।

রূপগঞ্জ থানায় ৮০১ থানা গ্রাম—রূপগঞ্জ, মাঝিনা, নোয়াগাঁও, সাবাসপুর, পিতলগঞ্জ, পসি, ব্রাহ্মণকীর্ত্তি, বিরাব, আড়াই হাজার, মনোহরদি, সুলতানসাহাদি, পাঁচদোনা, শিলমদ্দি, নরসিংদি, হোসেনহাটা, দাসপাড়া ইত্যাদি।

রায়পুরা থানায় ৬৭১ থানা গ্রাম—রায়পুরা, আমিরাবাদ, রামনগর, মামদাবাদ, বেলাব, গোতাঁলিয়া, চালাকচর, নরেন্দ্রপুর, মনোহরদি, সিমুলিয়া, একদোয়ারিয়া, জয়নগর, পুঁঠিয়া, চক্রধা, শিবপুর ইত্যাদি।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ৯৭৮ থানা গ্রাম।

মুন্সীগঞ্জ থানায় ৫৪৮ থানা—মুন্সীগঞ্জ, পঞ্চসার, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গীবাজার, মীরকাদিম, রামপাল, বেতকা, গাইদপাড়া, কৈচাল, আউটসাহী, সোণারং, বজ্রযোগিনী, কেওর, ছলিমপুর, বালিগাঁও, পুড়াপাড়া, আড়িয়াল, সিমুলিয়া রাউতভোগ, বাথিয়া, কলমা, কালাদিয়া, পাঁচগাঁও, ভরাকৈর, স্বর্ণগ্রাম, মূলচর, বিদগাঁও, গাউপাড়া, তেলীবাগ, বামুরী, হাসাইল, রাজাবাড়ী, বহর, ঘোষের পুকুরপার, বলাসিয়া ইত্যাদি।

শ্রীনগর থানায় ৪৩০ থানা গ্রাম ;—শ্রীনগর, শ্যামসিদ্ধি, মাঝপাড়া, ষোলঘর, বাৰৈখালি, শেখরনগর, রাজনগর, কুচিয়ামোরা, হাসারা, টোলবাসাইল, রশুনিয়া, কেয়টখালি, তাজপুর, কোলা,

সিরাজদিখা, সিরাজদি, চন্দনভোগ, ইছাপুরা, সিয়ালদি, মাল খানগর, মালকদিয়া, পশ্চিমপাড়া, মধ্যপাড়া, জৈনসার, আটপাড়া, ঘোষদি, কুকুটীয়া, বেলতলি, খিদিরপাড়, বেজগাঁও, কনকসার, ব্রাহ্মণগাঁও, লোহজং, হলদিয়া, কুমারভোগ, কউরহাটী, ভাগ্যকূল, বাঘরা, মেদিনীমণ্ডল, দোগাছি, কাটিয়াপাড়া ইত্যাদি।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ১৪৬১ খানা গ্রাম।

মাণিকগঞ্জ থানায় ৫৯৪ খানা—মাণিকগঞ্জ, জাগির, খনকুড়া সাতুরিয়া, বালিয়াটী, দড়গ্রাম, ছনকা, সিমুলিয়া, তিল্লি, উথলি, গড়পাড়া, বেতিলা, বনখুরা, নবগ্রাম, হাটীপাড়া, বলধরা, বায়রা, মিতরা, মও, আটীগ্রাম, সিঙ্গাইর, জয়মণ্ডপ, বানিয়ারা চান্দহর প্রভৃতি।

ঘিওর থানায় ৫২৭ খানা গ্রাম—ঘিওর, পৈলা, মীরপুর, খলসি, জাফরগঞ্জ, তেওতা, বরাদিয়া, উথুলি, শিবালয়, আরিচা, ইলিচপুর, রাজখাড়া, উলাইল, কর্ণপুর, বুতুণী, বুতুলী, বালিয়াজুরি, তরা প্রভৃতি।

হরিরামপুর থানায় ৩৪০ খানা গ্রাম—হরিরামপুর, লেছরাগঞ্জ, নটাখোলা, লক্ষ্মীকোল, কাঞ্চনপুর, মালুচি, ঝিটকা, নালী, বয়রা, মাণিকনগর, কালিকাপুর প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক স্থান।

ঢাকা জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সকল গ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষগুলি ঢাকার প্রাচীন বিভবের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়।

ঢাকা—প্রাচীন মুসলমান রাজধানী।

মাধবপুর—যশপালের রাজধানী।

কাটীবাড়ী—হরিশচন্দ্র পালের রাজধানী।

কাপাসিয়া—শিশুপালের রাজধানী।

ইদ্রিকপুর (মুন্সীগঞ্জ) মুসলমান দুর্গ।

বল্লালবাড়ী বা রামপাল সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী।

সোণারগাঁও প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজধানী।

ত্রিবেনী, একডালা, কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ দরদরিয়া, সোনাকান্দি, গণকপাড়া, গৌরী-পাড়া প্রভৃতি। } মুসলমান দুর্গ।

রাজাবাড়ী—চাঁদরায় কেদাররায়ের নির্ম্মিত মঠ।

সপ্তম অধ্যায়।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য।

ভূমি ; ভূমির প্রকার ভেদ ; কৃষি ; আবাদি ও অনাবাদি ভূমি ; ফসল ; ধান্য ; পাট ; অন্যান্য ফসল ; খনি ; বাণিজ্যোপযোগী হাট-বাজার ; মেলা ; আমদানী রপ্তানী ; আমদানী রপ্তানীর তালিকা ; ইতর-প্রাণী ; গৃহপালিত পশুপক্ষী ; বন্য পশু ; পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি ; উদ্ভিদ। বস্ত্রশিল্প—মসলিন ; মসলিনের বিভিন্ন নাম ; কাসিদা ; জামদানী ; ছিট ; মসলিনের ব্যবসায় ; ব্যবসায়ে অধঃপতন ; মসলিনের আড়ং ; দাদনে অত্যাচার ; অন্যান্য বস্ত্র ; সোনারূপার কাজ ; শঙ্খের কাজ ; অন্যান্য শিল্প। ভূমির স্থানীয় মাপ ; স্থানীয় ওজন ও পরিমাণ।

ভূমি।

এই জেলার ভূমি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; পাহাড়িয়া বস্তি ও পয়বস্তি। জেলার উত্তর ভাগের জমি পাহাড়িয়া বস্তি—স্থানে স্থানে লৌহকঙ্করময় এবং স্থানে স্থানে আঠাল ও লাল বর্ণ। জেলার দক্ষিণ ভাগের ভূমি নিম্ন বা পয়বস্তি। এই সকল জমি বর্ষার সময় কোন কোন স্থানে দুই ফুট হইতে ১৪ ফুট পর্য্যন্ত জলের নীচে থাকে।

ভূমির প্রকার ভেদ।

এই সকল জমি তিন প্রকারের। (১) উচ্চভূমি, (২) অপেক্ষাকৃত, নিম্নভূমি ও (৩) জলাভূমি। উচ্চভূমিতে ছন, পাট, কার্পাস, ইক্ষু ও হৈমন্তিক ধান্য,

শীতকালীয় ফসল, সরিষা, কলাই প্রভৃতি জন্মে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে রোয়া ধান ও অতি নিম্ন বা জলাভূমিতে বোর ধান, আমন ধান ও আউস ধান প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

কৃষি। এই জেলার ভূমি কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযোগী। মুসলমান শাসনকালে ভূমিতে প্রজা বা তালুকদারের স্বত্ব স্থির না থাকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি ছিল না। তৎকালে এতদ্দেশের প্রায় ⅓ ভূমি অনাবাদি ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূমির এইরূপ দুরবস্থা ছিল। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে দেশীয় কৃষকদিগকে "তাগাবি" ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাহারাও গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ পাইয়া উৎসাহে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও বহু ভূমি আবাদ করিতে থাকে।

১৭৯৭ সনে এ জেলায় বিলাতী আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। রেভিনিউ বোর্ড হইতে ঢাকার কালেক্টর নিকট বিলাতী আলুর বীজ আসিলে কালেক্টর গ্রামে গ্রামে তাহা বিতরণ করেন এবং বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়া কৃষকদিগকে বিলাতী আলুর চাষ করিতে বাধ্য করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। নীলের চাষ অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এই জেলায় অনেকদিনে পূর্ব্বে চার চাষের পরীক্ষা হয়। গণি মিঞা (তখন নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) তাঁহার বেগম বাড়ীর (বেগুণ বাড়ী) বাগানে ও কালীনারায়ণ রায় (তখনও

রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) ভাওয়ালে চার চাষ করেন। বেগুণবাড়ীর ৩০ বিঘা জমিতে কাছাড়ী বীজ দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছিল। ভাওয়ালের জমিদার মাত্র এক একর জমিতে চার চাষ করিয়াছিলেন। তথায় ভাল ফল হয় নাই।

বিগত ১৯০১-১৯০২ সনে এ জেলার কত জমিতে কি ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আবাদ ফসল	মোট জমি।
ধান্য	৯০১৭০০ একর
বার্লি	২২০০ ,,
কলাই ও অন্যান্য	১০১২০০ ,,
তিসি	৫১০০ ,,
তিল	১৩৮০০ ,,
সরিষা	৯৪০০০ ,,
অন্যান্য তৈলিক ফসল ...	৩৩৫০০ ,,
মসল্লা-লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি ...	১৭৩০০ ,,
ইক্ষু	১৯৯০০ ,,
পাট	১৬৫০০০ ,,
তামাক	৯৫০০ ,,
বাগানের ফসল—শাকসবজি ...	১৯৮০০ ,,
অন্যান্য খাদ্য ফসল ...	৪৪২০০ ,,
ফুল বাগান প্রভৃতি ও অখাদ্য গাছপালা	১০১০০ ,,
মোট	১২০৮৮০০ একর

এই বার লক্ষ আট হাজার আট শত একর জমির ২২৮৫০০ একর জমিতে দুই ফসল করা হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার মোট জমি ঐ সময় ১৭৮০৪৩০ একর ছিল। এই জমির মধ্যে আবাদি জমি ব্যতীত ৪৯০০০০ একর একেবারে আবাদের অযোগ্য ও ৮১৬৮০ একর আবাদের যোগ্য অবস্থাতেও পতিত ছিল।

আবাদি ও অনাবাদি ভূমি।

১৯০৩-০৪ সনে এই জেলায় কত জমি আবাদি ও কত জমি অনাবাদি ছিল; তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিভাগ	মোট জমি।		আবাদি।	আবাদের যোগ্য পতিত।	অনাবাদি
সদর—	১২৬৬	বর্গ মাইল	৮০৮	৫০	৪০৮
নারায়ণগঞ্জ—	৬৪১	„	৪২২	৩০	১৮৯
মুন্সীগঞ্জ—	৩৮৬	„	২৭৩	২১	৯২
মাণিকগঞ্জ—	৪৮৯	„	৩৭৬	২৬	৮৭
মোট	২৭৮২	„	১৮৭৯	১২৭	৭৭৬

এই আবাদি জমির শত করা ১৯ ভাগ জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা হয়।

তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে মোট জমির ও আবাদি জমির পরিমাণ সদরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। অনাবাদি জমির পরিমাণও সদর বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং মাণিকগঞ্জে সর্ব্বাপেক্ষা কম। মোটের উপর সদর বিভাগে ২/৩ অংশ আবাদি ও ১/৩ অংশ অনাবাদি রহিয়াছে। সদর মহাকুমার অনাবাদি জমির পরিমাণ এত অধিক হইবার কারণ—ভাওয়ালের জঙ্গল। অন্যান্য স্থানের অনাবাদি জমি অধিকাংশ খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অধিকৃত রহিয়াছে।

এই আবাদি জমির কত ভূমিতে কি ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল।

ফসল।

ধান্য	১৩৯০	বর্গ মাইল
পাট	২৬৭	"
কলাই	১৫৭	"
সরিষা প্রভৃতি	১৪৬	"
মোট	১৯৬০ *	বর্গ মাইল

এই জেলার প্রধান ফসল ধান্য। ১৩৯০ বর্গ মাইল জমিতে ধান্যের চাষ হয়। ধান সাধারণতঃ তিন প্রকার (১) বোর, (২) আউস, ও (৩) আমন। এই তিন প্রকার ধান্যকে যথাক্রমে বৈশাখী, শ্রাবণী (আশু) ও অগ্রহায়ণী (হৈমন্তিক) ধান্য বলে।

কৃষি বা চাষের প্রণালী প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। হৈমন্তিক

ধান্য।

ধান্য এই জেলায় দুই প্রকারে উৎপন্ন করা হয়। (১) নিম্ন জল মগ্ন স্থানে ধানের বীজ ছড়াইয়া বুনিলেই তাহা হইতে চারা হইয়া ধান হয়। ঐ ধানকে বাওয়া ধান বলে। বাওয়া মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমায় প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ধান জলে হয়। জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাও বড় হয়। এই চারা ২৪ ঘণ্টায় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। হঠাৎ অত্যধিক জল হইয়া চারা ডুবাইয়া ফেলিলে ফসল ও চারা নষ্ট হইয়া যায়। ১২ ফিট জল যে মাঠে হয় সে স্থানেও এই ধানের বীজ বপন করা হয়। (২) জেলার উত্তর ও পূর্ব্বভাগে হৈমন্তিক ধান্য হয়; হৈমন্তিক ধান প্রথম এক-

* কোন কোন জমিতে দুই ফসল হয়। ঐ জমি দুইবার গণিত হওয়ায় জমির মোট পরিমাণ ৮১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে।

ক্ষেত্রে বপন করা হয়। ঐ ক্ষেত্রে চারা হইলে, ঐ চারা উঠাইয়া ক্ষেত্রান্তরে একটি একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রোপন করিতে হয়। এই রোপিত চারার উৎপন্ন ধানকে রোপ বা রোয়া ধান বলে। বোর ধানও এইরূপে রোপন করিতে হয়। বোর ধান তিন প্রকার—(১) বোর, (২) লিপা বোর ও (৩) সাইটা বোর। উড়ি বা ঝড়া ধান নামক আর এক প্রকার ধান এবং চিনা কাওন প্রভৃতি বিল ও জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়।

পাট।

ধানের পর প্রধান ফসল পাট। ১৮৭২।৭৩ সনে ঢাকায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পাটের চাষের জন্য Experimental Farm স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পাটের চাষে ২৬৭ বর্গ মাইল জমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জেলায় তিন প্রকার পাটের আমদানী হয়। (১) করিমগঞ্জী, (২) বাকেরাবাদী ও (৩) ভাটীয়াল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইত, এখন তাহার চতুর্গুণ জমিতে তাহার চাষ হইয়া থাকে। ১৮৫৫ সনে নারায়ণগঞ্জে পাটের মণ ১।০ ছিল। ঐ সনে নারায়ণগঞ্জে মাত্র ৭০ হাজার মণ পাটের কারবার হইয়াছিল এবং এই ৭০ হাজার মণ পাটের কারবারই অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ সনে পাটের মূল্য ২॥০ টাকা মণ হয়। বর্ত্তমান সময় ৭॥০ হইতে ১০৲ মণ চলিতেছে। এখন প্রায় ৫০ হাজার টন পাট এ স্থান হইতে রপ্তানী হয়।

অন্যান্য ফসল।

কলাই, সরিষা, তিল প্রভৃতি লক্ষীয়ার তীরে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মীরকাদিমের পান প্রসিদ্ধ। রামপালের কলা অতি বৃহৎ ও সুস্বাদু। ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি জেলার উত্তর ভাগে অল্পাধিক

পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চেরাপুঞ্জির আলু কলাটিয়ার হাটের নিকট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে এ জেলার উত্তর ভাগে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। সোনারগাঁও, কাপাসিয়া, টোক প্রভৃতি মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী স্থানেও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। ১৮৪৮ সনে ও তৎপরে এখানে আমেরিকান তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টা সুফল প্রসব করে নাই। এখন ভাওয়ালে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হইতে পারে, সেইজন্য ভাওয়ালের রাণী বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। নীল ও কুসুম ফুলের চাষ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে হইত। কুসুমফুলের রংএর মূল্য মণ প্রতি ১০৲ টাকা ছিল, ইহা সর্ব্বত্র রপ্তানী হইত। বিলাতি এনিলিন রং প্রচলিত হওয়ার পর কুসুমফুলের রংএর মূল্য ১০০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকায় নামিয়া যায়। ক্রমে ইহার চাষ এ জেলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। জেলার উত্তর ভাগে অপর্য্যাপ্ত কাঁঠাল হয়। আম সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। জাগিরহাঠে প্রচুর তামাক পাওয়া যায়, ঐ তামাক রংপুরী তামাক।

ঢাকায় প্রচুর সন উৎপন্ন হইত। ১৮০৬ সনে ঢাকার কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট মাত্র ৭০ হাজার মণ সন ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলা হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৮ সনে গবর্ণমেণ্ট ঢাকা জেলার কৃষকদিগকে সনের চাষ করিতে অনুরোধ করেন। এর পর ঢাকায় প্রচুর সনের চাষ হইয়াছিল।

মরিচ, হরিদ্রা, আদা প্রভৃতি সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে অধিক উৎপন্ন হয়। জেলার দক্ষিণভাগে নারিকেল পাওয়া যায়।

ভাওয়াল পরগণায় পূর্ব্বে সনবানিয়া নারিকেল প্রচুর হইত। এই নারিকেলে হুক্কার খোল প্রস্তুত হয়। ঢাকায় বিলাতী শাক সবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জলা ভূমিতে মাখনা পাওয়া যায়। মধু ও মোম ভাওয়ালে পাওয়া যায়।

খনি।

বর্ত্তমান সময় এ জেলায় কোন খনি দেখা যায় না। আকবর সাহের রাজত্ব সময় এই প্রদেশে লৌহখনি ছিল। ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়ে স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহচূর্ণ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সনে ৺দীননাথ সেন মধুপুরের বনভূমি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই স্থানে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। দীননাথ বাবুর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থান পরিদর্শন জন্য রাসায়ণিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাসায়ণিক পরীক্ষকও দীননাথ বাবুর মতের সমর্থন করেন। বেলাবর নিকট ২।৩টী লৌহ স্তূপ আছে।

বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি এ জেলার বাণিজ্যোপযোগী প্রধান হাট বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সদর বিভাগে—সদর, মীরপুর, সাভার, ধামরাই, ডেমরা, পলাস ভাড়ারিয়া, বক্সি, টোকচাঁদপুর, কলাকোপা, গালিমপুর প্রভৃতি।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার, হাজিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুন্সীরহাট, নরসিংদী, রায়পুরা, বেলাব প্রভৃতি।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়—মুন্সীগঞ্জ, মীরকাদিম, লৌহজঙ্গ, ভাগ্যকূল, বহর, হাসারা, শ্রীনগর, ষোলঘর, হলদিয়া প্রভৃতি।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায়—মাণিকগঞ্জ, জাগীরহাট, তেওতা, জাফরগঞ্জ প্রভৃতি।

এ জেলায় অনেকগুলি সাময়িক মেলা হয়। তন্মধ্যে মুন্সীগঞ্জের নিকট বারুণীর চরের কার্ত্তিক বারুণীর মেলা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মেলা ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে জমিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই মেলা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হইত। এখন অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত থাকে। এই মেলা হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের ব্যবসায়িগণও মালপত্র ক্রয় করিয়া নিয়া থাকে। অনেক ব্যবসায়ী বৎসরের মালও এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। এত বড় মেলা এতৎপ্রদেশে আর নাই। এই মেলায় প্রায় সহস্রাধিক দোকান খোলা হয় এবং ৩০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয়। মেলার সময় প্রচুর চোর, জুয়াচোর ও গাঁইট কাটার আমদানী হয়। ইহাদিগের দমনের জন্য মেলার সময় মেলা স্থানে বিশেষ পুলিস পাহারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোক ও ২০।২৫ হাজার নৌকা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেলা।

কার্ত্তিক বারুণীর পর লাঙ্গলবন্দের ও পঞ্চমীঘাটের অশোক অষ্টমী মেলা। অশোক অষ্টমী দিন ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য লাঙ্গলবন্দে বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু যাত্রিক আসিয়া থাকে। এই যাত্রিক সমাগম উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ মেলা জমিয়া থাকে। এই মেলা সমূহের মধ্যে লাঙ্গলবন্দের মেলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মেলা ২।৩ দিনমাত্র স্থায়ী হয় এবং গড়ে তাহাতে প্রায় ২৫০০০ লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এরপর মাণিক-

গঞ্জের দোল মেলা ও ধামরাইর রথ মেলা যথাক্রমে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ও রথপূর্ণিমা উপলক্ষে আরম্ভ হইয়া ১০।১৫ দিন স্থায়ী হয়। লৌহজঙ্গ ঝুলন মেলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে স্থানে স্থানে চড়ক ও নীল পূজার মেলা হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় মাণিকগঞ্জে মেলা হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকায় বিশেষভাবে মেলা না জমিলেও বহু লোকের সমাগত হয় এবং বহু জিনিস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৮৬৪ সনে ঢাকায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল।

১৮৭৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে মহারাণী ভারতেশ্বরীর উপাধি গ্রহণ স্মরণার্থে বৎসর বৎসর ঢাকায় শিল্প প্রদর্শনী হইত। স্বর্গীয় নবাব আছানউল্লা বাহাদুর মেলার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

উল্লিখিত হাটবাজারগুলি হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে পাট রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় রপ্তানী জিনিসের মধ্যে পাটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

আমদানী রপ্তানী।

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও পদ্মার তীরবর্ত্তী, বড় বড় বাজারগুলি এ জেলার প্রধান আমদানী রপ্তানীর স্থান। চট্ট-গ্রামের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকায় ১৮৭৯-৮০ সনে নারায়ণগঞ্জ Sea Custom Act অনুসারে স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।* নারায়ণগঞ্জের ন্যায় কারবারের স্থান পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই। নারায়ণগঞ্জে এবং উপর্য্যুক্ত স্থান সমূহে আসাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ হইতে পাট, যশোহর, তারপুর ও গাজিপুর হইতে

* ১৯০৬ সনের ১২ই মে তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে নারায়ণগঞ্জ পোর্ট উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহা চট্টগ্রামের অধীন বন্দর।

চিনি, শ্রীহট্ট হইতে চূণ, কমলা ও কমলা মধু আসাম এবং রংপুর হইতে কাষ্ঠ, রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আরাকান হইতে কার্পাস, ত্রিপুরা হইতে সুপারি ও মরিচ, দক্ষিণ হইতে নারিকেল, ময়মনসিংহ হইতে চামরা, পনির, * আবির, ব্রহ্মদেশ হইতে সেগুন কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, গোলমরিচ, মোম, কেরোসিন তৈল ও চাউল, আসাম হইতে এণ্ডি, তসর ও মুগার কাপড়, পাটনা হইতে নানাবিধ কলাই, বাকরগঞ্জ হইতে বালাম চাউল, কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার মনোহারী জিনিস, মদ, কেরোসিন তৈল, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা, চাউল, চিনি, ব্যবহারের জিনিস—ছাতা, জুতা, কাপড়, সুতা, ইত্যাদি, লঙ্কাদ্বীপ ও মালাবর হইতে শঙ্খ প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

পাট, চামড়া, ঢাকাই বাংলা সাবান, শাঁখা ও রৌপ্যালঙ্কার, পণির, বাসনপত্র, ঢাকাই বস্ত্র প্রভৃতি এ জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। মাণিকগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ও মীরকাদিমে ভাল তৈল প্রস্তুত হয়।

মীরকাদিমের পান পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে রপ্তানী হইয়া থাকে। সুপারি এ জেলা হইতে আসাম ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়।

ভাওয়ালের গড় হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে গজারি কাষ্ঠ বাহির হইয়া থাকে। ঐ সকল কাষ্ঠ বর্দ্ধির ঘাটে ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্দ্ধি লক্ষীয়ার তীরে অবস্থিত।

---

* এই পণির ঢাকা 'চিজ' (cheese) বলিয়া পরিচিত। ইহা তুর্কী স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে পড়ে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ অধিক।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে চাউল আমদানীর প্রয়োজন হইত না। এখন প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী হইয়া থাকে। এই চাউল আমদানী এখন সময়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা।

গত বৎসর (১৯০৮-০৯) এই জেলা হইতে চট্টগ্রাম, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের পূর্ব্বভাগ, কলিকাতা ও অন্যান্য জেলায় কোন কোন জিনিস কত মণ রপ্তানী হইয়াছে, তাহার এবং ঐ সকল স্থান হইতে এই জেলায় কোন কোন জিনিস কত মণ আমদানী হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

দ্রব্য		চট্টগ্রাম	পূর্ব্বদিক	কলিকাতা	অন্যান্য স্থান	মোট
কয়লা	রপ্তানী	—	—	১২১৪ মণ	—	১২১৪
	আমদানী	—	—	১৯৬০৪০৭	—	১৯৬০৪০৭
তুলা	রপ্তানী	—	১২০ মণ	২৭২০৮	—	২৭৩২৮ মণ
	আমদানী	১২৫৩৫ মণ	৯৬৭৫ মণ	১১৯২ মণ	—	২৩৪০২ মণ
বিলাতী সূতা	আম	২১ মণ	—	২৪৯৫৭ মণ	—	২৪৯৭৮ মণ
দেশী সূতা	রপ্তা	—	১১১	৫৭	—	১৬৮
	আম	—	—	৫৫৩৭	—	৫৫৩৭
বিলাতী বস্ত্র	রপ্তা	—	১০০৫	—	১	১০০৬
	আম	—	—	৯৩৬৫৪	৫২	৯৩৭০৬
দেশী বস্ত্র	রপ্তা	—	২৭০০	৬	—	২৭০৬
	আম	১০৭৬	২০২৬	৩৬৬৭৮	১৯৮	৩৯৯৭৮
ধান্য	রপ্তা	—	১১৫০	২১২	২০২	১৫৬৪
	আম	৭০	৩৮৯২	৬৫৫৪	১০৮৩	১১৫৯৯

দ্রব্য		চট্টগ্রাম	পূর্ব্বদিক	কলিকাতা	অন্যান্য স্থান	মোট
চাউল	রপ্তা	—	২৪০৬৬৪	১৩৮৭৮	২৮৭	২৫৪৮২৯
	আম	৬০৮৮	৫৪৫৫০	৪২৮২৫	৩৩৯	১০৩৮০২
চামড়া	রপ্তা	—	৩৯	৮৩৩৪২	—	৮৩৩৮১
	আম	১৭০১	১৬৪০৬	৩৫	৩৮	১৮১৮০
ভেড়া প্রভৃতির চাম	রপ্তা	—	৩৮	৭২৯০	—	৭৩২৮
	আম	১০৯	২৩৪৬	২৫৪	—	২৭০৯
পাট	রপ্তা	৪৭৫৬২০	৮০	৩৪৭৫২৮১	৪৬২৫৭৮	৪৪১৩৫৫৯
	আম	—	৭২৩০০১	২৩৯	২৭	৭২৩২৬৭
লৌহ ও লৌহ সামগ্রী	রপ্তা	১০৫	১৯১৫৬	৬৫০	২১২	২০১২৩
	আম	৫৪২৩	১৪৩২	৩২৮৩৭৪	৫৮৮	৩৩৫৮১৭
চূণা ও পাথর চূণ	রপ্তা	১৬	—	৭০	—	৮৬
	আম	—	১০৪৫৭	—	১৯৮	১০৬৫৫
কেরোসিন তৈল	রপ্তা	—	৭৫	—	২৫৬৫	২৬৪০
	আম	—	১৩৭০৫	—	—	১৩৭০৫
তৈল	রপ্তা	—	৭৬৩	১০২	—	৮৬৫
	আম	—	৬৯	৬১৪১৪	—	৬১৪৮৩
তিল, সরিষা	রপ্তা	১১৪৭	৪৯৯	—	১০৭২০	১২৩৬৬
	আম	—	২২৬১২	৬২১	—	২৩২৩৩
লবণ	রপ্তা	—	৭২৭২	—	—	৭২৭২
	আম	—	—	৫১০৩১২	—	৫১০৩১২
গুপারি	রপ্তা	—	২৭২৮৪	৩৩৭৩৫	২১	৬১০৪০
	আম	৬৪	১৭৪৭	৯৭৭৬৯	—	৯৯৫৮০
চিনি পরিষ্কৃত	রপ্তা	—	৯৭০১	২২	—	৯৭২৩
	আম	—	—	১৬০১৯৩	৪৯	১৬০২৪২
চিনি অপরিষ্কৃত	রপ্তা	—	১০৩১৯	—	—	১০৩১৯
	আম	—	২২২	১৩৪৯২৫	৬০২০	১৪১১৬৭
ভারতীয় চা	রপ্তা	—	—	—	—	—
	আম	—	১১	৪১৬	—	৪২৭
তামাক	রপ্তা	—	২২৬৫	১৩০	—	২৩৯৫
	আম	৯৭	৫৬৪০	২৬৮২	৩২২৯	১১৬৪৮

মোট { রপ্তানী দ্রব্য ৪৯২০১২২/ মণ
আমদানী দ্রব্য ৪৩৭৫৮১৮/ মণ

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পাট, তুলা, চাউল ও চামরার পরিমাণ আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা অধিক। অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যের আমদানী পরিমাণ অধিক।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে (১৯০৩-০৪ সনে) রেল ও জাহাজে কলিকাতা হইতে প্রধান প্রধান কি কি জিনিস কত আমদানী হইয়াছে ও প্রধান প্রধান কি কি জিনিস কত এই জেলা হইতে কলিকাতায় রপ্তানী হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রধান প্রধান রপ্তানী জিনিস।	
চাউল	৩০৩৭২ মণ
ধান	২৫৫ মণ
যব গম প্রভৃতি	২৭২৪ "
কলাই, দাল প্রভৃতি	১৩৮৭ "
পাট	৩২০১৭৭৯ "
ছালা	৫৭০৯০টা
তিল ও তিসি	১৫১৫৫ মণ
সরিষা	৭২২০ মণ
ভারতীয় চা	৭ মণ
কার্পাস	৩২৬৭২ "
নীল	২ "
চিনি	১৪৪ "
তামাক	১২৬ "

প্রধান প্রধান আমদানী জিনিস।		
কার্পাস বস্ত্র	(বিলাতী)	৬৬২৮১৫২,
"	(দেশী)	৪৮০১,
সুতা	(বিলাতী)	২৭৫৫৫,
"	(দেশী)	৭৪৭,
লবণ		৫৮৬৪৮৩,
কেরোসিন তৈল		২৯৩৩[illegible]
ছালা		১৩৮১৮৫টা

শিল্প।

বস্ত্রশিল্প, রৌপ্যালঙ্কারের কারুকার্য্য এবং শঙ্খনির্ম্মাণ নৈপুণ্যের জন্য ঢাকা সুপ্রসিদ্ধ।

বস্ত্রশিল্প—মসলিন।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প একদিন জগতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইয়োরোপের গৃহে গৃহে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। ধনী মহিলাগণ মসলিনের সুচিক্কণ পোষাকে তাঁহাদের পরিচ্ছদ-ভূষিত-অঙ্গ আপাদমস্তক ঢাকিয়া ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ঢাকাই মসলিনের শিল্প-নৈপুণ্য এত সূক্ষ্ম যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভ্রমণকারী ট্রাভার্নিয়ার লিখিয়াছেন, পারস্যের দূত মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে পারস্যের সাহকে উপহার প্রদান জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন একটি অতি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১ গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মসলিন জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীয় ছিদ্র দ্বারা এদিক ওদিক নেওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ এক খণ্ড মসলিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০৲।৫০০৲ টাকা বিক্রয় হইত। নুরজাহান বেগম ঢাকাই মছলিনের প্রভূত আদর করিতেন। সম্রাট্ জাঁহাঙ্গীর প্রিয়তমা পত্নীর জন্য অগণিত অর্থ ঢাকাই মসলিনের জন্য ব্যয় করিতেন। এরপর সাহাজাহান ও ঔরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন দিল্লীর অন্তঃপুরে একচেটিয়া করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে মসলিন ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া না যাইতে পারে, তাহার জন্য রাজকীয় আদেশ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ঢাকাই মসলিন বিভিন্ন নমুনায় প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। যথা—সঙ্গতি, সরবতি, ঝুনা, আবরুয়া, সরকারআলি, সব্‌নম্‌, মলমলখাস, রং, বদনখাসা, আলবল্লা, তনজেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরকন্দ, ইত্যাদি। এই সকল নামের অবশ্যই বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

মসলিনের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

আবরুয়া জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া থাকে। জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া বুঝা সুকঠিন। সব্‌নম্‌ ঘাসের উপর রাখিলে শিশির পাতে ঘাসের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঘাস বলিয়া ভ্রম হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরীক্ষাচ্ছলে একখানা সব্‌নম্‌ বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর মেলিয়া রাখিয়াছিলেন, একটা গরু ঘাস খাইতে খাইতে ক্রমে সেই বহুমূল্য বস্ত্রখানাও উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

ঢাকার বুটা তোলা মসলিন 'কাসিদা' নামে পরিচিত। কাসিদা এক সময় আরব দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে নীত হইত এবং তদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের পাগ্‌ড়ীরূপে ব্যবহৃত হইত। কাসিদা প্রায় ৫০।৬০ প্রকারের প্রস্তুত হইত এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কাসিদা রেসম মিশ্রিত। নবাবি আমলে এক একখানা রেসমী কাসিদা ৪।৫ শত টাকায় বিক্রয় হইত। কেবল সুতা দ্বারা যে কাসিদা প্রস্তুত হয়, তাহা "চিকন" নামে অভিহিত হয়। ১৮৪০ সনে কাসিদার মূল্য ৫০৲ হইতে ৮০৲ ছিল, তখন অবশ্য নবাবী আমলের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাসিদা প্রস্তুত হইত

কাসিদা।

না। ঐ সনেও (১৮৪০) ১২০০০০ খণ্ড কাসিদা বস্ত্র ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। এর পঞ্চাশ বৎসর পর ১৮৯৫ সনে ও ৯০০০০৲ টাকার কাসিদা ঢাকা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ২৫০০০০ টাকার মাল আরবদেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান সময় ঢাকা হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার কাসিদা বস্ত্র বৎসর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখন এক একখানা কাসিদার মূল্য ৮৲ হইতে ৫০৲ টাকা। কাসিদার কারুকার্য্য সহরের উপকণ্ঠের সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাগর প্রভৃতি স্থানের মুসলমানি স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকেন।

জামদানী।

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত মসলিনের নাম জামদানী। জামদানী ও বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তুত হইত। যথা—কারেলা, তোড়াদার, বুটীদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজরা, ছাওয়াল, দুবলী জাল, মেল ইত্যাদি। এক একখানা জামদানী ২৫০৲ হইতে ৪৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত।* এখন ২০০৲ মূল্যের কয়েকখানা বস্ত্রমাত্র প্রতি বৎসর ত্রিপুরার মহারাজ:ও অন্যান্য সম্রান্ত পরিবারের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ৪০০৲ টাকা মূল্যের জামদানী ও প্রস্তুত হয়।† ১৮৮৪ সনে ৩৫০০০৲ টাকার ১৮৮৬ সনে ৪৫০০০৲ টাকায় ১৮৮৭ সনে ২৮৭০০০৲ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

---

* সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্য ২৫০৲ টাকায় এক একখানা জামদানী প্রস্তুত হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজাখাঁর জন্য প্রত্যেক থান ৪৫০৲ টাকা করিয়া পড়িত।

† Historical Acct. of Cotton. Manufacture and Mr. G. N. Gupta's Report.

এখন প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকার অধিক এই বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। নাস্তি, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, কাচপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানেও জামদানী প্রস্তুত হয়। ঐ সকল স্থানের প্রস্তুত বস্ত্র সহরে প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ছিট।

মসলিনের নানা রকম ছিটও প্রস্তুত হইত। ঐ সকল ছিট নন্দনসাহি, আনারদানা, কবোতারখোপ, সাকুতা, পাছাদার, কুণ্ডিদার প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।

মসলিনের ব্যবসায়।

১৬৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাই মসলিন সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতে ফরাসী, ইংরেজ ও দিনেমারগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করিয়া মসলিনের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকার সেই উন্নত সময় ঢাকা হইতে বৎসর ক্রোড় টাকার মসলিন কেবল ইয়োরোপেই রপ্তানী হইত। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর বাদসাহ ও বেগমদিগের জন্য এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও আমীর উমরাওগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। ১৭৮৭ সন পর্য্যন্ত ইয়োরোপে ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ সমভাবে মসলিনের ব্যবসায় চলিয়াছিল। ইহার পর হইতে ঢাকাই বস্ত্রশিল্পের অধঃপতনের সূচনা হয়।

ব্যবসায়ে অধঃপতন।

১৭৮৫ সনে কলের সুতার আমদানী হয়। এই সুতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মসলিনের বাজারও মন্দা পরিয়া যায়। ঐ বৎসরমাত্র ৫ লক্ষ থানা বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। ১৮০০ সনে কোন কোন ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী হইবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হয় এবং ১৮০১

সনে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৮০৭ সনে মাত্র ৮½ লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র ইয়োরোপে রপ্তানী হয় এবং ১৮১৩ সনে ৩½ লক্ষ টাকার মসলিন ইয়োরোপে যায়। ইহার পর ১৮১৭ সনে ঢাকার ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি উঠিয়া গেলে, ঢাকাই বস্ত্রের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২১ সনে বিলাতী চিকন সূতার আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে দেশী সুতাও অচল হইয়া পড়ে। ১৮২৫ সনে মিঃ হাসকিসেন বস্ত্রের মাশুল ১০৲ দশ টাকায় হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু এ অসাময়িক অনুগ্রহ, ঢাকার বস্ত্র শিল্পের আর উন্নতি করিতে পারিল না।* অবশেষে ১৮২৮ সন হইতে বিলাতী সুতায় মসলিন প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই অধঃপতনের পরেও ঢাকায় বৎসর প্রায় বিশ হাজার খণ্ড মসলিন প্রস্তুত হইত। টেলার সাহেব লিখিয়াছেন ঐ সময় (১৮৩৮ খ্রীঃ) একখানা ৯ তোলা (১৬০০ গ্রেন) ওজনের মসলিন ১০ পাউণ্ড (তখনকার ১০০৲ টাকা) পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৯০ সনে কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন, "যাহারা বিলাতী সুতায় সাধারণ রকম মসলিন প্রস্তুত করিতে পারেন, ঢাকাতে এখনও এইরূপ ৫০০ ঘর ব্যবসায়ী আছে এবং ২।১টী পরিবারে এখনও সেই সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিনই প্রস্তুত করিতে পারে।" ঢাকার কমিসনার পিকক সাহেব তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আবদুলগনি বাহাদুর প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌সকে উপহার দেওয়ার জন্য যে তিনখানা মসলিন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই তিনখানা সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন

* "This boon came too late."—Clay

সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। এই তিনখানার ওজন ৯½ তোলা মাত্র হইয়াছিল। আকারে এক-একখানা ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ প্রস্থ ছিল।" মিঃ গুপ্তের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায়—উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে এখনও এইরূপ বস্ত্র ঢাকায় প্রস্তুত হইতে পারে।

এখনও ঢাকার মসলিন আফগানিস্থান পারস্ত, আরব ও তুরুস্কে রপ্তানী হইয়া থাকে। তুরুস্কে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে মসলিন রপ্তানী হইত। রুষ-তুরুস্কের যুদ্ধের পর তুরুস্কের রপ্তানীও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ১৮৭৯-৮০ সনে ৮০ হাজার টাকার মসলিন বিক্রয় হইয়াছিল, এরপর ক্রমে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৮১ সনে ২০০০০৲ টাকার মসলিন প্রস্তুত হয়। ইহার অর্দ্ধেক বিক্রয় হয়, অর্দ্ধেক অবিক্রীত থাকে। পর বৎসর, ১৮৮২ সনে ২৫০০০৲ টাকার মসলিন বিক্রয় হয়। ১৮৮৩ সনে মাত্র এক হাজার টাকার এবং ১৮৮৪ সনে পাঁচ হাজার টাকার মসলিন প্রস্তুত হয়। এরপর বৎসর নেপালে ১৫২৮০৲ টাকার মসলিন নীত হয়। ১৮৮৬ সনে বিক্রী আরও কিছু বৃদ্ধি হয়। ঐ সনে ২৭০০০৲ টাকার মসলিন বিক্রয় হয়। তারপর ক্রমে রপ্তানী হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

মসলিনের আড়ং।

ঢাকাই মসলিন বলিয়া যাহা পরিচিত ছিল, তাহা যে কেবল ঢাকাতেই প্রস্তুত হইত তাহা নহে। ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে মসলিন প্রস্তুতের আড়ং ছিল। ঢাকা জেলার মধ্যে সোণারগাঁও, ডেমরা, তীতবদ্ধি, কাপাসিয়া, বাজিতপুর, মুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া, জঙ্গলবাড়ী, কাটাখালি, আবদুল্লাপুর, কলাকোপা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে

কার্পাস শিল্পের আড়ং ছিল। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণকারী রলফ্‌ফিচ্ সোণারগাঁর মসলিনের আড়ং দর্শন করেন। জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর এখন ময়মনসিংহ জেলার অধীন। বাজিতপুর মেঘনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এইখানেই (বাজিৎপুরে) প্রকৃত মলমলখাস প্রস্তুত হইত। এই মলমলখাস কেবল দিল্লীর খাস মহলের বেগমদিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। মলমলখাসের উৎকৃষ্ট ফোটী কাপাস কাপাসহাটা নামক স্থানে উৎপন্ন হইত। এই কাপাসহাটা "মলমলখাস" নামে পরিচিত ছিল।

দাদনে অত্যাচার।

দিল্লীর বাদশাহের বস্ত্র সরবরাহ জন্য তাঁতীরা নিষ্কর তালুক পাইত এবং বিদেশে রপ্তানীর জন্য বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে অগ্রিম দাদন পাইত। অনেক সময় এই দাদন লইয়া তাঁতীদিগের উপর অযথা অত্যাচার হইত। অনেক ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারী ৫০০৲ টাকার মালের জন্য ১০০৲ টাকামাত্র মূল্য প্রদান করিতেন। অথবা এইরূপ দাদন গচ্ছিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁতীরা দাদন না লইলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ঐ দাদন গচ্ছিত করা হইত। বিচারালয়ে গেলে তথায় ইহা অপেক্ষা আরও শোচনীয় পরিণাম হইত। সিরাজউদ্দৌলার সময় রাজকর্ম্মচারীদিগের এইরূপ অত্যাচারে বহু তাঁতী বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোম্পানীর বণিকেরাও এইরূপ অসহনীয় অত্যাচার করিয়া দাদনের টাকা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিত। এইরূপ অত্যাচারে দাদন লইয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইত। পাঁচ শত টাকার মাল এক শত টাকায় দিতে বাধ্য হইত। অনন্যোপায় হইয়া এই সময় বহু তাঁতী নিজ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুলীকর্ত্তন করিয়া

তন্তুধারণের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা ও সম্পত্তিরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীও এই সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া চিরকালের জন্য মসলিনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল।*

অন্যান্য বস্ত্র।

ঢাকায় মসলিন ব্যতীত অন্যান্য বস্ত্রও প্রস্তুত হইত। এই সকল বস্ত্রের নাম বাফতা, বুন্নি, একপাট্টা, জোর, শাড়ী, হাম্মাম, গজি ও ঢাকাই ধুতি। এখনও ঢাকায় ধুতি, গোলাবতন, তনজাব, উড়ানি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিঃ গুপ্তের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অধিক উন্নতি হয় নাই। ঢাকার গোলাবতন বস্ত্র প্রসিদ্ধ। বালিয়াটী, ধামরাই আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের কৃষক-তাঁতীরাও তাহা প্রস্তুত করে। ঢাকা সহরের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা গ্রাম্য ব্যবসায়ান্তরে লিপ্ত গৃহস্থেরা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

স্বর্ণরৌপ্য কারুকার্য্য।

ঢাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের জিনিস ও অলঙ্কার অতি সুন্দর। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কুত্রাপি এইরূপ কারুকার্য্য হয় না। কটকের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণরৌপ্য জিনিসের সহিত ঢাকার জিনিসের এখন সমভাবে তুলনা হইয়া থাকে। বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু মসলিন ব্যবসায়ী তাঁতী

---

* "They have been treated also with such injustice that instances have been known of their cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk."

W. Bolts. (1772)

তাঁত ছাড়িয়া এই ব্যবসায় মনোযোগ প্রদান করিয়াছিল। ঢাকায় বৎসর ৩ লক্ষ টাকার সোনা রূপার জিনিস বিক্রয় হয়।

শঙ্খের কার্য্য।

ঢাকার শাঁখারীরা উৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। শাঁখা সামুদ্রিক শঙ্খ কাটিয়া প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল শঙ্খ লঙ্কাদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, মাদ্রাজ উপকূল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী করা হয়। শঙ্খ নানা জাতীয়। নিম্নে কতকগুলির নাম মূল্য ও কোথায় পাওয়া যায়, তাহা প্রদত্ত হইল।

শঙ্খ	প্রাপ্তিস্থান	মূল্য	
তিতকৌড়ী শঙ্খ	লঙ্কাদ্বীপ	৮৲-১০৲	শতকরা
পটীশঙ্খ	সেতুবন্ধ-রামেশ্বর	৮৲-১০৲	ঐ
জাহাজী	—	৬৲	ঐ
ধলা	—	৪৲-৫৲	ঐ
গড়বাকী শঙ্খ	মাদ্রাজ	৪৲	ঐ

সুরতী, দুয়ানাপটী ও আলাবিলা এই কয় প্রকার শঙ্খ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইগুলি বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়। ঢাকায় কদাচিৎ আমদানী হয়। এই শঙ্খের মূল্যও অধিক; শতকরা ১৫৲-২৫৲।

শঙ্খ দ্বারা শাঁখা, অঙ্গুরী, বালা, ঘড়ির চেন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শাঁখা ও বালা ৵০ আনা হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত জোড়া বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার শঙ্খ সমুদ্র উপকূল হইতে ঢাকায় আমদানী হইয়া থাকে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার শাঁখার দ্রব্য ঢাকা হইতে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ঢাকায় বৃহৎ বৃহৎ কোষ নৌকা ও বজরা প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঢাকার মৃত্তিকা মৃৎশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই মাটীর গাঁথুনীতে বড় বড় দালান প্রস্তুত হইতেছে। ঢাকার কারিকরেরা উৎকৃষ্ট চুণকাম করিতে পারে। এই চুণকাম সায়েস্তাখাঁনি চুণকাম (stucco panelling) নামে প্রসিদ্ধ। নর্থব্রুক হলে এই চুণকামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। জেলার অনেক স্থানে মাটীর জিনিস প্রস্তুত হয়। বিক্রমপুরের কুম্ভকারেরা প্রতিমা নির্ম্মাণে সুদক্ষ। কাচাদিয়ার শম্ভূচন্দ্র সেন উচ্চশ্রেণীর মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ধামরাই কাঁশের বাসন প্রস্তুত হয়। এক সময় জেলার স্থানে স্থানে দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত। কাগজ প্রস্তুতকারকগণ "কাগজী" নামে পরিচিত ছিল। এই কাগজই দেশে ব্যবহৃত হইত। ঢাকায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালা সাবান প্রস্তুত হয়। সহরে একটি সাবানের কারখানা আছে, তাহা "বুল্‌বুল্ সোপ ফ্যাক্টরী"। ঢাকায় বস্ত্র রঞ্জনের ব্যবসায় আছে। লক্ষ্মীবাজার, মালীটোলা ও নবাবপুরের মুচীরা ভাল জুতা প্রস্তুত করে। স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকাই জুতার কাটতি বৃদ্ধি হইয়াছে।* এখানে ৫০০০০৲ টাকা মূলধনে একটি চামরার কারবার ও ২৫০০০৲ টাকা মূলধনে একটি লোহার কারবার স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার স্থানে স্থানে শৃঙ্গের কারবার আছে। ঢাকায় ভাল কাঁচের চুরি প্রস্তুত হইত। ফিরোজাবাদের কাঁচের চুরির কাটতি বৃদ্ধি হওয়ায় ঢাকার চুরির ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে।

অন্যান্য শিল্প।

---

* মিঃ গুপ্ত লিখিয়াছেন, "যে দোকানে পূর্ব্বে ২৫০০০৲ টাকার বিলাতী জুতা আমদানী হইত, তথায় মাত্র ১০০৲ টাকার বিলাতী জুতা আমদানী হয়।

এখানে ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত নানাস্থানে মোজা, গেঞ্জি, সোডা, লেমনেড, তৈল, বরফ প্রভৃতির কল স্থাপিত আছে।

ইতরপ্রাণী।

গৃহপালিত পশুপক্ষী।

গৃহপালিত পশুপক্ষী এ জেলার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। গরু, ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য এ জেলায় মহেশ্বরদীর অন্তর্গত চালাকেরচরের ও মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ঝিটকার হাট প্রসিদ্ধ। পশ্চিমদেশীয় ব্যবসায়ীরা সময় সময় ঘোড়া ও গরু বিক্রয় জন্য লইয়া আইসে। ঢাকাই গরুর ন্যায় গরু বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। এই সকল ঢাকাই গরু ঢাকাই দেওশাল ষাঁড় * দ্বারা উৎপাদিত। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনাইয়াছিলেন ঐ সকল ষাড়ের সন্তানসন্ততি দেওশাল ষাঁড় ও দেওশাল গাভী নামে পরিচিত।† জেলার স্থানে স্থানে ভেড়া পাওয়া যায়। মহিষ দুই প্রকার খাচর ও বাঙ্গর। খাচর অপেক্ষাকৃত ভীষণতর। পালিত মহিষ জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে মেঘনার নিকটবর্ত্তী স্থানে রক্ষিত হয়। গবর্ণমেণ্টের খেদায় ধৃত হস্তী সমূহ গবর্ণমেণ্ট 'পিলখানায়'

---

* ১৮৬৪ সনের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকার জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের দেওশাল ষাঁড় বাঙ্গালার গো-কুলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

† সায়েস্তা খাঁ এই গরু প্রতিপালন জন্য দেওশালী চাকর আনিয়াছিলেন। ঐ দেওশালী চাকরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নামও দেওশাল গাভী, দেওশাল ষাঁড় হইয়াছে। এই দেওশালী গোপালবংশধরেরা এখন আহির গোয়ালা নামে পরিচিত। ঢাকায় এই আহির গোয়ালার সংখ্যা প্রচুর।

আনিয়া সময় সময় রক্ষিত ও বিক্রীত হয়। ভাওয়ালের ঋষি, চামার ও ডোম প্রভৃতি বরাহ প্রতিপালন করে। কুকুর, বিড়ালের অভাব নাই। পাঁঠা, খাসি, জেলার উত্তরভাগে পাওয়া যায়। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভাওয়ালে সাধারণ পাঁঠার মূল্য ।০ চারি আনা। ও খাসির মূল্য এক টাকা ছিল। এখন সাধারণ পাঁঠা ৩৲ টাকা ও ছোট খাসি ৫৲ টাকা। জেলার অন্যান্য স্থানে এই মূল্যেও পাওয়া যায় না।

গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে মোরগ, হংস ও কবুতর সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ময়না, টীয়া, মদনা প্রভৃতি সর্ব্বত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। ঢাকা সহরে সময় সময় পাওয়া যায়।

গৃহপালিত পশুপক্ষীর উন্নতির জন্য বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে এক আদর্শ ফার্ম্ম স্থাপিত ছিল।

বানর ঢাকার উত্তরে বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বন্য পশু। ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল, বন্যশুকর, বন্য মহিষ, নানা জাতীয় হরিণ, শজারু প্রভৃতি জেলার উত্তরভাগে অল্পাধিক পাওয়া যায়। বন্য হস্তী পূর্ব্বে কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত জঙ্গলে পাওয়া যাইত। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সালটীয়ার ভোলানাথ চাকলাদার ঐ স্থানে হাতী ধরার এক খেদা করিয়াছিলেন। খেদার চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। বৃহৎ বৃহৎ বিষধর সর্প ও নানাজাতীয় সরিসৃপ ভাওয়ালে দেখিতে পাওয়া যায়।

পক্ষী। মাণিকজোড়, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, শ্যামা, ময়না, টীয়া, মদনা, তোতা প্রভৃতি পাহাড়িয়া পাখী সাময়িকভাবে জেলার উত্তরভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। এই

সকল পাখী উত্তর পাহাড় হইতে হেমন্তকালে আইসে ও বর্ষার পূর্ব্বে চলিয়া যায়। এ জেলা হইতে এক সময় মৎস্যরাজ পক্ষীর পালক বহু পরিমাণে চীনদেশে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইত। এই সকল পালক দ্বারা মঘদিগের পোষাক প্রস্তুত হইত।

বুলবুল, সারস, কাক, রামশালিক, বনমোরগ, ঢুপি, বাবুই, বাদুর, গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সোণাগঙ্গা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ সনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট একটি সোণাগঙ্গা পাখী দেখিয়াছিলেন, তাহা ৪২ ইঞ্চি লম্বা ছিল।

বুলবুল ও কোঁড়া দ্বারা শিকারীরা পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। নিম্নভূমি ও বিল সমূহে বন্য হাঁস, বক, পাণিখাউরী, পাণিভেলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। পাণিভেলা পক্ষী দ্বারা পদ্মা নদীতে শিকারীরা মৎস্য ধরিয়া থাকে। ময়ুর পুর্ব্বে ভাওয়ালের গড়ে ছিল, এখন নাই। পঙ্গপালের উপদ্রব কম।

মৎস্য প্রভৃতি।

চিতল, মৃগা, রোহিত, কাতল প্রভৃতি পদ্মা ও মেঘনায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল বড় বড় নদীতে শিশুক দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকের তৈল বাতরোগের পক্ষে উপকারী। এক-একটি শিশুকে আধমন হইতে দেড় মণ তৈল পাওয়া যায়। পদ্মার ইলিস অতি সুস্বাদু। হাঙ্গর কোথাও পাওয়া যায় না। ১৮৩৬ সনে ১০ ফিট লম্বা একটি হাঙ্গর মেঘনায় পাওয়া গিয়াছিল। কৈ, খলিসা, মাগুর, ফলি প্রভৃতি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বহু মৎস্য শুষ্ক করিয়া এ জেলা হইতে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঢাকা মৎস্য প্রধান স্থান।

পূর্ব্বে এই জেলায় মৎস্য ধরার জন্য কর ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নদী সমূহ হইতে গবর্ণমেণ্ট ৭২৬০৲ টাকা মৎস্য মাশুলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় মৎস্যের আমদানীর পক্ষে ইহা তখন খুব প্রচুর আয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল না। ঢাকার তৎকালীন কালেক্টর লিখিয়াছিলেন, "আমি এ জেলার মৎস্য মাশুল লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করি।"

কুম্ভীর বর্ষাকালে পদ্মায় ও মেঘনায় দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছপ, কূর্ম্ম, (কাউঠা) শীতকালে অধিক পাওয়া যায়। কচ্ছপ ভদ্রলোকে খায় না।

তপসি মাছ ও আনোয়ারি প্রভৃতি কদাচিত পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ।

নানা জাতীয় অশ্বত্থ, বট, জাম, মান্দার, শিমূল, তেঁতুল, পিতরাজ (রগুনিয়া) প্রভৃতি লোকালয় জাত বৃক্ষ সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁশ সর্ব্বত্রই আছে বনজ ঔষধি বৃক্ষ লতাও সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জেলার উত্তরাংশে গজারী, শিরিশ, নিহর, নাগেশ্বর, চাম্বল, চামা, গাম্ভারী, পারুল, জারৈল, কাটাখসিয়া, খাড়াজোড়া, কড়ই, আসই, পিপ্পলী, বিলা, বিটখদির, আমুগী প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

ঢাকা জেলার ভূমি উর্ব্বরা। এখানে সকল প্রকার শাক-সব্জিই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশী পুষ্প প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

ঢাকার প্রাচীন লাইনের পূর্ব্বদিকে এক সময় কোম্পানীর বাগান ছিল। ঐ বাগানে সেগুন বৃক্ষ ছিল। কাপ্তেন গ্রেহাম (অথবা কর্ণেল ষ্টেকি) এই বৃক্ষ সমূহ রোপণ করিয়াছিলেন। দেশী

সৈন্য লালবাগে স্থানান্তরিত হইলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে ঐ কোম্পানীর বাগান মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে প্রদত্ত হয়। এর পর ঐ সেগুন বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলান হইয়াছে।* কাহার আদেশে কাটা হইয়াছে জানা যায় না।

ফনিক্স পার্কের পশ্চাতেও কতকলি সেগুন বৃক্ষ ছিল। এ গুলিও পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ছিল। ১৮৫৫ সনে কমিসনার মিঃ ডেবিডসনের আদেশে ঐ গুলি বিক্রয় করা হয়।

১৮৬৮ সনের পূর্ব্বে এ জেলায় মেহাগণি বৃক্ষ ছিল না। ক্লে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। তিনি বলেন, নিম্নবঙ্গের ভূমি মেহাগণি চাষের বড়ই উপযোগী।* এর পর গবর্ণমেণ্ট ঢাকায় মেহাগণির গাছ লাগাইয়াছিলেন।

১৮৭৮-৭৯ সনে রোডসেস্ কমিটী ঢাকায় নানা জাতীয় চারা বৃক্ষের বাগান করেন। অতঃপর ঐ সকল চারা বৃক্ষ তুলিয়া নানা স্থানে লাগান গিয়াছে।

ভূমির স্থানীয় মাপ।

গবর্ণমেণ্ট জরিপ কার্য্যে পূর্ব্বে একর-রোড-পোলের মাপ প্রচলিত ছিল। ক্রমে-বিঘা-কাঠা-ছটাকের মাপ প্রচলিত হয়। এই জেলার এক এক স্থানে এক এক রকম মাপ। কোন স্থানে দ্রোণ, কোন স্থানে খাদা, কোন স্থানে বিঘার মাপে জমির পরিমাণ হইয়া থাকে।

দ্রোণের মাপের হিসাব এইরূপ ;—

---

* ঢাকার তদানিন্তত ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লে সাহেব লিখিয়াছেন ;—"The trees have been cut down by whose order does not appear."

৩ ক্রান্তিতে	=	১ কুড়া।
৪ কুড়াতে	=	১ গণ্ডা।
৫ গণ্ডায়	=	১ কুণি।
৪ কুণিতে	=	১ কাণি।
১৬ কাণিতে	=	১ দ্রোণ।

ভূমির মাপ নল দ্বারা হয়। নলেরও পরিমাণ সকল স্থানে একরূপ নহে। দ্রোণের মাপের নল ৭ হাত হইতে ৯ হাত দীর্ঘ। এই নলের ২৪ নল দীর্ঘ × ২০ নল প্রস্থ = ১ কাণি। (১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

খাদার মাপ এইরূপ—

৪ কাকে	=	১ কড়া।
৪ কড়ায়	=	১ গণ্ডা।
৭½ গণ্ডায়	=	১ পাখী।
১৬ পাখী	=	১ খাদা।

নলের পরিমাণ ৬ হাত হইতে ৮ হাত দীর্ঘ।

৬ নল দীর্ঘ × ৫ নল প্রস্থ = ১ পাখী।

এ জেলায় বিঘার দুই প্রকার মাপ প্রচলিত।

	রোড	পার্চ	ফিট
(১) ১০০ হাত দীর্ঘ × ১০০ হাত প্রস্থ =	২	২	১৭৯¼
(২) ১০০ „ „ × ৮০ „ „ =	১	২৬	৩১¼

বিঘার মাপ এইরূপ—

৪ কড়ায়	=	১ গণ্ডা।
২০ গণ্ডায়	=	১ ধারা।

২০ ধারায় = ১ কাঠা।

২০ কাঠায় = ১ বিঘা।

এই বিঘার সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত বিঘার ঐক্য নাই।

এক কানীর $\frac{১}{৪}$ অংশকে বিক্রমপুরে কুণী বলে। বিক্রমপুরের এক কুণী সোণারগাঁও পরগণার ১ কাণীর সমান এবং চন্দ্রপ্রতাপ, মহেশ্বরদী, ভাওয়াল ও পাড়জোয়ারের এক পাখীর সমান।

জেলার কোন কোন স্থানে ভূমির দুই প্রকার মাপ প্রচলিত। কাচ্চা মাপ ও পাক্কা মাপ। কাচ্চা মাপকে 'কাগুরী' ও পাক্কা মাপকে "সাহী" মাপ বলে। কাচ্চা বা কাগুরী মাপে জমির খাজনার হিসাব হয় এবং পাক্কা বা 'সাহী' মাপে জমি ক্রয় বিক্রয় হয়।

কাচ্চা মাপের পরিমাণ পাক্কা মাপের $\frac{৪}{৫}$ অংশ।

গবর্ণমেণ্ট থাকের পর যে জরিপের মাপ প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

৬ ফিট × ১$\frac{১}{২}$ ফিট অথবা ৯ বর্গ ফিট = ১ কৌড়ি

৪ কৌড়ি অথবা ৬ ফিট × ৬ ফিট অথবা ৩৬ বর্গ ফিটে ১ গণ্ডা

২০ গণ্ডা বা ৭২০ বর্গ ফিটে ১ কাঠা

২০ কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গ ফিটে ১ বিঘা

নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন পরিমিত নলের হিসাব প্রদর্শিত হইল।

		একর	রোড	পোল	গজ	ফুট	ইঞ্চি	সমান	প্রচলিত বিঘা	কাঠা	ধর	গণ্ডা	কড়া
বিক্রমপুরের ১ কানী	৭ হাত নলের =	১	—	৩৪	১১	—	৬	=	৩	১৩	১০	—	—
	৭½ " " =	১	১	২৩	৪	—	৩	=	৪	৪	৭	১০	—
	৮ " " =	১	২	১৩	২৬	—	৯	=	৪	১৬	—	—	—
	৯ " " =	২	—	১	—	—	৯	=	৬	১	১০	—	—
১ খাদা	৬½ হাত নলের	৪	—	২০	১১	—	—	=	১২	১৩	১৪	—	—
	৭ " "	৪	৩	৬	২৮	—	৬	=	১৪	১৪	—	—	—
	৭½ " "	৫	২	১২	১৭	—	—	=	১৬	১৭	১০	—	—
	৮ " "	৬	১	১৫	১৬	—	—	=	১৯	৪	—	—	—

স্থানীয় ওজন ও পরিমাণ।

জমির মাপের ন্যায় জিনিসের ওজনেরও স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। সকল জিনিস সর্ব্বত্র সমান ওজনে ক্রয় বিক্রয় হয় না। ওজন দুই প্রকার কাচ্চা ও পাক্কা। কাচ্চা ৬০ তোলায় ১ সের ও পাক্কা ৮০ তোলায় ১ সের। ১৮৪০ সনে (টেলার সাহেবের সময়) ৮০½ তোলায় সের প্রচলিত ছিল। তখন কোন কোন জিনিস ৭৮ তোলায়ও সের ধরা হইত।

বর্ত্তমান সময় কাঁশার জিনিস কাচ্চা হিসাবে ও চাউল তৈল পাক্কা হিসাবে বিক্রী হয়। অনেক স্থলে পাক্কাতেও প্রভেদ আছে। কোন কোন স্থানে ৮০ তোলা কোন কোন স্থানে ৮২ তোলা, কোন কোন স্থানে ৮৪৸৵০ ও কোন কোন স্থানে ৯০ তোলায় পাক্কা মাপ ধরা হইয়া থাকে।* মিরকাদীমে গুর ৯০ তোলা ওজনে বিক্রয় হয়। আবার এই বাজারেই কোন কোন জিনিস ৮২ তোলা সের হিসাবেও বিক্রয় হয়।

প্রচলিত ওজনের ধারা এইরূপ।

৪ ধানে=১ রত্তি, ৪ রতিতে=এক মাসা, ১২ মাসায়=১ তোলা, ৫ তোলাতে=১ ছটাক, ১৬ ছটাকে=১ সের, ৫ সেরে =১ পসারি, ৮ পসারিতে=১ মন।

---

* এই ওজন প্রাচীন সিক্কার মাপে ধরিতে গেলে ৮৪৸৵ আনাই প্রকৃত পাক্কা ওজন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সিক্কা তোলা কোম্পানী তোলা অপেক্ষা প্রায় এক আনা অধিক। এই হিসাবে সিক্কা আশি তোলায় সের কোম্পানীর ৮৪৸৵০ আনার সমান হয়। এই হিসাবেই ৮৪৸৵০ আনারও সৃষ্টি। অন্যান্য পাক্কা সেরের কোন ভিত্তি নাই। ঐ সকল সের ব্যবসায়ীদের সুবিধা অনুসারে সৃষ্টি হইয়াছে।

সোনা রূপা প্রভৃতি ১০ মাসা = ১ তোলা।

ঔষধ ও মসল্লা ১২ মাসা ২ রতিতে = ১ তোলা।

মণিরত্ন, প্রবাল, প্রভৃতি ১২½ মাসায় = ১ তোলা।

কাপড় খরিদ বিক্রয়ে পূর্ব্বে সোলতানি গজ প্রচলিত ছিল। ঐ গজ ৩৬½ ইঞ্চি। অতঃপর কোম্পানীর গজ প্রচলিত হয়। কোম্পানীর গজ ৩৯½ ইঞ্চি। বর্ত্তমানে ৩৬ ইঞ্চি গজ প্রচলিত।

মসলিন ওজনে বিক্রয় হইত। ঐ ওজনকে "খুদি" বলে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র যত ওজনে পাতলা হইত ততই মূল্য অধিক হইত।

অষ্টম অধ্যায়।

ভূমিকর ও রাজস্ব।

হিন্দু শাসনকালের রাজস্বের নিয়ম ; মুসলমান শাসনকালের নিয়ম ; ইংরেজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা ; ভূম্যধিকারীদিগের ভূমির স্বত্ব ; নিষ্কর স্বত্ব ; প্রজাস্বত্ব ; নাওয়ারা ; বাঘমারা ; জমি ও জমার বিবরণ ; ধর্ম্মগোলা ; প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব ; রাজস্ব।

হিন্দু শাসনকালের রাজস্বের নিয়ম।

হিন্দু শাসনকালে জমির উৎপন্ন ফসল হইতে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের ব্যয় রাখিয়া বাকী ফসল রাজা ও প্রজার মধ্যে বিভাগ হইত। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় বলিতে—গ্রাম বিদ্যালয়ের ব্যয়, চৌকিদারের বেতন, ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষদিগের প্রাপ্য বুঝাইত। রাজার প্রাপ্যভাগ "রাজস্ব" নামে অভিহিত হইত। রাজস্ব উৎপন্ন ফসল দ্বারা অথবা ফসলের মূল্য দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব বিষয়ে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ ছিল। প্রজা সাধারণ সেই প্রধান ব্যক্তির নিকট রাজার রাজস্ব বুঝাইয়া দিতেন।

মুসলমান শাসনকালের নিয়ম।

মুসলমান শাসনকালে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া পরগণাদারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। পরগণাদারগণ প্রজার খাজনা সংগ্রহ করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেন। ইহাতে প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। জমিদার বা পরগণাদারগণ ইচ্ছানুসারে

মা...ট, আবুয়াব, নজর প্রভৃতি নানাপ্রকার বাজে কর আদায় করিয়া প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিতেন। প্রজা ভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিত। জমিদারগণ সেই স্থানে নূতন প্রজা বসাইতেন। অত্যাচারের ভয়ে ঐ স্থানে নূতন প্রজা না আসিলে সেই গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রজাদিগের নিকট হইতে সেই পলাইত প্রজার বাকী খাজনা ও মাথট আদায় করিতেন। জমিদারের খাজানা কোন প্রকারেই অনাদায়ী থাকিত না। মুসলমান শাসনে জমিদারদিগেরও রক্ষা ছিল না। নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিতে পারিলে জমিদারদিগকে অনেক সময়েই "বৈকুণ্ঠের"* শোচনীয় পরিণাম উপভোগ করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। অনেক স্থলে জমিদারী ইস্তিফা দিয়া এবং জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া রাজস্বের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইত।

ইংরেজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা।

ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভেও জমিদারদিগের উপরই পরগণার রাজস্ব প্রদানের ভার ন্যস্ত ছিল। জমিদারদিগের তখন ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব ছিল না। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে জমিদারগণ জমিদারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন।

দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

ভূমিতে জমিদারদিগের এবং প্রজা সাধারণের বিশেষ স্বত্ত্ব না থাকায় ভূমির উৎকর্ষসাধন পক্ষে জমিদার বা প্রজা কেহই বিশেষ যত্ন লইতেন না। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া কোম্পানী ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিতে জেলা কালেক্টরদিগকে আদেশ প্রদান করেন। তদনু-

* "বৈকুণ্ঠের" শোচনীয় চিত্র "ঢাকার ইতিহাসে" প্রদত্ত হইবে।

সারে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় দশশালা বন্দোবস্তের উদ্যোগ হয়। ১৭৯৪ সনে ঢাকার দশশালা বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল। এদিকে দশশালা বন্দোবস্ত শেষ হইতে না হইতে বোর্ড অব ডিরেক্টরের আদেশে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদারের চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মিয়াছে।

ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্ব।

ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদারদিগের নানাপ্রকারের স্বত্ব এ জেলায় প্রচলিত আছে। খারিজা তালুকে ভূম্যধিকারীদিগের চিরস্থায়ী স্বত্ব। পঞ্চসনা বন্দোবস্তের সময় পরগণার তালুকদারগণ জেলা কালেক্টরের নিকট যে সকল তালুকের জমাজমির হিসাব প্রদান করিয়াছিলেন ঐ সকল তালুক পরগণার জমিদারী হইতে পৃথক হইয়া হুজুরি বা খারিজা তালুক বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ সময় যে সকল তালুকদার গবর্ণমেণ্টে হিসাব দাখিল করেন নাই, তাঁহাদিগের তালুক কালেক্টরীর তৈজিভুক্ত হয় নাই। ঐ সকল তালুক পরগণার জমিদারের অধীনই রহিয়া গিয়াছে। এই সকল জমিদারীর অধীন তালুকের নাম 'সিকিমি' তালুক। 'সিকিমি' ও খারিজা এই উভয় তালুকের স্বত্বই চিরস্থায়ী এবং তাহাদিগের রাজস্ব অপরিবর্ত্তনীয়। অন্য কোন তালুকের সহিত যে তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়, তাহাকে 'সামিলাত' 'অধীন' বা 'ভুক্ত' তালুক বলে। অধীন তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র তালুককে 'হাওলা' তালুক বলে। হাওলার অধীন তালুক "নিমহাওলা"। সামিলাত ও হাওলার স্বত্ব ও ধার্য্য রাজস্ব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। নিমহাওলার স্বত্ব দলিল অনুযায়ী হইয়া থাকে।

মৌরশি ও মুশকমি তালুকের স্বত্ব বংশানুক্রমে স্থায়ী। পাট্টার স্বত্ব ক্রমে যে তালুক বা ভূমি গ্রহণ করা যায় তাহা পাট্টাই তালুক। ইহার স্বত্ব পাট্টানুযায়ী। ভাওয়ালের জমিদারের অধীন "জঙ্গল বুড়ী" তালুক আছে। জঙ্গল আবাদ করিবার সর্ত্তে যে তালুক গ্রহণ করা যায়, তাহাকে 'জঙ্গলবুড়ী' তালুক বলে। জোর খরিদ তালুক এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিষ্কর স্বত্ব।

নিম্নলিখিত নিষ্কর স্বত্ব এ জেলায় প্রচলিত। (১) নফরান বা নানকার, (২) চাকরান, (৩) পাইকান, (৪) দেবোত্তর, (৫) ব্রহ্মোত্তর, (৬) পীরান, (৭ চেরাগান (মসজিদে আলো দেওয়ার জন্য)।

প্রজাস্বত্ব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজার স্বত্ব দুই প্রকার ছিল। (১) খোদকাসতি, ও (২) পাইকাসতি। খোদকাসতি বা স্থায়ীপ্রজা, ইহাদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইত না। কিন্তু ইহাদিগের জমা বৃদ্ধি করা যাইত। পাইকস্তি অস্থায়ী চাষা, ইহাদিগের স্বত্ব যখন ইচ্ছা তখনই উচ্ছেদ করা যাইত এবং ইচ্ছামত ইহাদিগের খাজনাও বৃদ্ধি করা যাইত।

১৮৫৯ সনে পূর্ব্বোক্ত প্রথা রহিত হইয়া যায়। এখন চাষের স্বত্ব এজেলায় তিন প্রকার। (১) রায়তি স্বত্ব, (২) জোতস্বত্ব ও (৩) মৌরাদিস্বত্ব।

গো গ্রাসের জমি জেলার দক্ষিণভাগে একেবারেই নাই। ভাওয়ালে এখনও অনেক গো গ্রাসের জমি আছে।

নাওয়ারা।

ঢাকায় বিস্তৃত নাওয়ারা মহাল ছিল। মোগল শাসন সময় আরাকান ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করার জন্য বাঙ্গালায়

নবাবকে পূর্ব্ববঙ্গের জেলা সমূহ হইতে নৌকা ও নৌ-সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হইত। এই নৌকাদি সরঞ্জাম রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নবাব বহু তালুক হুজুরি সিরেস্তা হইতে পৃথক করিয়া দেন। ঐ মহাল বা তালুকগুলি নাওয়ারা মহাল নামে পরিচিত। ঢাকায় এই নওয়ারা মহালের খাজানাদি আদায় জন্য পৃথক সিরেস্তা ছিল, ঐ সিরেস্তা "নাওয়ারা সিরেস্তা" নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে এই নাওয়ারার খাজনা মুর্শিদাবাদের নবাব ও ঢাকার নবাব গ্রহণ করিতেন।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সাইক্স কতকগুলি নাওয়ারা মহাল গবর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত করেন।+ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর অনেক নাওয়ারা মহালের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাদিগের প্রাপ্য খাজনা পাইতেন না।* অবশেষে তাঁহারা রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকারপ্রার্থী হইলে, গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সকল নাওয়ারা মহালের অনুসন্ধান হয়। এই সময় (১২০৩ বঙ্গাব্দে) শিবপ্রসাদ বসু ঢাকার নাওয়ারা সিরেস্তার কাননগু ছিলেন। কাননগুর চেষ্টায় কোন কোন মহালের তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছিল। অতঃপর উভয় নবাবই স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য পাইবেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে

+ Imperial Gazetteer (Draft).

* ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের নবাব কেন খাজনা পাইতেন না, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্রে ও কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নিকটবর্ত্তী তালুকের তালুকদারগণ ঐ সকল নাওয়ারা মহালের ভূমিও নিজ তালুকের 'সামিল' করিয়া দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঢাকার নবাব নছুরতজঙ্গ ও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব পরলোকপ্রাপ্ত হইলে এই নাওয়ারা মহালগুলিও 'বাজেয়াপ্ত' হইয়া গবর্ণমেণ্ট খাস মহালে পরিণত হইয়া যায়।

'বাঘমারা।'

ইতঃপূর্ব্বে দেশে ব্যাঘ্রের প্রাচুর্ভাব থাকায় ব্যাঘ্র শিকার জন্যও অনেক ভূমি বিনা জমায় হস্তান্তরিত ছিল। ঐ সকল ভূমি "বাঘমারা" তালুক নামে অভিহিত হইত। ১৭৭১ সনে ঐ সকল 'বাঘমারা' তালুক গবর্ণমেণ্ট হইতে বাজেআপ্ত করা হয়।

জমি ও জমার বিবরণ।

জমির শ্রেণী অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। জঙ্গলভূমি ও নদীর নূতন চর প্রথম প্রথম বিনা জমায় দেওয়া হয়। ফসল উপযোগী হইলে পরে খাজনা ধরা হয়। ভিটী জমির জমা বস্তির উচ্চতা, ফলবান বৃক্ষাদির সংখ্যা ও স্থানের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধার্গ্য হয়। চাষী জমিরও প্রকার ভেদ আছে। মাঠের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের সংখ্যা অনুসারে জমির জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। যে জমিতে দুই ফসল হয়, তাহার জমা এক ফসলি জমি অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

সকল স্থানের জমার হার একরূপ নহে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জমার হার প্রদত্ত হইল।

বিভাগ।			ভিটী জমির জমা।	ফসলি জমির জমা।
সদর মহকুমা প্রতি একর			১৫—২০৲	৩৲
নারায়ণগঞ্জ	„	„	৪—২০৲	১॥—৫৲
মুন্সীগঞ্জ	„	„	১৫৲	২।০
মাণিকগঞ্জ	„	„	৪৲	১॥০

জমির শ্রেণী অনুসারে এই 'নিরিখের' হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। জমাধার্য্যের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যেরূপ হারে গ্রহণ করায় যায়, সেইরূপেই সাধারণতঃ জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা ব্যতীত অনেক স্থলে নানাপ্রকার বাজে কর ও জমার সহিত আদায় করা হইয়া থাকে।

আধিবর্গা প্রথা এ জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। এই প্রথায় প্রজা মালিকের খামার জমি চাষ করিয়া ফসল অর্জ্জন করে ও অর্দ্ধেক ফসল জমির মালিককে প্রদান করে। এইরূপ স্থলে বীজ ধান ক্ষেত্রস্বামী চাষীকে দেন। খাটুনির পয়সা আধিদার দিয়া থাকে অথবা নিজে খাটিয়া থাকে। যে ফসলে আধিদারকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় সেই সকল ফসলে প্রজা দুই ভাগ রাখে ও ভূম্যধিকারী এক ভাগ পান। এইরূপ বন্দোবস্তকে 'তেভাগী' বলে। এইরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী ফসল উৎপাদনের ন্যায্য খরচ বহন করিলে, প্রজা অর্দ্ধাংশই লইয়া থাকে।

জেলার উত্তরাংশে বন্দোবস্ত প্রথা ও প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে জমিতে কোন ফসল না হইলেও প্রতি বিঘার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল চাষী ভূম্যধিকারীকে দিতে বাধ্য থাকে। জেলার অন্যান্য অংশেও—যে স্থানে হঠাৎ ফসল নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই—সেই সকল স্থানে এইরূপ বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত আছে।

ফসল জেলার উত্তরভাগে পরিমাণ মত হয়। জেলার দক্ষিণ ভাগে অধিক বৃষ্টি হইলে বা হঠাৎ বর্ষা (প্লাবন) হইলে ফসল নষ্ট হয়। কম বর্ষা হইলে প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে।

এ বৎসর ভাদই * ফসল ঢাকা জেলায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে প্রকাশিত কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্টে প্রকাশ এবার (১৯০৮) ঢাকার ন্যায় এত ফসল পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানেই আশা করা যায় না।†

বিক্রমপুরের প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ২০।২২ মন ও ভাওয়ালের প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ৩০।৩২ মন ধান্য হইয়া থাকে। ভাওয়ালে এক জমিতে প্রায়ই দুই ফসল করে না। অন্যান্য স্থানে ধান্য কাটিয়াই ঐ জমিতে অন্য ফসল 'বাইন' করা হয়।

চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বত্র ঢেকির প্রচলন আছে।

ধর্ম্মগোলা।

তেওতার সুযোগ্য জমিদার রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরীর চেষ্টায় ও উদ্যোগে তেওতা ও রাহাতপুর দুইটী ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও সাময়িক অভাবের সময় ধর্ম্মগোলা হইতে সাহায্যপ্রার্থীদিগকে ধান্য ধার দিয়া সাহায্য করা হইয়া থাকে। সাহায্যগ্রহণকারীদিগকে ফসল তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য পুনরায় গোলায় ফেরত দিতে হয়। ১৯০০ সনে মার্চ্চ মাসে এই গোলাদ্বয় স্থাপিত হইয়াছে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্র গৃহস্থেরা এই ধর্ম্মগোলা দ্বারা প্রচুরপরিমাণে সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছে।

---

* জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে নবেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে ধান সংগ্রহ করা হয়, গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাহাই 'ভাদই' বা আশু ধান্য বলিয়া গণ্য।

† Eestern Bengal and Assam Gazatte, dated 23-9-08 App. I.

এই জেলার প্রজারা জমিদারের বশীভূত। প্রজা বিদ্রোহের কথা এই জেলায় প্রায় শুনা যায় না। ১৮৮৫ সনে এই জেলার প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মঘটের সূচনা দেখা দিয়াছিল। চারিদিকে হটাৎ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে ছোট লাট প্রজাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া জমির নিরিখ প্রতি বিঘা।৵০ করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রজাগণ এই সংবাদে দৃঢ়চিত্ত হইয়া তালুকদারদিগকে চলিতহারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে। এই সময় Wyer সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর। তাঁহার যত্নে এই গোলযোগ অল্পেই মীমাংসা হইয়া যায়।*

প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব।

মোগল শাসন সময় সরকারী রাজস্ব কড়ি, দাম ও সিক্কা দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব তখন ঢাকার দেওয়ানখানায় প্রদান করিতে হইত। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।† ঐ সময় ঢাকায় কোম্পানীর 'খাজনাখানা' ছিল। এবং

রাজস্ব।

---

* এতৎসম্বন্ধে ঢাকার তৎকালীন কমিশনার Mr. W. R. Larmini লিখিয়াছেন;—"In Dacca a report was circulated that the rent had been fixed at six annas per bigha by order of the Lieutenant Governor and hence forth the people were to pay at that rate and no more. The Magistrate Mr. Wyer under my instruction took immediate steps to disabuse the minds of the people and the agricultural classes have now been convinced of their mistake. Gl. Ad. Report 1885-86 Page 10.

† চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও শ্রীহট্ট জেলার রাজস্ব কড়ি দ্বারা প্রদত্ত হইত এবং তাহা নৌকা ভরিয়া ভরিয়া ঢাকা খাজনা খানায় প্রেরিত হইত। ঢাকার খাজনা খানায় ঐ কড়ির বিণিময় হইত।

বার কিস্তিতে খাজনা প্রদানের নিয়ম ছিল। চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের পর ৪ কিস্তিতে রাজস্ব প্রদানের নিয়ম অবধারিত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর, ২৮শে মার্চ্চ, ২৮শে জুন ও ২৮শে সেপ্টেম্বর।

ইহার পর ২৮শে ডিসেম্বর সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণ আপত্তি উত্থা-পন করেন। ঐ সময় ফসল কাটার পূর্ব্ব সময় ও টাকা পয়সার অভাবের সময় ইত্যাদি কারণ প্রদর্শিত হইলে রেভিনিউ বোর্ড ঐ তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ১২ই জানুয়ারী কিস্তি ধার্য্য করেন।

এই জেলার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ইত্যাদি ঢাকার 'বেঙ্ক অব বেঙ্গলে (শাখা) দাখিল করিতে হয়।

এই জেলায় বড় জমিদারী নাই। জেলার তৌজির অধীন জমিদারীও তালুকের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। ইহার মধ্যে ৪টী মাত্র দশ হাজার টাকার উর্দ্ধে রাজস্ব প্রদায়ী।

এই জেলার ১৯০১-০২ সনের গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভূমিকর	৫০৮১১৪৲
ষ্টাম্প	৯১৫৬২৫৲
আয়কর	৯৬২০৩৲
আবকারী	২৭৭৩৪৪৲
আফিম	৩১৮৫৭৲
অন্যান্য	২২৮৭৮০৲
রোড ছেচ পাবলিক ছেচ...	১৯৮৭০৩৲
ডাকটেক্স	৬৮৲
মোট	২২৫৬৬৯৪৲

পূর্ব্বে ২০০৲ টাকা যাহার আয় হইত, তাহাকেই আয়কর

(Income tax) দিতে হইত। ১৮৭৮-৭৯ সনে লাইসেন্স টেক্স আইন প্রবর্ত্তিত হইলে ২৫০৲ টাকায় ও তদূর্দ্ধ আয়ে লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য হয় এবং ২০০৲ আয়ের উপর যে আয়কর ছিল তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৮১ সনে এই নিয়মও উঠিয়া যায় এবং ৫০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ আয়ের উপর লাইসেন্স টেক্স স্থাপিত হয়। ইহাতে সাধারণ তালুকদারগণ করের দায় হইতে রক্ষা পায়। ১৮৮৬ সনে এই টেক্স পুনরায় ইন্‌কম টেক্স নামে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯০৫-০৬ সনে ১০০০৲ টাকার নিম্নে যাহাদের আয় তাঁহাদের আয়কর রহিত হইয়া গিয়াছে। ১৯০৩-০৪ সনে ভূমি রাজস্ব ৫২১০০০৲ ও অন্যান্য সহ মোট রাজস্ব ২০৮৪০০০৲ টাকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯০৫-০৬ সনে ডাকটেক্স ও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৭৯৫-৯৬) এই জেলার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল। তখন পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক জেলাই ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার সরকারী রাজস্ব কত ছিল, তাহা প্রদত্ত হইল।

		১৮৬৫-৬৬		১৮৭০-৭১
ভূমির রাজস্ব	...	৫৬৯৬৭৪৲	...	৫৩৬৭২০৲
মালিকানা	...	৭৩৯৲	...	৭০০৲
আবকারী	...	১২১২০৭৲	...	১৩৩৫৪০৲
ষ্টাম্প	...	২১৫৫৩৬৲	...	২৩০৮৫০৲
পুলিস থানাদারী	...	২১৲	...	১৩০৲
আয়কর	...	×	...	১৫৮৭৬০৲

অন্যান্য	...	৫২৩৲	...	৫৭০৲
পোষ্টাফিসের প্রাপ্য	...	×	...	১৯০৭০৲
জেলজাত দ্রব্যের মূল্য	...	×	...	৮৫০৲

নবম অধ্যায়।

স্বায়ত্ত শাসন।

মিউনিসিপালিটী; আয়ব্যয়; লোকসংখ্যা; জলের কল; ইলেকট্রিক লাইট; ঠিকা গাড়ী; জেলাবোর্ড; আয়ব্যয়; লোকাল বোর্ড; গোদারা; প. উও; চিকিৎসালয়; পাগলা গারদ; মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল; লেডিডফারিন হাসপাতাল; জেল হাসপাতাল; মফঃস্বলের ঔষধালয়; টীকা; পথ, পথকর।

মিউনিসিপালিটী।

১৮৬৪ সনের ১লা আগষ্ট ঢাকায় স্বায়ত্ত শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১১ই আগষ্ট কমিশনরগণের প্রথম সভা আহুত হয়। ঐ সভায় সহরের গৃহাদির উপর এবং ভূমির উপর আয় ধরিয়া আয়ের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা হারে টেক্স ধার্য্য হয়। ঐ সময় ঢাকা সহরের উপর করদাতার সংখ্যা ১৩০৬০ হইয়াছিল। কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধান জন্য সহর ১৬৬ মহল্লায় বিভক্ত করিয়া টেক্স আদায় জন্য ১৪ * জন তহশিলদার নিযুক্ত করা হয়।

---

* পরবর্ত্তী সময় সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১০ জন করা হইয়াছিল।

১৮৬৫-৬৬ সনে ঢাকা মিউনিসিপালিটীর আয় ৫৯৪৯২৲ ও ব্যয় ৪৮৪০৯৲ টাকা হইয়াছিল।

১৮৫৬ সনের ২০ আইন অনুসারে ১৮৬১ সনের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জও ১৮৬২ সনের জুলাই মাসে মাণিকগঞ্জ চৌকীদার রাখিবার বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঢাকাতে এইরূপ বন্দোবস্ত বহু পূর্ব্বে হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

১৮৭৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর মদনগঞ্জকে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জ এই প্রদেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মিউনিসিপালিটী।

বর্ত্তমান সময় এই জেলায় দুইটী মিউনিসিপালিটী। নিম্নে মিউনিসিপালিটী দুইটীর ১৯০৬ সনের আয়ব্যয় ও সদস্যের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

	মনোনিতসভ্য	নির্ব্বাচিতসভ্য	মোটসভ্য	আয়	ব্যয়
ঢাকা মিউনিসিপালিটী	৭	১৪	২১	১৯৮১৫৩৲	২১৭৩৪২৲
নারায়ণগঞ্জ ,,	৮	৮	১২	৭৭১২৫৲	৮৭৯৬০৲

উভয় মিউনিসিপালিটীই ঋণগ্রস্থ। নিম্নে এই উভয় মিউনিসিপালিটীর আয় ও ব্যয়ের বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত হইল।

আয়ব্যয়।

আয়	ঢাকা মিউঃ	নারায়ণগঞ্জ মিউঃ
মিউনিসিপাল আইন অনুসারে গৃহীত		
ভূমির ও গৃহের টেক্স	৯৪৪৯৪৲	৩৭৯৮৪৲
জীবজন্তু ও গাড়ী প্রভৃতির টেক্স	৬০০৪৲	×
ব্যবসায়ের টেক্স	১১২৬৲	৬২৭৲

গোদারার আয়	১৩০৭৮৲	৭৭০১৲
জলের টেক্স	×	×
আলোর টেক্স	×	×
পায়খানার টেক্স	৪২৯৩২৲	২২৭২৯৲
জরিমানা আদায়	৩৮৲	৯৩৲
পাউণ্ড	৪০৭৲	৫২৬৲
বিশেষ আইন অনুসারে		
ঘোড়ার গাড়ী	৬৩৯৲	×
টীকার ফিস	৯৲	৪১৲
মিউনিসিপাল সম্পত্তির আয়		
ভূমি ও গৃহাদির ভাড়া	৩৩৮১৲	৪৮৬৲
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	২৭৲	৩২৮৲
পথঘাট পরিষ্কারের বাজে আয়	২৯০৩৲	২১৯৲
বাজারের আয়	১১৫৲	১৮১১৲
শ্মশানঘাট ও করবখানার আয়	২৮২৬৲	×
অন্যান্য	৯৮৫১৲	১৲
মিউনিসিপাল ও অন্যান্য আইন অনুসারে জরিমানা	৮৬৫৲	৪৯২৲
টাকার সুদ	১২৬৪৲	×
গবর্ণমেণ্ট হইতে ও অন্যান্য ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	১১৮২৫৲	২৬৮৮৲
বিবিধ আয়	৬৩৬৭৲	১৩৯৯৲
মোট	১৯৮১৫৩৲	৭৭১২৫৲

ব্যয়	ঢাকা মিউ	নারায়ণগঞ্জ মিউ
আফিসের ব্যয়, আমলাগণের বেতন, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটগণের কার্য্যালয়ের ব্যয়, গোদারা, ভূমি জরিপ ইত্যাদির ব্যয়	১৬৫৫৪৲	৪৫৭০৲
আলো প্রদানের ব্যয়	৮১১৮৲	৪৮৫১৲
পুলিসের ব্যয়	৪৮১৲	১৬২৲
বন্য জন্তু ও সর্পাদি নাশের পুরস্কার—	৫৪০৲	৩০৲
জল সরবরাহের ব্যয়	২২৪১১৲	৭১৩৪৲
পয়ঃ প্রণালী	৪৮৩৫৲	৪৭৪২৲
পথঘাট পরিষ্কার	৬৭৯৬০৲	৩৫৮১৪৲
হাসপাতাল ও ঔষধালয়	১১৩০০৲	৫০১১৲
প্লেগে	১৬৭৲	×
টীকা	১০৯০৲	১৭৪৲
বাজারে	১৫৬৲	১০১২৲
পাউণ্ডে	×	৫৭৲
ডাক বাংলা	×	৫৭৲
কৃষিকার্য্য	২৫৭৭৲	১১৭৲
পশু চিকিৎসায়	১১৩১৲	৭৫৲
পাবলিক ওয়ার্কস	৫৮০৭০৲	১৬২৬৪৲
শিক্ষা	২৮০০৲	১২০০৲
সাধারণ দান	৩০০৲	×
ঋণের সুদ	৩৭৬১৲	×

সাধারণের জন্য	৭৭৬১৲	১২৲
ছাপার খরচ, মোকদ্দমার খরচ ও প্রভিডেণ্ট প্রভৃতি	৭৩৩১৲	৬৬৭৮৲
মোট	২১৭৩৪২৲	৮৭৯৬০৲

গড়ে শতকরা কোন কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল।

	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ
আফিস ব্যয়	৭.৬	৫.১
আলো	৩.৭	৫.৫
জলপ্রদান	১০.৩	৮.১
পয়ঃপ্রণালী	২.২	৫.৩
পথঘাট পরিষ্কার	৩১.২	৪০.৭
চিকিৎসা	৫.২	৫.৬
টীকা	.৫	.১
পাবলিক ওয়ার্কস	২৬.৭	১৮.৪
শিক্ষা	১.৩	১.৩

লোক সংখ্যা। প্রতি দশ বৎসরে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে জন সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
ঢাকা মিউনিঃ পুরুষ	৩৭৩৯৫	৪১৭০৩	৪৫১৯৯	৫০২৬৩
স্ত্রী	৩১৮১৭	৩৭৩৭৩	৩৭১২২	৪০২৭৯
মোট	৬৯২১২	৭৯০৭৬	৮২৩২১	৯০৫৪২

নারায়ণগঞ্জ পুরুষ—		৭৩১৬	৭৫৫৮	১২১১৬	১৭০৬৮
	স্ত্রী—	৪০৬১	৪৯৫০	৫৫৯৯	৭৪০৪
	মোট	১১৩৭৭	১২৫০৮	১৭৭১৫	২৪৪৭২

১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক জলের কলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সনে ১৯৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে জলের কলের কার্য্য শেষ হয়। নবাব সার আবদুলগণি এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন বাকী ৯৫০০০৲ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। ১৮৭৮ সনে সহরে জলের কল খোলা হয় এবং ফিলটার না করিয়াই সহরবাসীদিগকে কলের জলপ্রদান করা হয়। পর বৎসর (১৮৭৯) সহরের কেবল মধ্যভাগে পরিষ্কার (Filtered water) জলপ্রদান করা হয় এবং তৎপর বৎসর হইতে লোহার পুল পর্য্যন্ত বড় বড় রাস্তা গুলিতে পরিষ্কার জল প্রদানের বন্দোবস্ত হয়। তখনও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না। ১৮৮৪ সনে মিউনিসিপাল কমিটী ৫০০০০৲ হাজার টাকা ধার করিয়া কল বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। ঐ সময় ডিউক অব কনট কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ১১০০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। ঐ অর্থে সহরের উত্তর অংশে—নবাবপুর হইতে ঠাটারি বাজার ও দেলখোস হাউস পর্য্যন্ত—জল প্রদানের বন্দোবস্ত হয় এবং ঐ লাইন "Counaught extention" নামে অভিহিত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ইহার পর ১৮৯১ সনে মিউনিসিপালিটী

জলের কল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে ১২৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া সহরের সর্ব্বত্র জল প্রদানের সুবিধা করেন। ১৮৯২ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ১৬০০০০৲ টাকা করিয়া জলের কলে ব্যয় হইতেছে।

জলের কলে সহরের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছে। পূর্ব্বে ঢাকায় 'কলেরার' প্রকোপ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছিল। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

জলের কলে স্বাস্থ্যোন্নতি।

জলের কল স্থাপনের পূর্ব্বে ও পরের কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা বিভাগীয় কমিসনারের রিপোর্ট * হইতে উদ্ধৃত হইল।

১৮৭৭ সনের নবেম্বর হইতে মার্চ্চ ৫ মাসে	৭৩ জন
১৮৭৮ সন (সম্পূর্ণ)	১১৯ „
১৮৭৯ সন (সহরে 'ফিল্‌টার' না করিয়া জল দেওয়া হইয়াছিল।)	৬৯ „
১৮৮০ সন (সহরের মধ্যভাগে মাত্র ফিলটার করা জল প্রদত্ত হইয়াছিল।)	৩২ „
১৮৮১ সন (সমস্ত সহরে ফিলটার করা জল প্রদত্ত হয়)	১৪ „

১৯০৪-০৫ সনে নারায়ণগঞ্জ জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব হয় ও ১৭৯০০০৲ টাকা ব্যয়ে সহরের দুইটী ওয়ার্ডে unfiltered জল প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এখন নারায়ণগঞ্জ জলের কলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

---

* Gl. Ad Report 1890-91. Page 22.

১৮৭৭ সনে নবাব সার আবদুলগণি বাহাদুর K. C. S. I. উপাধি পাইলে নবাব সার আসানউল্লা বাহাদুর তাঁহার স্মরণার্থে ঢাকা সহরে আলোক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তদনুসারে ঢাকা নগরে বৈদ্যুতিক আলো প্রদানের বন্দোবস্ত জন্য ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ঐ টাকায় তাড়িতালোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের আর কোন স্থানে তাড়িতা লোক নাই। এই আলোক প্রদানের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নবাব বাহাদুর আরও দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নগরের অনেক ধনী গৃহেও এই আলোক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক পাখারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই আলোক উপভোগের জন্য সহরবাসীকে কোন টেক্স দিতে হয় না।

ইলেক্‌ট্রিক লাইট।

১৮৫৬ সনের অক্টোবর মাসে মিঃ সিরকোর নামক কোন আমেরিকান বণিক এ জেলায় প্রথম ঠিকা গাড়ী আমদানী করেন। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসরের ভিতর বহু ঠিকা গাড়ীর আমদানী হয়। দশ বৎসরের মধ্যে ঠিকা গাড়ীর সংখ্যা ৬০ খানা হয়। এখন ঢাকায় ঠিকা গাড়ীর অবধিই নাই।

ঠিকা গাড়ী।

১৮৯০ সনে ঢাকা হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত ট্রামগাড়ী চালাইবার এক প্রস্তাব হয়। ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১৫ লক্ষ টাকা খরচ এষ্টিমেট করেন। ফলে সে কল্পনা কার্য্যকরী হয় নাই।

১৮৮৬ সনের ১লা অক্টোবর ঢাকা জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন (Local self govt. Act) প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদনুসারে ১৮৮৭ সনের ১লা

জেলা বোর্ড।

এপ্রিল ঢাকা জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর জেলা বোর্ডের সভাপতি। সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে সভাপতিসহ মোট ২৯ জন সদস্য (Member)। সদস্যদিগের মধ্যে ১৪ জন লোকাল বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও ১৫ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। গবর্ণমেন্টের মনোনীত সভ্য ১৫ জনের ৮ জন রাজকর্ম্মচারী (Ex officio)।

১৯০৬-০৭ সনের বোর্ডের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পথকর	৯৯৬৯৮৲
টাকার সুদ	৩৬৩৲
প্যাউণ্ডের আয়	১১০১৪৲
শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সাহায্য ...	৫৪৯২৲
চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাপ্তদান ...	২৫৮৪৲
মেলার	২১৭৫৲
পুরাতন জিনিস বিক্রয় ও বিবিধ আয়	২৯১০৲
রাস্তা ঘাট, গৃহ, ইত্যাদি (civil work)	৩৪৬৫৯৲
প্রাপ্তসাহায্য (From imperial to local)	৭৮২৫৪৲
মোট	২৩৭১৪৯৲

জেলা বোর্ড সাধারণতঃ শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতি, পশু-চিকিৎসা, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি সাধারণের উপকার জনক কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

১৯০৬-০৭ সনে ঢাকা জেলা বোর্ড এই সকল কার্য্যের জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

আমলার বেতন ও আফিসের খরচ	...	৭৯৫৬৲
পাউণ্ডের খরচ	... ...	৪৫৮৲
শিক্ষার জন্য ব্যয়	... ...	৫৯৭০৯৲
ঔষধালয় হাসপাতাল ও টীকার ব্যয়	...	১২৫৫৲
মেলা ও পশু চিকিৎসায়	... ...	২২২৩৲
পেন্সন	... ...	৯০০৲
ষ্টেসনারি ও ছাপা খরচ	... ...	৬৭৯৲
বিবিধ	... ...	৬৮২৲
গৃহাদি প্রস্তুত ও রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতির ব্যয়		১৪৪৮১৪৲
চাঁদা	.. ..	১১০৫৲
		২৩১০৮২৲

ঢাকা জেলা বোর্ডের পরিমাণ ফল ২৭৭১ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা ২৫৩৪৫০৪।

জেলা বোর্ডের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে জেলার চারি বিভাগে চারিটী লোকাল বোর্ড আছে। যথা সদর, লোকাল বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ লোকাল বোর্ড, মুন্সীগঞ্জ লোকাল বোর্ড ও মাণিকগঞ্জ লোকাল বোর্ড। জন-সাধারণের মতে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। লোকাল বোর্ডগুলির সভ্য সংখ্যা, বোর্ডের পরিমাণ ফল ও লোক সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লোকাল বোর্ড।

	মেম্বরের সংখ্যা	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
সদর লোকাল বোর্ড	১২	১২৫৯.৫	৭৯০৯৭৫
নারায়ণগঞ্জ	১০	৬৩৬.৫	৬৩৬২৪০

মুন্সীগঞ্জ	„	১৬	৩৮৬.০	৬৩৮৩৫১
মাণিকগঞ্জ	„	৯	৪৮৯.০	৪৬৮৯৪২
মোট		৪৭	২৭৭১.০	২৫৩৪৫০৮

গোদারা।

গোদারা ঘাটে পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর সত্ত্ব ছিল। ১৮১৬ সনে গবর্ণমেণ্ট গোদারা সত্ত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে গোদারার বন্দোবস্ত জেলা বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যে একটি ষ্টীমার দ্বারা পারাপারের কার্য্য পরিচালিত হয়। ১৮৮৬ সনে ১৬০০০৲ টাকা ব্যয়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই ষ্টীমার ক্রয় করেন। ১৮৮৮ সনে ট্রাফিক বিভাগ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হস্ত হইতে ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করে। ১৮৮৯-৯০ সনে বোর্ড পুনরায় তাহা নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৯১ সন হইতে এই ষ্টীমার-গোদারা ইজারা বিলির বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুই বৎসর হইল, নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও লাখপুরে দুইখানা ষ্টিমার গোদারা চলিতেছে।

পাউণ্ড।

এই জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন ১৯৬টী পাউণ্ড। গোদারা ঘাট ও পাউণ্ডগুলি বৎসর বৎসর প্রকাশ্য ডাকে নিলাম হইয়া থাকে। যে অধিক জমা দিতে স্বীকার হয়, তাহাকেই ম্যাদি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাউণ্ড ব্যতীত মিউনিসিপালিটীর অধীনও পাউণ্ড আছে। গোদারা ও পাউণ্ডের আয় শিক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ১৮৭৯ সন হইতে মাণিকগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের পাউণ্ডগুলি নিলামে বিলি হইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৮১ সন হইতে মাণিকগঞ্জের পাউণ্ডগুলিও ডাকে বিলি হইতেছে।

চিকিৎসালয়।

ঢাকার প্রধান চিকিৎসালয় পাগলা গারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও লেডিডফারিন জনানা হাসপাতাল।

পাগলা গারদ।

১৮১৯ সনে সহরের পশ্চিমাংশে চকের নিকট পাগলা গারদ প্রস্তুত হয়। ১৮৬৬ সনে এই গারদে ৫টী বড় আঙ্গিনা, ৭টী ৪ জন করিয়া থাকিবার কামরা এবং ৩২টী একজন করিয়া থাকিবার কামরা ছিল। বর্ত্তমান সময় ইহাতে ২১৭ জন পুরুষ ও ৪৫ জন স্ত্রীলোকবাসের স্থান আছে। এই পাগলা গারদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের এবং শ্রীহট্ট ও কাছার জেলার রোগী (পাগল) প্রেরিত হইয়া থাকে। পাগলের সংখ্যা অধিকাংশই ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী। এ পর্য্যন্ত গড়ে বৎসর ৫২ জন করিয়া পাগল গৃহীত হইতেছে। গারদের বার্ষিক ব্যয় গড়ে ২৬০০০৲ টাকা। ব্যয় গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। ঢাকার সিভিল সার্জ্জন গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বড় বড় রাজকর্ম্মচারী ও সম্মানিত লোকগণ সম্মানিত পরিদর্শক (Honorary visitors).

মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল।

১৮৫৮ সনের ১লা মে রবার্ট মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মিঃ মিটফোর্ড প্রথম ঢাকার কালেক্টর ও শেষ প্রাদেশিক আপিল আদালতের (Provincial Court of appeal) জজ ছিলেন।

১৮৩৬ সনে মিঃ মিটফোর্ড প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার বিপুল সম্পত্তি (প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকা) ঢাকার জনসাধারণের উন্নতি ও উপকারের জন্য দান করিয়া সেই দান

গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর দানপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়। বিলাতে সেই আপত্তির বিচার আরম্ভ হয়। ১৮৫০ সনে বিচার মীমাংসা হয়। বিলাতের কোর্ট অব চেনসেরি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। ঐ ডিক্রি ক্রমে ১৬৬০০০৲ টাকা (প্রায় বার হাজার পাউণ্ড) বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দাতার অভিপ্রেতদানের জন্য প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৫৪ সনে হাসপাতালের দালানের কার্য্য আরম্ভ হয়। যে স্থানে পূর্ব্বে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল, সেই স্থানে হাসপাতালের দালান প্রস্তুত হইল।

১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেণ্টের দেশী হাসপাতাল উঠাইয়া আনিয়া ইহার সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া হয় এবং দেশী হাসপাতালের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয়প্রদান করিতেন তাহা মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। এখন গবর্ণমেণ্টের উক্ত সাহায্যে ও মহাত্মা মিটফোর্ডের দানের টাকার সুদ হইতে এই হাসপাতালের খরচ পরিচালিত হইতেছে।*

১৮৬৬ সনে হাসপাতালে ৯২ জন রোগীর স্থান হইত। স্থাপনের তারিখ হইতে ঐ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯০০৫৭ জন রোগী ঔষধ পাইয়াছিল।

---

* ১৮৬৬-৬৭ সনে ১৬৬০০০৲ টাকার সুদ ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য এরূপ ছিল।

মাসিক সুদ—৫৭৭৸৫ পাই

মাসিক গবর্ণমেণ্ট সাহায্য—৪৫৩৸০ (দেশী হাসপাতালের জন্য)

মোট—১০৩১।৫

তখন এই মাসিক ব্যয়ে হাসপাতাল চলিত।

১৮৮৭ সনে এই হাসপাতালে একটি ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড খোলিবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন।

১৮৮৯-৯০ সনে বাবু শ্রীনাথ রায় (পরে রাজা) তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালের সংশ্রবে একটি চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ৩০০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে একটি Eye ward স্থাপিত হইয়াছে।

১৯০৩ সনে এই হাসপাতালে ১৩৩ জন পুরুষ ও ৩৭ জন স্ত্রীলোক থাকিবার স্থান ছিল। ঐ বৎসর ৩৩৮৪ জন রোগী হাসপাতালে থাকিয়া ও ২৭৭২৬ জন রোগী কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪১৮১ জনের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে। ঐ বৎসর চিকিৎসালয়ে ব্যয় হইয়াছিল ৫৪০০০৲ * বর্ত্তমান সময় এই হাসপাতাল তহবিলে ১৭৬৩০০৲ টাকা রক্ষিত আছে।

১৮৮২ সনে ফিমেল ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। নবাব আসানউল্লা ২৭০০০৲ ও ভাওয়ালের রাজা ওয়ার্ডের স্থান ক্রয়ের জন্য ২০০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

১৮৮৮-৮৯ সনে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের ঢাকা আগমন স্মরণীয় রাখিবার জন্য নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৫০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া লেডি ডফারিনের নামে লেডি ডফারিন জননা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হাসপাতালে ৪ জন স্ত্রীলোক

লেডি ডফারিন জননা হাসপাতাল।

* এই টাকার ৩৫০০০ টাকা দালান মেরামত ও প্রস্তুতে ব্যয় হইয়াছিল।

থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার স্থান আছে। ১৯০৬ সনে এই হাসপাতালে ২৭০৪ জন স্ত্রীলোক চিকিৎসিত হইয়াছিল। হাসপাতাল তহবিলে বর্ত্তমান সময় ৬১৮০৬৲ টাকা আছে।

জেল হাসপাতাল।

প্রাচীন নবাবী টাঁকশালে জেল হাসপাতাল স্থাপিত। ১৮৩৬ সন পর্য্যন্ত এই প্রাচীন টাঁকশালে কোতালী স্থাপিত ছিল। অতঃপর তাহা পাহাড়াওয়ালাদিগের বাংলাতে পরিণত হয়। ১৮৪৭ সনে ঐ টাঁকশাল ঠগী গারদে পরিণত হয়। ১৮৪৯ সনে বিনাশ্রমে কয়েদীদিগের জন্য এই স্থান মনোনীত করা হয়। অবশেষে ১৮৫৯ সনে এই টাঁকশালায় জেল হাসপাতালের স্থান হইয়াছে। এই স্থানে জেলের কয়েদীদিগের চিকিৎসা হয়।

মফঃস্বলের ঔষধালয়।

১৮৭০ সনে মফঃস্বলে পাঁচটী ডিস্পেন্সারী (ঔষধালয়) ছিল। মাণিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, জৈনসার, ভাগ্যকূল ও কালীপাড়া। ১৮৬৪ সনের ১লা আগষ্ট মাণিকগঞ্জ ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সনের ১লা আগষ্ট জয়দেবপুরের জমিদার বাবু কালীনারায়ণ রায় জয়দেবপুর ডিস্পেন্সারী স্থাপন করেন। ঐ সনের ১৬ই নবেম্বর ছোট আদালতের জজ বাবু অভয়কুমার দত্ত পরগণা বিক্রমপুরের অন্তর্গত জৈনসার গ্রামে ডিস্পেন্সারী স্থাপন করেন। ১৮৬৮ সনে ভাগ্যকূল ও ১৮৭০ সনের মে মাসে কালীপাড়ার ডিস্পেন্সারী স্থাপিত স্থাপিত হয়। এই পাঁচটী ডিস্পেন্সারীর ডাক্তারের বেতন গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইত। ১৮৭২ সনে নারায়ণগঞ্জ ও মালুচি ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়। বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মৃত্যুকালে তাহার রঙ্গপুরের এক সম্পত্তি মালুচি ডিস্পেন্সারীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য

রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ডিস্পেন্সারীর ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।†

এরপর ১৮৭৪ সনে মুন্সীগঞ্জ ও বালিয়াটী ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সনে কালীপাড়া ডিস্পেন্সারী সিমুলিয়া স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৮২ সনে সিমুলিয়া ডিস্পেন্সারী উঠাইয়া দেওয়া হয়। জুবিলি উপলক্ষে (ফেব্রুয়ারী মাসে) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও ১৮৯০-৯১ সনে নাগরি মিশন ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময় এই জেলায় মোট ২৩টী ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল। এই ২৩টীর ৮টী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের, ২টী মিউনিসিপালিটীর, একটি মিশনারীদিগের ও ১২টী স্থানীয় ভূম্যাধিকারীদিগের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। এই ২৩টী ডিস্পেন্সারীর মধ্যে ১৫টীতে গবর্ণমেন্টও কিছু কিছু সাহায্য করেন। এই ডিস্পেন্সারীগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, (২) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, (৩) বলধরা, (৪) বনখোরা, (৫) মূলচর, (৬) মহাদেবপুর, (৭) তেঘরিয়া, (৮) চূরাইন, (৯) রায়পুরা, (১০) মনোহরদী, (১১) জৈনসার, (১২) মাণিকগঞ্জ, (১৩) মুন্সীগঞ্জ, (১৪) নাগরি, (১৫) ঢাকা লেডি ডাফারিন জননা হাসপাতাল।

জয়দেবপুর, ভাগ্যকূল, বালিয়াটী, ঘোলঘর প্রভৃতি স্থানের ডিস্পেন্সারীগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের অর্থে পরিচালিত হয়।

এই জেলায় প্রতি লক্ষ অধিবাসীতে ০.৮টী ও হাজার বর্গ মাইলে ৮.২টী ঔষধালয়।

---

† Dl. Commr's Report—1880-81 Page 26.

টীকা।

পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বাঙ্গালা টীকার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে ইংরেজি টীকা-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। টীকাদারগণ সরকারী ডাক্তারের অধীন। বিগত দশ বৎসরে (১৮৯২-১৯০২) এই জেলায় হাজারে ৩৯ হইতে ৫৯টী টীকা ফলপ্রদ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর মধ্যে সকলেই টীকা লইতে বাধ্য।

পথ।

মুসলমান রাজত্বের সময় সেরসাহ সোণারগাঁও হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত এক "রাস্তা" প্রস্তুত করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে এ জেলায় কোন বাঁধা পথ ছিল না। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া বৈদ্যেরবাজার পর্য্যন্ত ১৬ মাইল পথ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। ইহাই গবর্ণমেণ্টের একমাত্র সড়ক বলিয়া পরিচিত ছিল। অতঃপর গোদারা তহবিলের টাকা দ্বারা (District ferry fund) ঢাকা হইতে টোকচাঁদপুর পর্য্যন্ত সুবৃহৎ রাস্তা প্রস্তুত হয়। এই 'রাস্তা' ঢাকা হইতে উত্তরাভিমুখে ভাওয়ালের জঙ্গলের মধ্য দিয়া টোকচাঁদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং তথা হইতে ময়মনসিংহ গিয়াছে। ঢাকা হইতে টোক ৪৫ মাইল। এই 'রাস্তা' এ জেলার সর্ব্ব প্রধান রাস্তা। এই রাস্তার উপর স্থানে স্থানে পুল আছে। টঙ্গীর নিকট বালু নদীর * পুল অতি প্রাচীন ও দর্শনীয়।

ঢাকার সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্ণেক সিপাহীদিগের গতিরোধের জন্য ইহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সনে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ পুল

পুনরায় মেরামত করা হয়। ১৮৯১ সনে ইহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। এরপর পুনরায় মেরামত হইয়াছে। এই প্রাচীন পুল মুসলমান শাসন সময়ের প্রস্তুত। কেহ কেহ বলেন, নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময় সাহাটঙ্গী † নামক জনৈক ফকির এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মীরজুম্লার সময় পুল প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করেন। এই পুল ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী। টোক রাস্তার একটি ক্ষুদ্র শাখা ভাওয়ালের রাজার ব্যয়ে ভাওয়াল রাজবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৮৬৬ সনে মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ১৬ মাইল রাস্তা আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ষার জলপ্লাবনে কার্য্য শেষ হইতে পারে নাই। রিকাবীবাজার পর্য্যন্ত মাটীর কার্য্য হইয়া স্থগিত থাকে; পরে শেষ হয়। ১৮৭১ সনের মধ্যে আরও ২টী রাস্তা প্রস্তুত হয়। (১) কেরাণীগঞ্জ হইতে কোলাটীয়া ৭ মাইল, (২) মাণিকগঞ্জ হইতে মহকুমা কাছারী (দাসরা) ২ মাইল। ১৮৭২-৭৩ সনে মাণিকগঞ্জ হইতে সিয়ালো পর্য্যন্ত যাইবার রাস্তা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৭৯ সনে মীরপুর রাস্তা ও ডাঙ্গা—নরসিংদি রাস্তার কার্য্য হয়। ১৮৮৯-৯০ সনে ডাঙ্গা-কালীগঞ্জ রাস্তা, টঙ্গি-কালীগঞ্জ রাস্তা, শ্রীপুর-গসিঙ্গা রাস্তা, পালোরা ও সাভারের রাস্তা প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান সময় এ জেলায় ৫২২·৩৭ মাইল 'রাস্তা' ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের খরচে নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ গ্রাম্য রাস্তা প্রায় ৪০০ মাইল আছে। এই রাস্তাগুলির মধ্যে কেবল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রাস্তাটী 'পাকা'।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বর্ষার সময় নৌকায় যাতায়াত

† টঙ্গী স্থানটীও তাহা হইলে ফকিরের নামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

সুবিধাজনক বিধায় ঐ সময় সড়কের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য সময় ক্ষেত্রের উপর দিয়া সোজা পথ করিয়া লোক চলা ফিরা করিয়া থাকে। সুতরাং সড়কের বা কোন প্রকার রাস্তার অভাব একেবারেই অনুভূত হয় না।

এ জেলার সদর ষ্টেসন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের সদর ষ্টেসনে যাওয়ার গ্রাম্যপথগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে এই পথে সৈন্য পরিচালিত হইত। (পরিশিষ্ট "জ")

পথকর।

১৮৭২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই জেলায় পথকর স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে পথকরের টাকা রোড ছেচ কমিটী হইতে খরচ হইত। জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে পথকরের আয়ব্যয় জেলা বোর্ডের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

দেশের অবস্থা।

সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ—নবাবী আমলের বাজার দর; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; মনুষ্য বিক্রয়; দ্রব্যের বিনিময়; শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ; কড়ির মূল্য; দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয়; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ; ২৫ বৎসর পূর্ব্বের পারিবারিক খরচ। শ্রম-জীবী—সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত, প্রকৃত ব্যবসায়ী; চাকুরীজীবির সংখ্যা; অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। দস্যুতা ও ডাকাতি—স্থলদস্যু, ভাওয়ালের জঙ্গল; দস্যুদমন; লেপ্টেনাণ্ট স্লিমান; জলদস্যু—যমুনায় পদ্মায়, মেঘনায়। জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য—কলেরা; গো মরক; মেট্রলজি। দৈবঘটনা—ভূমিকম্প; তুর্ণড; জলপ্লাবন; অনাবৃষ্টি।

সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ।

নবাবী আমলের বাজার দর।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ঢাকায় চাউল এক টাকায় আট মণ বিক্রয় হইত। তখন দাম, দামড়ি, কড়ি, সিকা * প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ক্রমে এই বাজার দর বৃদ্ধি হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

* ৮ দামড়ি=১ দাম। ৪০ দামে=১ সিকা টাকা।

পুনরায় ঢাকায় সুভিক্ষ দেখা দেয়। সরফরাজ খাঁর শাসন সময় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় চাউলের মণ পুনরায় ৫ দাম (দুই আনার সমান) হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এতদ্‌-অঞ্চলে সাধারণ চাউল টাকায় ১২ সের বিক্রয় হইত। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহু লোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় এবং আত্ম বিক্রয় করিয়া উদরপালনের চেষ্টা করিয়াছে।

মনুষ্য বিক্রয়।

মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন হইত।* এই সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সময় এক একটি মানুষ ২৲ ৩৲ হইতে ৭৲ ৮৲ টাকা

---

* বিক্রমপুর পরগণার একখানা মনুষ্য বিক্রয়ের দলিলের প্রতিলিপি নমুনাস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাং আমদাবাজ।
শ্রী অপূর্ব্বা দাসী
নিসানসহী
সাং তত্রা
পংলুরগড়।
শ্রী সুখনী দাসী
নিসানসহী—

"/৭ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্ত্তী ইবনে দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সুচরিতেষু——

লিখিতং শ্রীমতী অপূর্ব্বা ওলদে নারান দেও জওজে চান্দ দেও ও শ্রীমতী সুখনী ওলদে চান্দ দেও জওজে উদয়রাম দেও ও আমার পুত্র সানন্দরাম দেও বএস ৪ চাইর বৎসর ও তস্য ভগ্নীর বএস ৪ চাইর মাস মনিষ্য আগু বিক্রয় কবজ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা আপনার স্থানে দস্তবদস্ত নগদ মূল্য পুরত্ত জন দহমাসী ২৫ পচিশ রুপাইয়া পাইয়া কবজ দিলাম। ইতি সন ১১৯১ একানব্বই সন তেরিখ ১৮ ফাল্গুন।" (প্রবাসী)

পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত। এই দুর্ভিক্ষ সময় অবস্থাপন্ন লোক বহু দিঘী, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহু লোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র লোক পেটের জ্বালায় তখন কেবলমাত্র আহার পাইয়াই মজুরি করিত।

১৭৮৭-৮৮ সনে পুনরায় এ জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে টাকায় /৪ সের মাত্র চাউল বিক্রয় হইয়াছিল।

দ্রব্যের বিনিময়।

সেকালে দেশে অর্থের অভাব ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যতীত জিনিসের তেমন অভাব হইত না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষক ও তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল লবণ মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। সরকারী রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন, গুরু মহাশয়ের বেতন প্রভৃতি ক্ষেত্রের ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত। নাপিত, ধুপা, পুরোহিত প্রভৃতির কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক জমির বন্দোবস্ত ছিল।

শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ।

তৎকালে ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৎপ্রণীত "ময়মনসিংহের বিবরণ" হইতে ঐ জেলার কোন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্ব্বের একটি ব্যাপারের ব্যয় তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। ময়মনসিংহ ঢাকার

পার্শ্ববর্ত্তী জেলা; সুতরাং এই তালিকা হইতে মোটামোটি তৎকালীন দেশের অবস্থা কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২১১

হিসাব জিনিষ খরিদ হাট সাহাগঞ্জ।

তেরিখ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—	কৌড়ি—
হরিদ্রা	/২		।✓০
সিন্দুর	১ দফা		✓১০
চূণ	/২॥ সের		/১০
পান	২০ কুড়ি		১॥০
তামাক	/১		/০
ডিঙ্গাকলা	১ ছড়ি		৸✓০
মরিচ	/২ সের		।✓০
মাষ কলাই	/৫		১।৶০
মসলা	১ দফা		৶১০
দাইল	/৭॥ সের		।✓১০
লবণ	/৭ সের		৪।৶০
চিনি	৷৷		।/১০
আমলি	/২॥ সের		✓১৫
ভার	৫টা		৶১০
কাছলা	২টা		✓০

পাতিল	৫টা	/১৭॥
× ×	২টা	/১০
তেজপাতা	১ দফা	/০
টিকিয়া	১ দফা	/০
বাঁশ	১ দফা	১৸০
পাট	১।০ সের	৶১৫
সন্ধুক লবণ	„	।৵০
ডিম	১ দফা	/০
ছিকর	১ দফা	৫২॥
লঙ্গ	॥ তোলা	।০
সাদা কাগজ	১॥ দিস্তা	।০
শুপারি	।০ সের	৫॥৵০
মৎস্য	১টা	৶০
মটুকের রাংচা	১ দফা	৶০
× ×		।৵০
নাও কেরেয়া × ×		
আয়না মাল		॥০
কেবলা পাটুনি		।৶০
হুয়ারিয়া পাটুনি		৵০
		২১॥/০
সাবেক পাওনা ইত্যাদি		১॥৶৫
বাদ কৈফিয়ত ফেরত		॥৵০
		২৩৸৵৫

কাপড়—	রোপৈয়া—		কৌড়ি—
গুলি	১ জুর	৸৹	
(অস্পষ্ট)	৩ থান	১৸৶৹	
পাচ হাতি	১ থান	।৹	
গামছা	১ থান	৴৫	
গজি	১ থান	॥৴১৹	
এক পাট্টা	১ থান	॥৶৹	
পাগোড়ি পটকা ৪ গাছ		৸১৹	
		৫৲৫	

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহনের অধিক কড়ি পাওয়া যাইত। ফর্দ্দের লিখিত ২৩৸৶৫ কড়ি ৭৲ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপার ১২৲ টাকায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

কড়ির মূল্য।

চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দ্দে নাই। এই সকল দ্রব্য ক্রয় হইয়া থাকিলেও এই ব্যাপারে ২০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই।

দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে টেলার সাহেব "Topography of Dacca" লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়ের দ্রব্যের মূল্য ও সাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দ্বারাও ৬০।৭০ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে।

দরিদ্র হিন্দুর বিবাহ ব্যয়।

ব্রাহ্মণ	১৲
বাদ্যকর	।•
বর কন্যার কাপড়	২৲
শাঁখা ও অন্যান্য অলঙ্কার	২৲
চিরুণী ও সিন্দুর	।•
ধুপা	।•
নাপিত	।•
ভোজন ব্যয়	২৲
অন্যান্য ব্যয়	১৲
বর কন্যার মুকুট	১৲
	১০৲

দরিদ্র মুসলমানের বিবাহের ব্যয়।

কাজি	॥•
বর কন্যার কাপড়	৩৲
নাপিত	।•
চিরুণী প্রভৃতি	।•
অলঙ্কার (লাক্ষার চুড়ি)	॥•
ভোজন ব্যয়	২৲
বাদ্যকর ও অন্যান্য খরচ	৩৲
বরকন্যার মুকুট	॥•
	[illegible]

দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়।

হিন্দু—		মুসলমান—	
নূতন বস্ত্র	৷৷০	কবর প্রস্তুতকারক	৷৵০
জ্বালানি কাষ্ঠ	১৷০	কাপড় বাঁশ প্রভৃতি	১৲
ঘৃত, চন্দন, বাঁশ	৷০	মোল্লা	৷০
	২৲		২৲

দরিদ্র হিন্দুর শ্রাদ্ধ।		দরিদ্র মুসলমানের ৪র্থ ফতেহা।	
ব্রাহ্মণ	১৲	মোল্লা	১৲
কাপড়	১৲	খাদ্য	৷০
চাউল দাইল	২৲	তাম্রপাত্র প্রভৃতি	১৲
ব্রাহ্মণ ভোজন	১৲	দরিদ্র বিদায় (কড়ি)	৷০
তৈজস পত্র	১৲	১ম, ২য় ও ৩য়	
নাপিত	৷০	ফতেহার খরচ	২৷৷০
ধূপা	৷০		৫৲
বিবিধ	৷৷০		
	৭৲		

টেলার সাহেবের ব্যয় তালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। টেলার লিখিয়াছেন, "ঐ সময় ঢাকা জেলায় সাধারণ একটি মজুরের ভোজনে দৈনিক ৴১২৷৷ আড়াই পয়সা মাত্র ব্যয় হইত। দুইজন চারজন একত্রে বাস করিলে গড়ে প্রতিজনের খরচ ৴১২৷৷ অপেক্ষাও কম পড়িত। ঐ সময় ঢাকায় কোন সরাই বা হোটেলখানা ছিল না। আগন্তুক লোক আখরায়

ভোজন করিত। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত আফিসের কর্ম্মচারীরাও আখরায় খাইয়া কার্য্য করিতেন। ঢাকা সহরে তখন অনেক আখরা ছিল। আখরায় প্রতিজনে রোজ খোরাকী এক আনা করিয়া দিলেই দুই বেলা ডাল ভাত উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়া যাইত। সুতরাং তখন ২৲ দুই টাকায় ৬০।৭০ জন লোক সাধারণভাবে ভোজন করিতে পারিত—ইহা অতিশয় উক্তি নহে।

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ।

১৮৬৫ সনে এ জেলায় চাউল বেশ সস্তা ছিল। ঐ সনে উৎকৃষ্ট চাউল প্রতি টাকায় ১৪ সের, আতব চাউল ৩০ সের ও সাধারণ চাউল টাকায় এক মণ ছিল। ঐ সনে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যায়। ক্রমে এ জেলা হইতে বহু চাউল উড়িষ্যায় প্রেরিত হয়। ১৮৬৬ সনে একেবারে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এ জেলায়ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ বৎসর প্রতি মাসে শস্যের মুল্য কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল।

সময়	উৎকৃষ্ট চাউল	আতব চাউল	সাধারণ চাউল	খেশারি দাইল	নূতন চাউল
মে, জুন, জুলাই	/৬ সের	/৮ সের	।৯ সের	।৯ সের	—
আগষ্ট	/৫॥ সের	/৮ সের	/৮ সের	।৪॥ সের	—
সেপ্টেম্বর	/৬-৭ ছটাক	/৮ সের	/৯ সের	।৬ সের	—
অক্টোবর	/৫॥ সের	/৮ সের	/৯ সের	।৪৵ সের	—
নবেম্বর	/৬ সের	।১ সের	/৫ সের	।৪ সের	৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ঢাকার তদানিন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ক্লে সাহেব লিখিয়াছেন, ঐ সময় সাধারণ লোক এক বেলা খাইত এবং বহু লোক চিনা কাওন খাইয়া দিনযাপন করিত। অনেক ভদ্র পরিবারেরও এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দিন অতিবাহিত হইত। কেহ কেহ বার্লি, সাগু ও ফল মূল খাইয়া থাকিত। এই সময় ঢাকার স্থানে স্থানে অন্নছত্র স্থাপন করিয়া অনেক সহৃদয় লোক দরিদ্র ভিখারীদিগকে অন্নদান করিতেন।

লঙ্গরখানা।

গণি মিঞা সাহেব দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়া ভিখারী প্রতিপালনের জন্য "লঙ্গরখানা" স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লঙ্গরখানায় বহু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক প্রতিপালিত হইয়াছিল।*

সে বৎসর বৃষ্টিমাত্র ২৯·৪২ ইঞ্চি হইয়াছিল।

পর বৎসরের মধ্যভাগে জিনিসের দর কমিয়াছিল। ঐ সময় ঢাকায় যে সকল জিনিষ ক্রয় বিক্রয় হইত, তাহার মূল্য প্রদত্ত হইল।

পাট (ভাল) প্রতি মণ		...	২।/০
পাট (সাধারণ)	„	...	২৶০
তিসি	„	...	২৸০
সরিষা	„	...	২৷৶০
তিল	„	...	২৷/০

* ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে খাজে আবদুলগণি বাহাদুর (পরে নবাব বাহাদুর) দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ জন্য এই "লঙ্গরখানা" স্থাপন করেন। বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। "পুরব দরওয়াজা মহল্লায়" এই আশ্রম স্থাপিত ছিল।

ভারতীয় রবরের বল	"	...	৩০৲
লাঙ্কা (লম্বা)	"	...	৮৲
লাঙ্কা (পাত)	"	...	১২৸৶০
লাঙ্কা (বীজোৎপন্ন)	"	...	১০৸০
শুপারি (মাণিকচণ্ডী ?)		...	৭৸০
শুপারি (রায়পুরা)	"	...	৭।০
চাউল (সাধারণ)	"	...	১৸৶০
চাউল (রাইমুখী)	"	...	২৶০
কত (মথা)	"	...	১২৸০
ঘৃত (মধ্যম)	"	..	২৭৷০
তামাক পাতা	"	...	৮।০
" নিকৃষ্ট	"	...	৪৶০
হরিদ্রা	"	...	৫৷০
তুলা	"	...	২২৷০
কাপাস বীজসহ	"	..	৭৷৶০
শুকনা মরিচ	"	...	৫৶০
ধান	"	...	১৶০
সরিষা তৈল	"	...	১০৸০
বুট (পাটনাই)	"	...	২৶০
বুট (দেশী)	"	...	১৸৶০
কলাই	"	...	১৷০
মুগ	"	...	২৷৶০
গম (চাম্পুরী)	"	...	২৸০
গম (গঙ্গাজলী)	"	...	২৷৶০

বার্লি	মণ প্রতি	... ২॥•
ঢাকাই সাবান	„	... ১০৲
গোল মরিচ	„	... ১২॥•
লবণ	„	... ৫৲
চাকের মোম	„	... ৪৮৲
„ „ (মিশ্রিত)	„	.. ৩৮৲
দস্তা	„	... ১৩॥•
টিন বা রাং	„	... ৩২॥•
লোহা (বিলাতি)	„	... ৫৲
লোহা (দেশী)	„	... ৭৲
তামার নূতন জিনিস	„	... ৫০৲
তামার পুরাতন জিনিস	„	.. ৩৫৲
সোণার মোহর (নূতন)	১টা	... ১৫।•
সোণার পাত (চীনা)	প্রতি ভরি	... ১৬।৵•
চূণ	১০০ মণ	... ৫৭৲
ছালা (পূর্ব্ব দেশী)	১০০টা	... ১৫৲
ছালা (বিক্রমপুরী)	„	... ১৫৲
ছালা (কগুরা)	„	... ১৩॥•
চামরা (মৃত পশুর)	„	...১০০৲—১২৫৲
চামরা (ধৃত পশুর)	„	...১৫০৲—১৭৫৲

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পুর্ব্বেও এ জেলায় চাউলের মণ দেড় টাকা ছিল। তখন সাধারণভাবে থাকিতে গেলে জন প্রতি মাসে ২।৩৲ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। ১৮৭১ সনে ঢাকার তদানিন্তন

২৫ বৎসর পুর্ব্বের পারিবারিক ব্যয়।

কালেক্টর ৫ জন লোক-সমন্বিত ধনী পরিবারের মাসিক ব্যয় দুগ্ধ ঘৃত সহ ২ পাউণ্ড ৬ পেন্স (তৎকালীন ২০।০) অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়াই এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই হিসাব প্রদত্ত হইল। তখন চাউলের মণ দেড় টাকা ছিল।

পরিবারে লোক পাঁচজন। ৩ জন পরিণত বয়স্ক ও ২ জন অল্প বয়স্ক।

চাউল	৩/ মণ	৪॥০
দাইল	।০ সের	৸০
লবণ	/২	।০
তৈল	/৫	১॥০
মাছ	১ দফা	২৲
তরকারী	„	৸০
হরিদ্রা	„	/০
লঙ্কা	„	৵০
মসলা	„	৶০
পান গুপারি	„	[illegible]
তামাক	„	।০
চিনি	„	১৲
দুগ্ধ	„	১॥০
ফল ফলারি	„	॥৶০
চাকর	„	।০
লাকুরী	„	১৲
বস্ত্রাদি পোষাক পরিচ্ছদ		৩৲

গৃহ মেরামত	১॥০
বিবিধ	।০
	২০।০

হাণ্টার সাহেব এই তালিকার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, এইরূপ জনসংখ্যাযুক্ত (৫ জন) গৃহস্থ পরিবারে ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প ব্যয় পড়িত। গৃহস্থ চাউল, দাইল, তরিতরকারি, রশুন, পিয়াজ, লঙ্কা, তামাক, গুপারি সকলই নিজ ক্ষেত্রে উৎপন্ন করে। মৎস্য ও অবসর সময় প্রায় প্রতিদিনই ধরিয়া আনে।

তিনি এইরূপ গৃহস্থ পরিবারের মাসিক ব্যয় তাহাদের ক্ষেত্রে উপার্জ্জিত জিনিসের মূল্য ধরিয়াও ১০৲ টাকার অধিক অনুমান করেন না। হাণ্টার সাহেবের প্রদর্শিত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই হিসাবের পার্শ্বে ঐরূপ সাধারণ গৃহস্থ গৃহের বর্ত্তমান ব্যয়ও প্রদর্শিত হইল।

পরিবার—সাধারণ গৃহস্থ ; জনসংখ্যা ৫ পাঁচজন। ৩ জন পরিণত বয়স্ক, ২ জন অল্প বয়স্ক।

জিনিস	পরিমাণ	মূল্য	বর্ত্তমান সময়ের বাজার দর।
চাউল	৩॥০ মণ	৪৸০	১৯।০
দাইল	/৮ সের	॥০	১॥০
লবণ	/২	।০	⁄১০
তৈল	/২	॥⁄০	১৵০
তরকারী	১ দফা	।০	২৲
চিনি গুর	১ দফা	।০	১৲
হরিদ্রা		/০	⁄০

লঙ্কা	৶৹	॥৹
পিয়াজ	/৹	/৹
পান সুপারি	।৹	১৲
জ্বালানি কাষ্ঠ	॥৹	৪৲
মাছ	॥৹	৪৲
কাপড় ইত্যাদি	৸৹	৪৲
ঘর মেরামত	।৹	—
অতিরিক্ত	।৵৹	—
	৯॥৹	৩৭৸১৹

গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষবিধি (Famine Coad) অনুসারে টাকায় দশ সের চাউল বিক্রী হইলেই "দুর্ভিক্ষ" বলিয়া গণ্য করা হয়। ঢাকায় সর্ব্বত্র সাধারণ চাউল ৫॥৹ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে! চাউলের এই মূল্য এখন প্রায় স্থায়ী মূল্যে দাঁড়াইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুদীর্ঘ "আকালের" কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন না। তখন অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গকে "আকালমারা" দেশ বলিয়া মনে করিতেন।* উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ ঢাকাতে এখন আর হইতেই পারে না—এইরূপ ধারণাও অনেকের ছিল।†

* "Owing to the increased and improved means of Communication a local famine in Eastern Bengal is now impossible."

† "A famine such as that which occurred in Orissa is all but impossible in Dacca at the present day." W. W. Hunter.

শ্রমজীবী।

পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে চাকরের বেতন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে "পেটে-ভাতেই" লোক চাকুরী করিত। ২।৪।১০ দিনের কাজ লোক ডাকিয়া আনিয়া মুখের দুটী মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ও করাইয়া লওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় "জীবন সংগ্রাম" তখন ছিল না, তাই বিনা পয়সায় অথবা পেটেভাতে এইরূপ কাজ হইত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১২ বৎসরের বালক চাকরের বেতন মাসিক ৵০ আনা হইতে।০ আনা ছিল। ১৮৭০ সনেও ঢাকায় বালক চাকরের বেতন।০ আনা ছিল। ঐ সময় পূর্ণ বয়স্ক চাকরের বেতন ১৷৷০ পর্য্যন্ত ছিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দৈনিক "ঘরামী" এক বেলা খাইয়া ৵০ আনা ও 'আপখোরাকী' ৶০ আনা পাইত। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের উপার্জ্জন কিরূপ ছিল, তাহা জেলা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল।

সাধারণ দৈনিক মজুর	মাসিক	৩৸০
ভাল „ „	„	৫৲—৬৲
রাজমিস্ত্রি	„	৪৲—১২৲
সূত্রধার	„	৭৷৷—১৩৲
কর্ম্মকার	„	১০৲
স্বর্ণকার	„	১২৲

সাহেবদিগের চাকরের বেতন।

ইয়োরোপীয় বণিকসমাজ যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় পয়সা লইয়া চাকুরী করিবার প্রথা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না। ভদ্রলোকদিগের গৃহকার্য্য ক্রীতদাস বা গোলাম দ্বারা পরি-

চালিত হইত। ক্রিতদাসের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চাকুরী করিত। অন্যান্য কার্য্যের জন্য সকলেই 'নানকার' 'নাখেরাজ' প্রভৃতি ভোগাধিকারের স্বত্ব পাইয়া কার্য্য করিত। ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণ তখন চাকর অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেন। যে চাকর যখন যাহা দাবী করিত, তাহাকে তাহা দিয়াই কার্য্য করাইতে বাধ্য হইতেন।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তদানিন্তন কোর্ট অব জমিন্দার্স বা জমিদার সভা সাহেবদিগের এইরূপ অসুবিধা দেখিয়া তাঁহাদিগের চাকরের বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কোন্ শ্রেণীর লোকের কিরূপ বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খানসামা	মাসিক	৫৲
চোপদার	"	৫৲
বাবুর্চ্চি	"	৫৲
কোচওয়ান	"	৫৲
প্রধান চাকরাণী	"	৫৲
জমাদার	"	৪৲
বাবুর্চ্চির সাহায্যকারী	"	৩৲
ধাত্রী	"	৩৲
প্রধান বেহারা	"	৩৲
সাহায্যকারিণী দাসী	"	৩৲
পিয়ন	"	২॥০
বেহারা	"	২॥০
ধোপা (বিবাহিত ব্যক্তির)	"	৩৲
ধোপা (অবিবাহিত ব্যক্তির)	"	১॥০

ঘোড়ার সহিস	„	২৲
মশালচি	„	২৲
নাপিত	„	১৷৷০
কারপরদার	„	২৲
মালী	„	২৲
ঘোড়ার ঘেসেরা	„	১৷৷০

এই হার কিছুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পর দেশীয় লোক ভয়ে ও নানা কারণে সাহেবদিগের নিকট চাকুরী করিতে সাহস পাইত না। অগত্যা সাহেবেরা পূর্ব্বোক্ত হার ধার্য্য থাকা সত্ত্বেও ইহাদিগের বেতন দ্বিগুণ এবং কোন স্থলে ত্রিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রমজীবীদিগের ন্যায় কৃষিজীবীদিগেরও পারিশ্রমিকের হার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে।*

শ্রমজীবীর বেতন।

শ্রমজীবীদিগের বর্ত্তমান সময়ের পারিশ্রমিক ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটীয়ার হইতে উদ্ধৃত হইল।

উৎকৃষ্ট মিস্ত্রি দৈনিক		৸০
সাধারণ „	„	।৶০

* শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদিগের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কারণ প্রদর্শন করিয়া টেলার সাহেব লিখিয়াছেন ;— "The repeal of the duties on the exportation of the grains ; the abolition of the Arcot currency, which had long pressed as a heavy barden on the agrecultural classes ; the permanent settlement ; the rapid decline of manufactures and the introduction of indigo and swfflower as articles of produce for foreign markets hove all contributed to produce an extention of cultivation and to rise the price of agrecultural and common labour considerably above what it was in former time."

উৎকৃষ্ট সূত্রধার	„	॥৶০
সাধারণ „	„	।৶০
কুলী	„	।/০
স্ত্রীলোক	„	৶১০
বালক	„	৵১০
ঘরামী	„	।/১০
উৎকৃষ্ট কর্ম্মকার	„	॥/০
সাধারণ	„	।৵০

জীবিকা।

ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত।

এই জেলার মোট অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ১৭২৯৯০৮ জন কৃষিজীবী, ৪৯৩০৬৫ জন শিল্পজীবি, ৪৭৯১৪ জন বাণিজ্যব্যবসায়ী ও ৭১৩১০ জন পৈত্রিক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া আছে। জেলার লোক সমষ্টির হিসাবে গড়ে হাজার প্রতি ৬৫৩ জন কৃষিজীবি, ১৮৬ জন শিল্পজীবি, ১৮ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং ২৬ জন পৈত্রিক ব্যবসায়ী।

প্রকৃত ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ী বলিয়া যে সংখ্যা প্রদত্ত হইল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রদত্ত সংখ্যার সকলেই ব্যবসায় লিপ্ত নহে। কৃষিজীবিদিগের মধ্যে শত করা ২৯ জন মাত্র কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ শিল্প ব্যবসায় শতকরা ৩৩ জন, বাণিজ্য ব্যবসায় শতকরা ২৮ জন ও পৈত্রিক ব্যবসায় শত করা ৩৬ জন নিযুক্ত আছে। অবশিষ্ট, স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম, অকর্ম্মণ্য অথবা অন্যান্য কারণে প্রকৃত কার্য্যকারীদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় চাকুরীজীবির সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালা ও আসামের সর্ব্বত্র এই জেলার লোক দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিক্রমপুর পরগণার লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মাণিকগঞ্জের অনেক লোক নানা-স্থানে দপ্তরির ও খানসামার কার্য্য করিয়া থাকে।(১) বিক্রম-পুরবাসীদিগের অধ্যবসায়ের তুলনা নাই। কোন জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেট লিখিয়াছেন, "অভাব এবং দারিদ্রতাই ইহাদিগকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়াছে।"*

চাকুরীজীবীর সংখ্যা।

শ্রীনগর থানার শতকরা ৫৩ জনকে কৃষি ব্যতিরেকে কেবল চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। মুন্সীগঞ্জের শতকরা ৩৯ জনকে কৃষি ব্যতিরেকে চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, ঢাকার অন্যান্য স্থানে চাকুরী-জীবির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কৃষিজীবির সংখ্যা বেশী। কাপাসিয়া থানায় শতকরা ১৩ জন মাত্র কৃষি ব্যতিরেকে চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।‡

ঢাকা জেলার তালুকদারদিগের মধ্যে ১৭৩৬ জন চাকুরী ব্যবসায়ী। ইহাদের ১৬৮০ জন পুরুষ ও ৫৬ জন স্ত্রীলোক। প্রজা সাধারণের মধ্যে ৩৬৩৬৩ জন চাকুরী ব্যবসায়ী। ইহাদের ৩৫৫৮৮ জন পুরুষ ও ৭৭৫ জন স্ত্রীলোক। এ জেলার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কত জন চাকুরী ব্যবসায়ী ও কত জন কিরূপ

(১) Manikgunge Subdivision supplies the Eastern Districts with Khansamahs and Duftries. (G. A. Re 18 75-76.)

* The migratory tendency (of the men of Bikrampur) is the result of poverty or rather *res angusta domia* and dire necessity."

‡ Census Report Page 21. (1901)

ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ঋ"।)

অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য।

উপার্জ্জন অক্ষম বালক বালিকা ব্যতীত এ জেলায় ৫৬১৮ জন লোক শারীরিক ব্যাধিতে অকর্ম্মণ্য। তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পাগল	১৩৯৮	৮৬৯	৫২৯
কালা-বোবা	১৭০৬	৯৭২	৭৩৪
অন্ধ	১৮৩৩	১০৪১	৮১২
কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ	৬৭০	৫১৫	১৫৫
	৫৬২৭*	৩৩৯৭	২২৩০

যাহারা মস্তিষ্কের বিকৃতি দোষে পাগল হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই "গাঁজা খোর।" কেহ কেহ মনে করেন গাঁজার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায় গাঁজা না খাইতে পাইয়া অনেক পাগল হইয়াছে।†

এ জেলায় ধানের চাষে ৯ লক্ষ একর বা ২৭ লক্ষ বিঘা জমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জেলার প্রকৃত লোক সংখ্যাও ২৭ লক্ষ। সুতরাং ধানীজমি জন প্রতি ১ বিঘা করিয়া পড়িয়াছে। এ জেলায় ধানের চাষে যে জমি ব্যবহৃত আছে, তাহা জেলার লোক প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঢাকা জেলার অধিবাসী

* ৯ জন লোকের একাধিক ব্যাধিহেতু সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মোট ৫৬১৮ জন হইবে।

† In Dacca it had been suggested that the diminished consumption of gunja, due to the higher price of the drugs, may also have contributed to the result. (Census Report 1901.)

পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের ফসলের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।*

ঢাকার কমিশনার লায়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "এই জেলার সাধারণ লোকের অবস্থা সময় সময় অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের রুচি, সখ, আমোদ-প্রমোদ, বাড়ী-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কারপত্র এবং স্ত্রীর সংখ্যাধিক্যের (!) বিষয় আলোচনা করিলে তাহাদিগের অভ্যন্তরিক শোচনীয়তা অনুভূত হয় না।" এই মন্তব্য সকল স্থলে ঠিক নহে। সহরের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য হইতে পারে।

দস্যুতা ও ডাকাতি।

✓ সে সময়ে দস্যুর ভয়ে দেশের লোক অস্থির থাকিত। অনেক ভদ্র গৃহস্থ তখন দস্যু প্রতিপালন করিতেন এবং সময় সময় নিজেরাও দস্যুবৃত্তি করিতেন। ধলেশ্বরীর উত্তরতীরভাগ নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ঐ সকল জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দস্যু লুক্কাইত থাকিত ও পথিকের প্রাণ হনন করিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

স্থলদস্যু—ভাওয়ালের জঙ্গলে।

ভাওয়ালের বনে কেহ একা পথ চলিতে পারিত না। এই বনে বহু দুর্ভাগ্য পথিককে দস্যুহস্তে বিপন্ন হইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছে। ঢাকা হইতে টোক পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, ঐ পথের পার্শ্বে,

* "Dacca does not maintain its population with its own product, but depends in a great measure on Mymensingh, Sylhet, Tipparah and Bakergunge for food importation and so long as these Districts are safe there is little fear for Dacca.

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'মুদী দোকান' ছিল। দোকানীদিগের সহিত দস্যুদিগের যোগ থাকিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাগত পথিকদিগকে যথারীতি আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়া গভীর নিশীথে সেই আশ্রয়দাতা মুদীই সংহারক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আশ্রিত পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।*

এই বনে একা কেহ পথ চলিত না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথিকগণ আসিয়া একে একে ঐ সকল দোকানে মিলিত হইত, ক্রমে

* ময়মনসিংহবাসী কোন ভুক্তভোগী ভদ্রলোক এই সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ ;—

"আমরা ঢাকা কলেজে পড়িতাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর ঢাকা রওয়ানা হইয়াছি। আমরা যখন জঙ্গলের ভিতর দোকানে আশ্রয় লইয়াছি, তখন রাত্র অনুমান ৮টা বাজিয়াছে। আমরা ৪ জন, আমরা দোকানীকে দোকানে না পাইয়া নিজ হস্তেই আহারাদির যোগাড় করিয়া আহার করিলাম। ঐ দোকানে আরও দুইটী পথিক ছিল। তাহারা বলিল, দোকানী এই মাত্র তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা শয়ন করিলাম, মশকের অত্যাচারে আমার সুনিদ্রা হইল না। আমার সঙ্গীর বেহারা ও ছাত্র দুটী বেশ ঘুমাইতে লাগিল। রাত্রি ১॥টা কি ২টার সময় আমাদের পূর্ব্বাগত লোক দুটীর চীৎকারে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরাও চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া আলো জ্বালিলাম, দেখি ভয়ানক কাণ্ড। সেই লোক দুটী অপর একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে লইয়া মাটীতে গড়াগড়ি করিতেছে। আমাদের বহু লোকের স্বর শুনিয়া আরও ২।৩টা লোক দরজা ঠেলিয়া চম্পট দিল। আমরা লোকটাকে বাঁধিলাম, ইনিই দোকানদার। দোকানদার আমাদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। লোক দুটা বলিল, দোকানদার তাহাদের "পুঁটুলিটী" চুরি করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। আমরা দোকানীকে শাসাইলাম। সেও আমাদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। আর ঘুম হইল না। ***"

৫।৭।১০ জন মিলিত হইলে সকলে মিলিয়া রাত্রি থাকিতে পুনরায় রওয়ানা হইত। রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর ভয়ে পথিকগণ মশাল জ্বালিয়া এই ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিতেন।

ঠগ।

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই জঙ্গলে দেশীয় দস্যু ব্যতীত পশ্চিম দেশীয় ঠগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই ঠগী সম্প্রদায় তখন ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া ঐ সকল দোকানে অন্যান্য পথিকের সহিত মিলিত হইত ও একত্র বনপথ অতিক্রম করিতে যাইয়া নিরীহ পথিকের গলদেশে গামছা বাধিয়া তাহাকে বিপন্ন করিত, এদিকে সেই ভদ্রবেশধারী ঠগের ইঙ্গিতে এদিক ওদিক হইতে আরও ২।৪ জন আসিয়া সেই পথিকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত।

ঠগী দমন—লেপ্টেন্যাণ্ট শ্লিম্যান।

এই সকল ঠগ দমনের জন্য ১৮৩৫ সনে লেপ্টেন্যাণ্ট শ্লিম্যান ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকায় ও ময়মনসিংহে ঠগী আফিস স্থাপিত হয়। নবাবের টাঁকশালা (বর্ত্তমান জেল হাসপাতাল) ঠগী কারাগারে পরিণত হয়। ক্রমে বহু ঠগ ধরা পড়ে। এইরূপে পশ্চিমা ঠগের উপদ্রব নিবারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু ডাকাতের উপদ্রবও কিছুকালের জন্য নিবারিত হইয়াছিল। অতঃপর ঠগী আফিস উঠিয়া গেলে, ভাওয়ালের জঙ্গল পুনরায় দস্যু ডাকাতের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

জলদস্যু।

জেলার দক্ষিণভাগে স্থলদস্যুর তেমন ভয় ছিল না। দক্ষিণে—পদ্মায়, পশ্চিমে—যমুনায় ও পূর্ব্বভাগে—মেঘনায় জলদস্যুর ভয় প্রবল ছিল। সেকালে

গয়া, কাশী তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা বিরল ছিল না, কিন্তু দুই-চারিজন সঙ্গী মাত্র লইয়া কেহই তীর্থে যাইতে সাহসী হইত না। ২।৪।১০ গ্রামের লোক একত্রে ৮।১০ খানা নৌকা করিয়া এক বহরে তীর্থযাত্রা করিত। এইরূপ দলবদ্ধ অবস্থাতেও দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইত। মেঘনা, যবুনা ও পদ্মায় দস্যুর দল নৌকাযোগে বিচরণ করিত। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নবঙ্গের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল সাহেব এইরূপ একদল জলদস্যু হস্তে পড়িয়া ভয়ানক আহত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন রেনেল সাহেব ঢাকায় অবস্থান করিতেন।

লক্ষ্মার মধ্যে একডালার বাঁক; বৈদ্যেরবাজারের নিকট মেঘনার "থাড়ি," পদ্মা-যবুনার সঙ্গম স্থল—বাইশকোদালিয়ার মোহনা প্রভৃতি ডাকাতির প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পদ্মা পাড়ের লাঠিয়ালেরা দিনে লাঠি মারিত ও রাত্রে ডাকাতি করিত। রেনেল সাহেব আরোগ্য হইয়া এই সকল জলদস্যু দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন জলদস্যু নিবারণের জন্য জল পুলিসের ব্যবস্থা ছিল। এখনও ঢাকায় জলপুলিস আছে।

৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যশোহরের কিচকেরা ঢাকার স্থানে স্থানে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত।

বর্ত্তমান সময় এই জেলায় ডাকাতির সংখ্যা কম। ১৮৯৬ সনে ১৭টী ডাকাতি হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৯৭ সনে ২টী, ১৮৯৮ সনে ২টী, ১৮৯৯ সনে ৯টী, ১৯০০ সনে ১৭টী, ১৯০১ সনে ৩টী ও ১৯০২ সনে ৪টী ডাকাতি হইয়াছে।

জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য।

মোটের উপর ঢাকা জেলার জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল।

ঢাকার দক্ষিণভাগ নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও বর্ষা অন্তে তাহাতে জল আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ঐ স্থানের স্বাস্থ্যও মন্দ নহে। মাণিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক। ভাওয়ালের জলবায়ু খুব ভাল নহে। শীতললক্ষার তীরবর্ত্তী স্থানের স্বাস্থ্য ও জলবায়ু উৎকৃষ্ট। সদরের সাধারণ জলবায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল কিন্তু সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির অনেক গৃহই ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর। গৃহগুলির অবস্থিতির নমুনাও ভাল নহে। ঐ সকল স্থানে সদাসর্ব্বদা অস্বাস্থ্যজনিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জ স্বাস্থ্যকর স্থান। শীতল লক্ষার পানীয় জল অতি উৎকৃষ্ট।

এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জ্বর, প্লীহা, উদরাময়, অজীর্ণ, কুরণ্ড, গোদ এবং চর্ম্মরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক।

'কলেরা।'

১৮১৭ সনে প্রথম যশোহরে "কলেরা" আরম্ভ হয়। যশোহরের কলেরা ক্রমে ঢাকায় বিস্তৃত হয়। জলের কল স্থাপনের পূর্ব্বে ঢাকা সহরে প্রায় সদাসর্ব্বদাই কলেরা দেখা দিত। ঢাকা সহরের গলিগুলি বড়ই অপরিষ্কার এই কারণেও অনেক সময় ঢাকায় কলেরা দেখা দিয়া থাকে।

এই জেলায় দশ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ঞ"।)

গো-মরক।

১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাসে এ জেলার উত্তরভাগে গো-মরক আরম্ভ হয়। এপ্রিল, মে, জুন, এই তিন মাসে বহু সহস্র গো কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৭০ সনেও পুনরায় মরক উপস্থিত হইয়াছিল। এই মরকে

গবর্ণমেণ্ট পিলখানার ২৫টী হাতী এবং বহু গরু মারা যায়। এর পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন মরক উপস্থিত হয় নাই।

'মেট্রলজি।'

ঢাকা জেলায় বায়ুর উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান। এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মৃত্তিকা আর্দ্র থাকে। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উষ্ণতা গড়ে ৮৪° ডিক্রি থাকে। শীতকালে ৬৭° ডিক্রি পর্য্যন্ত হয়। বৎসর গড়ে ৭২" ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। গড়ে মে মাসে ৯.৬; জুন মাসে ১২.৭; জুলাই মাসে ১৩.৫ এবং আগষ্ট মাসে ১২.৬; সেপ্টেম্বরে ইঞ্চিরও কম এবং অক্টোবরে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। অবশিষ্ট বৃষ্টি অন্যান্য সময় হয়। চারি বৎসরের বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ট"।)

দৈব ঘটনা।

ভূমিকম্প।

১৭৬২ সনের এপ্রিল মাসে এ জেলায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে অনেক খালবিল উত্থিত হইয়া নৌকা চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া ফেলে। অতঃপর ১৭৭৫ সনের ১০ই এপ্রিল ও ১৮১২ সনের ১১ই মে প্রবল ভূমিকম্প হয়। এরপর ১৮৯৭ সনের ১২ই জুনের ভূমিকম্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ ভূমিকম্পেও জেলার উত্তরাংশের অনেক খালবিলের মুখ বন্ধ করিয়াছে এবং বহু দালান কোঠা ও প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে। এই ভূমিকম্পে ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ রেল চলা বন্ধ ছিল। ১২৯২ সনের ৩০শে আষাঢ়ের ভূমিকম্পেও জেলার কোন কোন স্থানের ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৮৮ সনের ৭ই এপ্রিল ঢাকায় ভীষণ তুর্ণড হয়। ঐ তুর্ণডে ঢাকা সহরের ৩৫২৭ খানা গৃহ একেবারে ধরাশায়ী হয়। ঢাকার বর্ত্তমান নবাব বাড়ী এবং সহরের ১৪৮ খানা ইষ্টকালয় ভগ্ন হয়। ১২১ খানা নৌকা ও পুলিস ষ্টিমার জলমগ্ন হয়। এতদ্ব্যতীত ১৩০ জন লোক হত ও ১৫০০ লোক আহত হইয়াছিল।

তুর্ণড।

এই বাত্যা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দিক হইতে ঢাকা সদর ষ্টেসনের দিকে আসিয়াছিল। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৫।৬ খানা গ্রাম নষ্ট হইয়াছিল এবং ৭০ জন লোক হত হইয়াছিল।

১৯০২ সনের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার তুর্ণড হয়। এইবার পাড়জোয়ারের দিক হইতে বায়ু প্রবলবেগে আসিয়া ঢাকা অতিক্রম করিয়া বক্রগতিতে পূর্ব্বাভিমুখে ১৬ মাইল পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এই ১৬ মাইল পথের কোন কোন স্থানে ২০০ হাত কোথাও বা অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বহু ঘর ভগ্ন ও বৃক্ষ উৎপাটীত করিয়াছিল। এই বাত্যার প্রকোপেও ৩৮ জন লোক হত এবং ৩৩৮ জন আহত হইয়াছিল।

সময় সময় জলপ্লাবনে এ জেলার বহু অনিষ্টসাধন করিয়াছে। ১৭৮৭-৮৮ সনে এ জেলায় ভীষণ জলপ্লাবন হয়। এই জলপ্লাবনে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই জলপ্লাবন ডাক্তার টেলার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন, "মার্চ্চ মাসে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে এবং জুলাইর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হয়। ফলে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ ডুবাইয়া ফেলে। এরূপ প্লাবন আর কখনও দেখা যায় নাই। ঢাকা সহর অন্যান্য প্লাবনে

জলপ্লাবন।

জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু এই প্লাবন-স্রোত সহরের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়াছিল। বড় বড় বেপারী নৌকা সহরের বড় বড় রাস্তার উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত। জেলার অধিবাসীগণ গৃহ বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল। কেহ কেহ বাঁশের মঞ্চ বাঁধিয়া বাস্তু ভিটার উপর রাত্রিযাপন করিত।

"এই প্লাবনে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে চাউল ও অন্যান্য শস্য একেবারে অভাব হইয়া পড়িল। ১০৲ টাকা মণ দরেও চাউল পাওয়া গেল না। প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আট দশ হাজার লোক সাধারণের ব্যয়ে খাদ্য পাইয়াছিল।"

১৮৩৩-৩৪ সনে পুনরায় জলপ্লাবন হয়। এই প্লাবনের কোন বিবরণ সরকারী কাগজপত্রে প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

১৮৭০ সনের প্লাবনে বিক্রমপুরের অনেক ক্ষতি হয়।

মুন্সীগঞ্জের ও মাণিকগঞ্জের দক্ষিণভাগ প্রতি বৎসর পদ্মার খরপ্রবাহে ও উশৃঙ্খল প্লাবনে বিলয় হইয়া যাইতেছে। পদ্মার সন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসীদিগের নিকট এ দৈব ঘটনা এখন আর চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে গণনীয় নহে।

১৮৬৫ সনে এ জেলায় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত বৎসরে মাত্র ২৯.০২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল। এই অনাবৃষ্টিতে ১৮৬৬ সনে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

অনাবৃষ্টি।

একাদশ অধ্যায়।

বিবিধ।

রেল। ষ্টিমার। পুলিস ও গ্রাম্যপুলিস। সৈন্য। জেলখানা। ডাক—ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম; ডাক টেক্স; জমিদারী ডাকঘর ও গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর। টেলিগ্রাফ। রাজসম্মান বা উপাধি। রাজনৈতিক সভা। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ।

রেল।

১৮৮৫ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে রেল চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে জয়দেবপুর পর্য্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৬ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহের মধ্যে এ জেলার অধীন ১১টী ষ্টেসন। (১) নারায়ণগঞ্জ, (২) চাসারা, (৩) দোলাইগঞ্জ, (৪) ঢাকা, (৫) কুর্ম্মিটোলা, (৬) টঙ্গী, (৭) জয়দেবপুর, (৮) রাজেন্দ্রপুর, (৯) শ্রীপুর, (১০) সাতখামাইর ও (১১) কাওরাইদ।

এই জেলায় মোট ৫২ মাইল রেল লাইন।

ষ্টিমার।

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে গবর্ণমেণ্ট ঢাকা, কলিকাতা ও আসামের সহিত ষ্টিমার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ঐ সময় নিয়ম

মত ষ্টিমার চলিত না। ইহার পর আরও কতকগুলি ষ্টিমার কোং এই পথে ষ্টিমার চালাইতে আরম্ভ করে।

১৮৬২ সনের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হয়। তখন ঢাকার কমিসনার মিঃ বাক্‌-ল্যাণ্ডের যত্নে ঢাকা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রীতিমত ষ্টিমার চালিত হয়। ইহার পর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হইলে ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান সময় জেলার দুই পার্শ্বে ২টী ষ্টিমার লাইন আছে। একটি পদ্মায় ও মেঘনায়, অপরটী যমুনায়। উভয় লাইনেই "রিভার ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর" ও "ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর" ষ্টিমার চলিয়া থাকে। এই লাইনের ষ্টিমার প্রত্যহ মাল, আরোহী ও ডাক লইয়া গোয়ালন্দ হইতে পদ্মা, মেঘনা ও শীতললক্ষ্যা দিয়া নারায়ণগঞ্জ আইসে এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীহট্ট, কাছাড়, চাঁদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যায়। এই লাইনে এ জেলার অধীন ১৯টী ষ্টেসন। (১) কাঞ্চনপুর, (২) জালালদী, (৩) মইনট, (৪) নরিষা, (৫) কাদির-পুর, (৬) মাউয়া, (৭) লৌহজঙ্গ (তাঁরপাসা), (৮) বহর, (৯) সাত-নল, (১০) কমলাঘাট, (১১) নারায়ণগঞ্জ, (১২) বৈদ্যেরবাজার, (১৩) বারদি, (১৪) শ্রীমদ্দি, (১৫) বিশনন্দী, (১৬) ভাঙ্গারচর, (১৭) নরসিংদি, (১৮) মনিপুরা ও (১৯) আমিরাবাদ বা রায়পুরা।

যমুনা লাইন সাধারণতঃ "আসাম লাইন" নামে পরিচিত। এই লাইনের ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে এ জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া যমুনা বাহিয়া আসাম যাতায়াত করে। এই জেলায় এই লাইনের একটি ষ্টেসনমাত্র তাহা—আরিচা।

ধলেশ্বরী সার্ব্বিস ষ্টিমার বর্ষায় গোয়ালন্দ হইতে ধলেশ্বরী দিয়া সাভার যাতায়াত করে।

সুন্দরবন ডিসপাচ সপ্তাহে একবার কলিকাতা হইতে মাল লইয়া বঙ্গোপসাগর ঘুরিয়া সুন্দরবনের পথে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া থাকে। আসাম-সুন্দর-বনডিচ্‌পাচ্‌ যবুনা বাহিয়া যায়। কুণ্ড জমিদারদিগের জাহাজও সুন্দরবন পথে কলিকাতা হইতে মাল লইয়া নারায়ণগঞ্জ, লোহজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। গত বৎসর হইতে ঢাকায় আর একটি নূতন কোং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পুলিস ও গ্রাম্য পুলিস।

১৮১৭ সনের পর হইতে এ জেলায় চৌকিদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৪০ সনে এ জেলায় ১৯০ জন চৌকিদার ও কনেষ্টবল ছিল। ১৮৬০ সনে কনেষ্টবলের সংখ্যা ২০০তে পরিণত হয়। ১৮৬৬ সনে চৌকিদারের সংখ্যা ২৯৮১ হয়। চৌকিদারের বেতন গবর্ণমেণ্ট ৩৲ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেন কিন্তু টেক্সদাতাগণ নিয়মমত টেক্স প্রদান করিতেন না বলিয়া চৌকিদারের বেতনেরও ইতর বিশেষ হইয়াছিল। তাহারা মাসিক ৷৹ * আনা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। ১৮৭৭ সনে এ জেলায় চৌকিদারী (৬ আইন) আইন প্রবর্ত্তিত হইলে এ জেলার চৌকিদারের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ জেলায়

---

* কমিসনার মিঃ এবারক্রম্বি লিখিয়াছেন, (1872-73) "I heard lately of one (Choukidar) whose pay list showed that if no one defaulted he would get Re 1-4 per annum just the amount of a subscription to the Mymensing newspaper. (বিজ্ঞাপনী)".

১৮৭১ সনে ২ জন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ৬৮ জন ইন্স্পেক্টর ও ও সব ইন্স্পেক্টর, ৩৬০ জন কনেষ্টবল, ৪ জন জল পুলিস ও ৩০৬৮ জন চৌকিদার ছিল।

বর্ত্তমান সময় (১৯০৫) এ জেলায় ৫ জন ইন্স্পেক্টর ৫২ জন সব ইন্স্পেক্টর ৩০ জন হেড কনেষ্টবল ও ১৪ জন রাইটার কনেষ্টবলসহ ৬১৩ জন কনেষ্টবল, ৩৫৬ জন দফাদার ও ৪২৪৪ জন চৌকিদার আছে। এতদ্ব্যতীত ১০০ মিলিটারী পুলিস আছে।

সৈন্য।

ঢাকার ময়দানে পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্যদল অবস্থান করিত, ঐ স্থান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অবধারিত হওয়ায় সেনা নিবাস লাল বাগে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৫৭ সনে লাল বাগের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া নানাদিকে চলিয়া যায় ও অনেকে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। এই দল '৭৩ সংখ্যক দেশীয় সৈন্য দল' নামে অভিহিত ছিল।

এর পর ঢাকার সৈন্য রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট দোলাইখালের তীরবর্ত্তী "ফলির মিল" নামক বৃহৎ আবাস ক্রয় করেন ও তাহাতে সৈন্য স্থাপন করেন। এই স্থানকে ১৮৬৭ সনের ১৪ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে 'ঢাকা সেনা নিবাস' বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। ১৮৬৬ সনে ঢাকায় কর্ণেল ফিসারের অধীন ৫ম সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্যদল অবস্থান করিত।

১৮৭৯ সনে ঢাকার দেশী সৈন্যদলকে ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ১৮৮০ সনে পুনরায় তাহাদিগকে ঢাকায় আনা হয়।

বর্ত্তমান সময় ইষ্টারেন বেঙ্গল ভলণ্টিয়ার রাইফেল সৈন্য

ঢাকার সদর-ষ্টেসনে অবস্থান করে। এই সৈন্যদল ছয়ভাগে বিভক্ত। ১৯০৩-০৪ সনে ইহাদের সংখ্যা ৩২৫ ছিল।

জেলখানা।

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান 'জেলখানা।' এই জেলে ১১৮৩ জন কয়েদীর স্থান আছে। সেণ্ট্রাল জেল ব্যতীত অপর তিন মহকুমার সদর ষ্টেসনে আরও তিনটী 'সবজেল' খানা আছে। ঐ তিনটীতে ৭৫ জন কয়েদী থাকিতে পারে। নারায়ণগঞ্জ জেলে ৩৬ জন, মুন্সীগঞ্জ জেলে ১৭ জন ও মাণিকগঞ্জ জেলে ২২ জন। সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদীদিগের দ্বারা কয়েদী-দিগের পরিধানের মোটা কাপড় ও বাজারে বিক্রয়ার্থ অনেক জিনিস প্রস্তুত করান হয়। এই জেলে পূর্ব্বে দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত।

ডাক।

ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম।

জেলা স্থাপনের পূর্ব্বেই ঢাকায় ডাকের বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) কলিকাতা হইতে ৪।৫ দিনে ঢাকায় চিঠিপত্র আসিত। চিঠিপত্র গবর্ণমেণ্টের বর-কন্দাজ দ্বারা প্রেরিত হইত। এই সময় চিঠির মাশুলের হার অধিক ছিল। ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় বড় 'পুলিন্দা' ও 'কাগজপত্র' সোমবার ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন অন্যদিনে কলিকাতার ডাকঘরে গৃহীত হইত না। সপ্তাহের মধ্যে এই দুইবারে কলি-কাতা হইতে বাঙ্গী ডাক মফঃস্বলে প্রেরিত হইত। চিঠির ডাকে ৯॥ X ৪ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি গৃহীত হইত না।

মাশুল ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত এক গুণ, ৩॥০ তোলা পর্য্যন্ত দ্বিগুণ, ৪॥০ তোলা পর্য্যন্ত তিন গুণ, ৫॥০ তোলা পর্য্যন্ত চার গুণ ছিল। স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুলের হারের তারতম্য হইত। ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি কলিকাতা হইতে বরাকপুর ও হুগলী পর্য্যন্ত মাশুল /০ আনা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ৵০ আনা, ভাগলপুর পর্য্যন্ত ৶০ দিনাজপুর, মুঙ্গের ও ঢাকা পর্য্যন্ত।০ আনা, পাটনা।/০ আনা, বক্সার পর্য্যন্ত।৵০ আনা ইত্যাদি।

কলিকাতা হইতে ঢাকায় ডাক আসিয়া পৌছিলে ঢাকা হইতে পুনরায় থানায় থানায় ডাক প্রেরিত হইত। অনেক মফঃস্বলের ব্যবসায়ী সাহেবেরা ঢাকায় ডাকের প্রতীক্ষায় লোক নিযুক্ত রাখিতেন। এইরূপ বিধি ব্যবস্থায় ডাক বিলি হইত।

১৭৯১ সনের ১৫ই জুলাই ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ডাক সরবরাহের জন্য টঙ্গী ও বরদিপুর নামক স্থানদ্বয়ে দুইটী ডাকঘর স্থাপিত হয়। এইরূপে যতই লোক ডাকের আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিল, ততই দিন দিন ডাক ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া লোকের অসুবিধা দূর হইতে লাগিল।

জমিদারী ডাক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের যে সকল সরকারী কাগজপত্র থানা ও ফাড়িথানায় যাইত, তাহার খরচ জমিদারদিগকে বহন করিতে হইত। ডাক বহন জন্য পাইক বরকন্দাজও জমিদারেরা যোগাইতেন। থানাদারের অধীন থানায় থানায় জমিদারের নিযুক্তিয় পাইক বরকন্দাজ থাকিত। যে স্থানে কোন থানা ছিল না, সে স্থানে গ্রামের মাতবর দিকের মধ্যে একজন ডাকের বিলি বন্দোবস্তের কার্য্য করিতেন, তাহার অধীনেও জমিদারের

ঐ সকল পাইক বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকিত। জমিদারগণ এইরূপ লোকপ্রদানে ত্রুটি করিলে অথবা যে কেহ ডাকের কার্য্যে জ্ঞানত ত্রুটি করিলে জরিমানা দিতে অথবা কয়েদ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন।*

ডাকটেক্স।

১৮৬২ সনে এই নিয়ম রদ হইয়া ডাক পরিচালনের ভার পুলিসের হস্তে প্রদত্ত হয়। ভূম্যধিকারিগণ ডাকের খরচ বহন করিতেন। তাহাদের জমিদারী বা তালুক হইতে ঐ খরচ গৃহীত হইত। ইহারই নাম ডাকটেক্স। এই কর ভূমিকরের উপর স্থাপিত হয়। যে তালুকের বা জমিদারীর রাজস্ব ৫০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধে ঐ তালুকের রাজস্বের উপর শতকরা দুই টাকা হারে এই ডাকের খরচ বা ডাকটেক্স ধার্য্য হয়। বিভিন্ন সময় এই হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯০৬ সনে এই টেক্স একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে কালেক্টরের কাছারীতে মণিঅর্ডার করিবার নিয়ম ছিল এবং মণিঅর্ডারে আগত টাকা গ্রাহককে যাইয়া কালেক্টরী হইতে আনিতে হইত। সেভিংব্যাঙ্কও কালেক্টরের হাতে ছিল। ১৮৮০ সনের জানুয়ারী হইতে মণিঅর্ডারের কার্য্য ডাকঘরে উঠিয়া যায় এবং ডাকঘরে পৃথক্ সেভিং ব্যাঙ্ক খোলা হয়। ১৮৮৪-৮৫ সনে মণিঅর্ডারের টাকা গ্রাহকের বাড়ী বাড়ী পিয়নে লইয়া যাইবার প্রথা প্রচলিত হয়। ১৮৮৬ সনের ১লা এপ্রিল

---

* The landed proprietors and other afore said were held responsible for the due performance of these duties and were liable to fine and inprisonment on proof of willful neglect.' —Clay.

হইতে ডিষ্ট্রীক্ট সেভিং ব্যাঙ্ক ডাকঘরের সেভিং ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

জমিদারী ডাকঘর ও গবর্ণমেণ্ট ডাকঘর।

১৮৬৬ সনে এ জেলায় নিম্নলিখিত ১৯ স্থানে জমিদারী ডাক ষ্টেসন ছিল। (১) রূপগঞ্জ, (২) নরসিংদি, (৩) রায়পুরা, (৪) পলাস (মুন্সেফী কাছারী) (৫) কাপাসিয়া (৬) টঙ্গী, (৭) রোহিতপুর, (৮) নারায়ণগঞ্জ, (৯) মুন্সীগঞ্জ, (১০) রাজাবাড়ী, (১১) শ্রীনগর, (১২) সাভার, (১৩) মাণিকগঞ্জ, মহকুমা, (১৪) মাণিকগঞ্জ থানা, (১৫) হরিরামপুর, (১৬) জাফরগঞ্জ, (১৭) ফরিদাবাদ, (১৮) লালবাগ, (১৯) ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারী।

ঐ সনে নিম্নলিখিত এগারটী স্থানে গবর্ণমেণ্ট ডাকঘর ছিল। (১) ঢাকা, (২) নারায়ণগঞ্জ, (৩) নবাবগঞ্জ, (৪) মাণিকগঞ্জ, (৫) শ্রীনগর, (৬) বহর, (৭) ধামরাই, (৮) সোণারং, (৯) রূপগঞ্জ, (১০) জাফরগঞ্জ ও (১১) পশ্চিমদি।

তখন জৈনসার ও কাঁচাদিয়া ২টী 'পরখাই' (experimental) ডাকঘর ছিল।

বর্ত্তমান সময় এ জেলায় ২টী প্রধান ডাকঘর ৬২টী "সব পোষ্টাফিস" ও ১৬৮টী ব্রঞ্চ পোষ্টাফিস আছে।

ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট 'ঠ'।)

টেলিগ্রাফ।

১৮৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে মিঃ মেকগ্রেথ ঢাকা—চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ বসাইবার কার্য্য আরম্ভ করেন। পর বৎসর কার্য্য শেষ হয় ও ঢাকা—চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ চলিতে আরম্ভ করে। এর

পর ঢাকা ও গোয়ালন্দ লাইন খোলা হয়। ১৮৭৭-৭৮ সনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পৃথক্ লাইন খোলা হয়।

১৮৮৩ সনের জুন মাসে ঢাকা, ময়মনসিংহ টেলিগ্রাফের কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৮৬৬ সনে এ জেলায় মাত্র দুইটী টেলিগ্রাফ ষ্টেসন ছিল। (১) ঢাকা, (২) এলাচিপুর। এলাচিপুর আফিস অস্থায়ীভাবে পরীক্ষার জন্য হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময় কোন কোন ডাকঘরে টেলিগ্রাফের কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করা গেল। (পরিশিষ্ট "ঠ"।)

টেলিফোন।

১৮৮২-৮৩ সনে ঢাকা বেঙ্ক-অব-বেঙ্গল হইতে নারায়ণগঞ্জ ব্রেঞ্চ বেঙ্কের সহিত টেলিফোন তারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ সময় ডেভিড কোং হাজিগঞ্জ হইতে শীতললক্ষ্যা পর্য্যন্ত আর এক লাইন খোলেন। এখন ঢাকার অনেক স্থানেই টেলিফোন আছে।

রাজসম্মান বা উপাধি।

এই জেলাবাসী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন।

উপাধি	উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	সময়
	বংশানুক্রমিক উপাধি "নবাব"	
মাননীয় নবাব খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর ১।৩।০৩, C.I.E.		১।১।০৬

ব্যক্তিগত উপাধি।

C. I. E.	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডি, এসসি	১।১।০৩
”	রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর বাহাদুর ২২।৬।৯৭ C. I. E.	১।১।০৯
নাইট	শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ (সার)	২৯।৬।০৬
রাজা	” শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল)	৩০।৫।৯১
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন	২৬।৬।০৮
রায় বাহাদুর	শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস (তেওতা)	১।১।৮৯
”	” ঈশ্বরচন্দ্র শীল (ঢাকা)	১।১।৯২
”	” আনন্দচন্দ্র সেন (সোনারং)	২০।৪।৯৬
”	” চন্দ্রকুমার দত্ত (তেওটিয়া)	৩।৬।৯৯
” মাননীয়	” সীতানাথ রায় (ভাগকুল)	১।১।০৩
”	” প্যারীমোহন বসু (পাইকপাড়া)	১।১।০৬
”	” কুমুদিনীকান্ত বানর্জী (ইছাপুর)	১।১।০৬
রায় সাহেব	” প্যারীনাথ বসু (ফুলবাড়ীয়া)	৯।১১।০১
”	” দ্বারকানাথ দাস (কার্জনা)	৯।১১।০১
”	” দুর্গাকুমার বসু (তেঘরিয়া)	২৬।৬।০২
”	ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডি, এস সি (পঞ্চসার)	১।১।০৮
”	শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন (সোণারং)	২৬।৬।০৮
খাঁ বাহাদুর	খাজে মহম্মদ ইউসফ (ঢাকা)	২৭।৬।০৪
খাঁ সাহেব	মহম্মদ [illegible] (ঢাকা)	১।১।০২

রাজনৈতিক সভাসমিতি।

প্রজা ভূম্যধিকারী আইন পাস হইলে পর জেলায় জেলায় ভূম্যধিকারী সভা স্থাপিত হয়। ঢাকাতেও সেই সময় East Bengal Landholders Association স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণ সভা ও ষ্টেণ্ডিং কংগ্রেস কমিটী স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ।

১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা সহরে পদার্পণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কোন রাজপ্রতিনিধিই ঢাকা পদার্পণ করেন নাই।

১৮৮৮ সনের নবেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের আগমন হয়। অতঃপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঢাকা জেলা আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব করিলে ১৩১০ সনের ফাল্গুন মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন ঢাকা সহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

স্থানের দূরত্ব।

এক থানা হইতে অন্য থানার দূরত্ব ও কি উপায়ে সেই সকল স্থানে যাওয়া যায়, তাহা প্রদত্ত হইল। এই দূরত্ব গবর্ণমেণ্টের "Office manual of distance" হইতে গৃহীত হইল। কেবল হাটিয়া গেলে অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষা বিশেষ সুবিধায় ও ল্প সময়ে যাওয়া যাইতে পারে।

ান স্থান হইতে		হরিরামপুর।	কাপাসিয়া।	কেরাণীগঞ্জ।	মাণিকগঞ্জ।	মুন্সীগঞ্জ।	নারায়ণগঞ্জ।	নবাবগঞ্জ।	রায়পুরা।	রূপগঞ্জ।	সাভার।	সিয়ালো।	শ্রীনগর।	নিকটস্থ ষ্টেসন।	ষ্টিমার বা রেল ষ্টেসনের নাম।
	রেলে	—	২৭	—	—	১০	১০	—	১০	১০	—	—	—	—	
কা	রাস্তায়	—	৯	১¼	—	২	১	—	১	১	১৬¼	১৯	৮	১	— ঢাকা।
	নৌকায়	৭৫	—	—	৪৩	৫	—	৪৪	৬৪	১৬	—	৪০	১৮	—	
	রেঃ	—	২৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
রিরামপুর	রাঃ	—	৯	—	১৩	১	—	—	—	—	—	২৩	১৯	—	
	নৌঃ	—	৭৫	৭৬	৮	৭২	৭৪	৩১	১৩১	৯০	৬৫	—	৩১	৬	— জালালদি।
	রেঃ	—	—	২৭	২৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	—	২৭	২৭	৩৭	—	
াপাসিয়া	রাঃ	—	—	১০¼	৯	৯	৮	৮	৮	—	২৫	২৮	২৩	৮	— রাজেন্দ্রপুর।
	নৌঃ	—	—	—	৪৩	৫	—	৪৩	৬৪	৪১	—	৪০	৫	—	
	রেঃ	—	—	—	—	১০	১০	—	১০	১০	—	—	—	—	
করাণীগঞ্জ	রাঃ	—	—	—	—	৩¼	২¼	—	২¼	২¼	১৫½	১৯	৮	৩	— ঢাকা।
	নৌঃ	—	—	—	৪২	৫	—	৪৫	৬৪	১৬	—	৩৯	১৯	—	

কোন স্থান হইতে		হরিরামপুর।	কাপাসিয়া।	কেরানীগঞ্জ।	মাণিকগঞ্জ।	মুন্সীগঞ্জ।	নারায়ণগঞ্জ।	নবাবগঞ্জ।	রায়পুরা।	রূপগঞ্জ।	সাভার।	সিয়ালো।	শ্রীনগর।	নিকটস্থ ষ্টেসন।		ষ্টিমার বা রেল ষ্টেসনের নাম।
মাণিকগঞ্জ	রেলে	—	—	—	—	—	১০	—	—	১০	—	—	—	—		
	রাস্তায়	—	—	—	—	১	১	—	—	১	—	১৮	৮	—		
	নৌকায়	—	—	—	—	৬২	৪৩	৫৬	১২১	৫৯	২২	—	৫৭	২১	—	আরিচা।
মুন্সীগঞ্জ	রেঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	—	—	—		
	রাঃ	—	—	—	—	—	১	১	১	১	১৮	২০	১৮	—		
	নৌঃ	—	—	—	—	—	৫	৪১	৫৯	২১	৫	৫৯	—	২½	—	কমলাঘাট।
নারায়ণগঞ্জ	রেঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	১০	—	—		
	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	২০	১৫	০	—	নারায়ণগঞ্জ।
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	৪৩	৬৪	১৬	—	৪০	৫	—		
নবাবগঞ্জ	রেঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৯	১৯	—	—	মনিয়াট।
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	—	১০০	৫৯	৩৪	৫৩	—	৭		

কোন স্থান হইতে		হরিরামপুর।	কাপাসিয়া।	কেরানীগঞ্জ।	মাণিকগঞ্জ।	মুন্সীগঞ্জ।	নারায়ণগঞ্জ।	নবাবগঞ্জ।	রায়পুরা।	রূপগঞ্জ।	সাভার।	সিয়ালো।	শ্রীনগর।	নিকটস্থ ষ্টেসন।	ষ্টিমার বা রেল ষ্টেসনের নাম।
রায়পুরা	রেঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	—	—	—	
	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	১৯	১৯	—	
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	৮০	৩৪	১১৮	৫৯	১	— রায়পুরা।
রূপগঞ্জ	রেঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	১০	—	—	
	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	২০	১৯	১৬	— নারায়ণগঞ্জ।
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৬	৫৬	২১	—	
সাভার	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৯	৮	১৭½ বা	— ঢাকা।
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৯	৩৭	২৩	
সিয়ালো	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	২৭	৬	— আরিচা।
	নৌঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৫৪	—	
শ্রীনগর	রাঃ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৭	— ভাগ্যকুল।

পরিশিষ্ট

প্রতি থানার এলাকায় বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা, সংখ্যা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনায় কত অধিবাসী ছিল,

এলাকা	পরিমাণফল (বর্গমাইল)	গ্রামের সংখ্যা	মোট অধিবাসী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	২৭৮২	৭২৬৫	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫
সদর বিভাগ	১২৬৬	২৬৪৮	৮৮১৫১৭	৪৩৮৬৮৫	৪৪২৮৩২
ঢাকা	৬	১১	৯৩৬৮২	৫১৮৪৯	৪১৮৩৩
কেরাণীগঞ্জ	৩১০	৯২৮	২০৬৫৯১	১০১৬৯০	১০৪৯০১
কাপাসিয়া	৪২০	৫৫৫	১৭৪৪৩৫	৯০৭৬১	৮৩৬৭৪
নবাবগঞ্জ	১৬০	৩০২	১৭০৮৫৫	৮০১৭৩	৯০৬৮২
সাভার	৩৭০	৮৫২	২৩৫৯৫৪	১১৪২১২	১২১৭৪২
নারায়ণগঞ্জবিভাগ	৬৪১	২১৭৮	৬৬০৭১২	৩৪১১৫৩	৩১৯৫৫৯
নারায়ণগঞ্জ	১১৬	৭০৬	১৫৭৯৯৩	৮৪০২৭	৭৩৯৬৬
রায়পুরা	২৯৮	৬৭১	২৭৬৮২৭	১৪২৬৪০	১৩৪১৮৭
রূপগঞ্জ	২২৭	৮০১	২২৫৮৯২	১১৪৪৮৬	১১১৪০৬
মুন্সীগঞ্জ বিভাগ	৩৮৬	৯৭৮	৬৩৮৩৫১	৩০১৪৫৫	৩৩৬৮৯৬
মুন্সীগঞ্জ	১৯৭	৫৪৮	৩০০৫৯২	১৪৫৮২৬	১৫৪৭৬৬
শ্রীনগর	১৮৯	৪৩০	৩৩৭৭৫৯	১৫৫৬২৯	১৮২১৩০
মাণিকগঞ্জ বিভাগ	৪৮৯	১৪৬১	৪৬৮৯৪২	২৩১১২৪	২৩৭৮১৮
মাণিকগঞ্জ	২০৮	৫৯৪	২০৭৭৭২	১০১৪৪২	১০৬৩৩০
সিয়ালো আইর্চ্চা	১৭২	৫২৭	১৫৯৯২০	৮০১৬৬	৭৯৭৫৪
হরিরামপুর	১০৯	৩৪০	১০১২৫০	৪৯৫১৬	৫১৭৩৪

"ক"।

এলাকার পরিমাণ ফল, গ্রামের সংখ্যা, বাড়ীর
তাহা প্রদর্শিত হইল। (২০ পৃষ্ঠা)

প্রতিবর্গ মাইলে অধিবাসী।	বাড়ীর সংখ্যা।	পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদমশুমারির জনসংখ্যা। ১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১
৯৫২	৪৭০২৪৩	১৮৫২৯৯৩	২১১৬৩৫০	২৩৯৫৪৩০
৬৯৬	১৬২৮৪০	৬০৮৬৬০	৬৯৯০২৯	৭৯০৯৩৬
১৫৬১৪	১৭৫০৪	২১০২৩৬	২৪৪৪৪৮	৮৩৬৩৩
৬৬৪	৩৮৭১৯			১৮৬৫৩৪
৪১৫	২৯৩৩১	১০৬২৩৫	১১৯৫১৫	১৪২৫৯৮
১০৬৮	৩৩২২৮	১৩৮০০১	১৬০২৩৫	১৭০৬৯৭
৬৩৮	৪৪০৫৮	১৫৪১৮৮	১৭৪৮৩১	২০৭৪৭৪
১০৩১	১১০৩৩৮	৩৮৫৪১৩	৪৭০৬৫৭	৫৭৪৫১৬
১৩৬২	২৭৭০৫	৯২৬৮২	১০৩৭৬০	১৩৮২০৫
৯২৯	৪৫১৩৩	১৫৫১১০	২০২৭৩৮	২৩৯২৫৯
৯৯৫	৩৭৫০০	১৩৭৬২১	১৬৪১৫৯	১৯৭০৫২
১৬৫৪	১১৪৫০৫	৪৬০৪৪৪	৫১৯৪৪৭	৫৮১০৫১
১৫২৬	৫৩৮২১	১৯৪৪৫১	২৪৩৪৬৩	২৭২৬৪৪
১৭৮৭	৬০৬৮৪	২৬৫৯৯৩	২৭৫৯৮৪	৩০৮৪০৭
৯৫৯	৮২৫৬০	৩৯৮৪৭৬	৪২৭২১৭	৪৪৮৯২৭
৯৯৯	২৯২২০	১৬৭৮৭৭	১৮৪১৯৬	২০০০৩৮
৯৩০	৩২৪৬৩	১৩৫২৯৩	১৪৩০১২	১৪৮৭৫৩

পরিশিষ্ট

প্রতি থানা ও মহকুমার এলাকায় কোন ধর্ম্মাবলম্বী

এলাকা	মোট হিন্দু	হিন্দু পুরুষ	হিন্দু স্ত্রী	মোট মুসলমান
সমগ্র জেলা	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	১৬৪০৬৩৯
সদর বিভাগ	৩৬৫৯৯৫	১৮৪৮৪৪	১৮১১৫১	৫০৮৭৯০
ঢাকা	৫১২৪৭	৩০০৪৭	২১২০০	৪১৭২৮
কেরাণীগঞ্জ	৯০৫৭২	৪৫০৯৯	৪৫৪৭৩	১১৫৬২২
কাপাসিয়া	৫৩২৭৬	২৭৯৫৬	২৫৩২০	১২০১২৬
নবাবগঞ্জ	৬৭৭৬১	৩১৭৩০	৩৬০৩১	৯৮৫৭২
সাভার	১০৩১৩৯	৫০০১২	৫৩১২৭	১৩২৭৪২
নারায়ণগঞ্জ বিভাগ	১৬২১৭০	৮৫৮৫৫	৭৬৩১৫	৪৯৪২২৩
নারায়ণগঞ্জ	৫০৮৯৬	২৮৮২১	২২০৭৫	১০৬৯১৩
রায়পুরা	৫২৯০৮	২৭৭৩০	২৫১৭৮	২২৩৯০৪
রূপগঞ্জ	৫৮৩৬৬	২৯৩০৪	২৯০৬২	২২৩৯০৪
মুন্সীগঞ্জ বিভাগ	২৯২৪০৬	১৩৪৪৬৮	১৫৭৯৩৮	৩৪৫১৯৪
মুন্সীগঞ্জ	১১৮১৮৩	৫৫৮৫১	৬২৩৩২	১৮২৩৭০
শ্রীনগর	১৭৪২২৩	৭৮৬১৭	৯৫৬০৬	১৬২৮২৪
মাণিকগঞ্জ বিভাগ	১৬৭৫০৪	৮২১০৭	৮৫৩৯৭	৩০১৪৩২
মাণিকগঞ্জ	৭০৯৯৩	৩৪৫৩৭	৩৬৪৫৬	১৩৬৭৭৪
সিয়াল আইর্চ্চা	৫৭৯২২	২৮৯১৪	২৯০০৮	১০১৯৯৮
হরিরামপুর	৩৮৫৮৯	১৮৬৫৬	১৯৯৩৩	৬২৬৬০

"খ"।

লোক কত তাহা প্রদর্শিত হইল। (২৮ পৃষ্ঠা)

মুসলমান পুরুষ	মুসলমান স্ত্রী	খ্রীষ্টিয়ান মোট	খ্রীঃ পুং	খ্রীঃ স্ত্রী		অন্যান্য মোট
৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	১১৫৫৬	৫৪১৯	৬১৩৭	...	২৫২
২৫০৮৪১	২৫৬৯৪৯	৬৪৯৯	২৮৭৩	৩৬২৬	...	২৩৩
২১৪২০	২০৩০৮	৪৮৪	২৬৪	২২০	...	২২৩
৫৬৩৮৪	৫৯২৩৮	৩৯৭	২০৭	১৯০	...	...
৬২৩১২	৫৭৮১৮	১০২৫	৪৮৬	৫৩৯	...	৮
৪৬৫৬২	৫২০১০	৪৫২০	১৮৭৯	১৬৪১	...	২
৬৪১৬৩	৬৮৫৭৯	৭৩	৩৭	৩৬	...	...
২৫৩১০৩	২৪১১২০	৪৩১০	২১৯০	২১২০	...	৯
৫৫০৯২	৫১৮২১	১৮০	১১১	৬৯	...	৪
১১৪৯০৩	১০৯০০১	১৫	৭	৮	...	...
৮৩১০৮	৮০২৯৮	৪১১৫	২০৭২	২০৪২	...	৫
১৬৬৬২৯	১৭৮৫৬৫	৭৪৩	৩৫৪	৩৮৯	...	৮
৮৯৯৫১	৯২৪১৯	৩১	২০	১১	...	৮
৭৬৬৭৮	৮৬১৪৬	৭১২	৩৩৪	৩৭৮	...	...
১৪৯০১৪	১৫২৪১৮	৪	২	২	...	২
৬৬৯০৩	৬৯৮৭১	৩	১	২	...	২
৫১২৫২	৫০৭৪৬	...	...	...	...	...
৩০৮৫৯	৩১৮০১	১	১	...	...	...

পরিশিষ্ট

এই জেলায় কোন জাতীয় লোকের সংখ্যা কত

হিন্দু।

	গোয়ালা		বাগদী		বৈদ্য	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
১। সমগ্র জেলা	১৫৬০৩	১৬১০৭	৬১০	৫৮৭	৫০১২	৫৫০২
২। ঢাকা	১৫৬৯	১২২৬	৫	২	৮৭০	৪৪৬
৩। কেরাণীগঞ্জ	১৪১২	১৪৩২	২৮	৬	১৯৮	১৪৯
৪। কাপাসিয়া	৬৯৭	৬১৯	...	...	১৭২	১৯১
৫। নবাবগঞ্জ	১১৭২	১৬৭২	...	...	৩৩	৪১
৬। সাভার	১৪৯৯	১৫৭৬	৯৫	৪৫	২৪৮	১৯৪
৭। নারায়ণগঞ্জ	৯৯০	৭৮৯	১১	১২	২৭৫	২৬২
৮। রায়পুরা	৩৮৩	২১০	...	...	১৯৭	১৭৩
৯। রূপগঞ্জ	৪৮৯	৩৮৬	...	...	৭৭৪	৬৪২
১০। মুন্সীগঞ্জ	২১৬০	২৩৩১	...	...	১২২৪	১৯৬৩
১১। শ্রীনগর	৩৫৫৮	৪১৯৪	...	...	৫৪০	৭৯৭
১২। মাণিকগঞ্জ	৯৯০	১০৭৫	১৪১	১৬১	২৪৬	৩৪৫
১৩। সিয়ালো আইর্চা	৪৪৭	৪৫২	৩৩০	৩৬১	১১৮	১১৬
১৪। হরিরামপুর	২৩৭	১৪৫	...	...	১০২	১৬৯

“গ”।

তাহা প্রদত্ত হইল। (২৮ পৃষ্ঠা)

হিন্দু।

বৈষ্ণব		বাণিয়া		বারুই		বারুয়া		ভুঁই মালী	
পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
৩১২৫	৬১১৫	৬১৯	৬৮২	১৪৯৩১	১৫৬৬৫	২৮৮৫	২১৫৪	৬৫৮৮	৬৩৯৫
২১১	৩৭২	৩৬	৩৫	৭৬	১৪	৩	...	১২৭	৭৩
১৮৮	৩৭২	৩৭	৩৫	৩০৪	৫৭৮	...	...	৪৭৭	৩৪৫
১৫৩	২৬৬	৫২	৫০	৭৭৭	৭১৬	...	...	৩০৯	২৭০
২১৬	৪৪৫	৩	৪	...	..	৬	...	৮০৬	৮৭৯
১৮৯	৪২৫	১০৫	১১৪	১	...	...	...	৪৩৭	৩৫৭
৪৬৫	৫৬২	১৮	২০	৯৯২	৯৫১	৩০৫	২৯৫	২৭৯	২৬২
৫৭	২২৩	৩৫	৪৪	৩১৯	২৭৩	...	...	৪৮৬	৪৭৯
১৭২	৩৬৫	...	...	১২০৫	১১৭৩	১৪০	১৫৭	৩১৭	৪১৫
২৯৮	৬১৭	১৪৫	১৫৫	৫৩৩৮	৫৪৮৫	১৫৪৩	১৪২১	৫৫৯	৫৩১
৩১৪	৮৯৭	১৭০	২১০	৫৮৬১	৬৪৩৯	২২১	১৮৮	১৬৯০	১৬৮৬
১৮১	৩৫২	১৮	১৫	...	...	...	...	৪৪৭	৪৫৩
৩৯৯	৭২৫	...	...	৬	৮	৬৭	৯২	৩৪২	৩৫৯
২৮২	৫৮২	...	...	৫২	২৮	...	...	৩০৯	২৮৬

হিন্দু।

	ব্রাহ্মণ		চামার		ধোবা		নাই	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
১।	৩২০৪৬	৩৩৬১৪	১০৬০৯	১১৬৬০	৫৯৬১	৬০৭৪	৩৬০২	৩৩০৮
২।	৩০৮৩	১৪৭৫	৬২৮	৩৩৩	৬০১	৬২০	...	...
৩।	১৬৯৭	১২৫২	১০৭৯	১৩১৬	১৫৮	২১৪	...	...
৪।	৭৭০	৮৫৭	৪৫১	৩৩৩	৫৭৮	৫৩৭	২৭৩৯	২৫৬২
৫।	১৩২২	১৬৬৫	১০৯৬	১৫৪২	১৪৯	১৮৮	...	...
৬।	২৫৮১	১৯০২	১৯৮৮	১৮৫৬	২১৯	১৩৮	...	...
৭।	১৭২৩	১১৬৬	৪৯১	৪৩৫	২৯৫	২৭০	২১৮	১৯৩
৮।	৯৯৪	৯৫৩	৬৩১	৪১৩	৪১৫	৩৮৩	২৪৭	২০৭
৯।	১৬০৫	১৪৯১	৩৪৪	৩৬০	২৪০	২৬৭	৩৯৮	৩৪৬
১০।	৬১৪০	৮১৫০	২৩৯	২৯১	১৪৮৩	১৪৩৩	...	...
১১।	৮০৫৪	১০৫৬৫	৯৪৮	১২৯৫	১৩৫১	১৬১৪	...	...
১২।	১৮৩৪	১৬৫৬	১৬৬৩	২০২১	১৫২	৮৫	..	...
১৩।	১৩৭৪	১৬০৭	৫৭৫	৬৩৩	১৭৪	১৮৫	...	...
১৪।	৮৬১	৮৭০	৪৭৬	৬৩২	১৪৬	১৪০	...	...

হিন্দু।

গন্ধবণিক্‌		যুগী		কাহার		কৈবর্ত্ত		কামার	
পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
৩২১০	৩৬৩৩	৮৮৭৪	৯২৭৮	২৪৩৩	৬৯২	২৭৩৬৮	২৯৫৪৮	৭৭০৯	৮৫৯০
৪৫৫	৫২০	৭০	৭	২৩৭	১০২	৫১৭	২৫৩	৬৫৯	৬১১
২৮	...	৩৪৭	৪৩৪	২৭৩	৬৩	১৯৪১	২১৩২	৫৯৭	৫০৫
২০৯	১৭৩	১১১৫	১১০৭	৮৩	৪	৩৪১৮	২৯৪৬	২৮৫	২৭৬
১৪১	১৬২	৯৪	৭০	১৩৭	৫	১৮১০	২০৪৫	৪৬৪	৬৬১
৬৬২	৬৯৮	২৮	...	১৫৩	২	১৬৯৯	১৯১৯	৯৯৮	১১৩৯
১২৫	১০১	৫৪০	৪৪৪	৯৪	২৫	৬০৩	৪৩৮	৪২৭	৩০৩
২৭০	২৮১	১৭৫১	১৬৮৫	১৬৪	৭	২৬০৯	২৫৬১	৩২৭	৩৭৮
১৬৪	১৭১	১৪২৩	১৩১৬	৫৩	...	৩১১৬	৩১১০	৩৯৩	৪১৪
৫০৬	৬৮৯	১৮৩৩	২২১২	১৬৮	১৭	১৭৪১	১৬৫৬	১০৭১	১৪৫৮
২৬৮	৩৩৭	১১৬৫	১৫২৯	২৩৩	৭৪	৬০৩৩	৮১৭১	৯২৬	১৪২৮
১০৯	১৯১	১৩৪	৯৬	১৯০	২৩	১৪২৫	১৬৩৮	৬১৮	৫৩৭
১২৮	১৩৫	২৫২	২৬৫	৩২৫	১৫১	১০০১	১২৩৭	৪৪১	৫৩২
১৪৫	১৭৫	১২২	১১৩	৩২৩	২১৯	১৪৫১	১৪৩৯	৫০৩	৩৪৮

হিন্দু।

	কপালি		কায়েস্ত		কুমার	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১১৬০৪	১১১০১	৪০৬১৭	৪৫৩৪৬	১১৩৬৮	১১০৬৬
ঢাকা	১৬	১	৪৩৫৮	২৩১১	১১৩৫	১১৬১
কেরাণীগঞ্জ	৪১৬	২৭১	২৩৭৮	২৫৬৫	১২৮৫	৯৪০
কাপাসিয়া	২	...	১৫০৯	১৫৪৩	৪৪৮	৪০৩
নবাবগঞ্জ	১১৬	৫৩	১৯৭৬	২৭৫৭	১৩৭৯	১২৮৭
সাভার	১৭৯৫	১৬৯২	১৯৭১	২১৩৩	১৩৫০	১২৮৮
নারায়ণগঞ্জ	৪৪	১০	৩৭২০	৩০৪২	৮৫৪	৮১৫
রায়পুরা	৫৯	৫৪	২২৯৬	২২৭৬	৩৭১	৩৩০
রূপগঞ্জ	...	...	২৮১৯	৩০৮৩	২৯৯	২৯০
মুন্সীগঞ্জ	১৪৩৫	১৪০৪	৪৫৬২	৫৪৪৮	১০৭২	১১০৮
শ্রীনগর	৮৬৭	৯০৩	৫৮৮৫	৮৯৮৯	২০৯১	২০৮৩
মাণিকগঞ্জ	৩৬২৪	৩৪৪২	১৬৬৭	১৮০৭	৪০০	৪৭১
সিঙ্গাপো আইর্চ্চা	২০৪৬	২০০৩	৪৮২৩	৫৭৯৮	৩৮২	৩৯৪
হরিরামপুর	১১৮৪	১২৬৮	২৬১৫	৩৪৭২	৬০২	৪৯৬

হিন্দু।

কুরমি		মালাকর		মাল্লা		মালো		ময়রা	
পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
১৫৫২	৩৬১	১৪৯০	১১৫৭	৯৪৫	১১২	১৮৪১৫	১৫০৩৪	১২২৮	১১৫২
৬৫৮	১৪৮	১১৮	৮২	২৮৭	…	২৪১	১২৮	৫০	৩০
১৪৩	২৮	১৯৪	১২৭	৩	২	১৮২৬	১৭০৪	৩০০	৩৯০
৪১	১০	১৩	১৫	…	…	১৮৫২	১৭০৭	১১	৪
২১	২২	৭৫	৬০	১১	…	১২৯১	১১৯৬	১০৭	৭২
৮২	৪৬	২৪৯	২০১	২৪	৬	৯০৪	৯০৫	৭১	…
১৬৪	৫১	৬১	৫২	৪০৭	১০৪	৮১৮	৫২৮	৭৩	৫৮
১৫	৬	২৯	২৪	..	…	২৫৬৪	২৪৫০	২৭০	২১৮
২১	১	৪৬	৪৪	…	…	৮৮৮	৮২১	৯৩	৯৪
১২৯	২	১২৫	১১৩	…	…	১৪০৯	১২৬৫	৬০	৮০
১৪৫	৫	২৬৬	২০৩	২৩	…	৩৬৫	৩০০	৭৪	৯৭
৪৮	৩৭	১৭০	১২১	২৭	…	১৫১৪	১২৮৭	৭৩	৫৫
৩	২	৮১	৭৯	১৬৩	…	৩৪৮০	১৭৭৭	৬	৭
৪৬	৩	৬৩	৩৬	…	…	১২৬৩	৯৬৬	৪০	৪৭

হিন্দু।

	মুচি		মুণ্ডা		নমশূদ্র	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৫০০৫	৫১১৭	১০১৮	৪০৩	১১৬১৬৩	১১৯৩৭৯
ঢাকা	২৩৬	২২২	৫	৩	৭০৭	২৭৩
কেরাণীগঞ্জ	১০৬৪	১১০৩	২১৪	৫৮	২০২৪২	২০২৯১
কাপাসিয়া	৬০	৪২	...	...	৪১৫৫	৩৫৩২
নবাবগঞ্জ	...	...	...	..	১১৩৭৮	১২০০৭
সাভার	২৬১	২৬১	৬১৬	২৪৩	১৫১৩৩	১৭৩৫৮
নারায়ণগঞ্জ	৩০৬	২৪৪	১৭	১৬	৬৫০০	৫৪৯৪
রায়পুরা	৩৭৫	২৭৬	...	..	৬৩৪৩	৫৪৮৪
রূপগঞ্জ	৯৫৫	৯৪২	...	...	৬১৭০	৫৭৯৩
মুন্সীগঞ্জ	৩০৩	৩২৮	৪	...	৯৮২৩	৯৬৭২
শ্রীনগর	৮৬৮	১০৭৩	...	..	১৯৫৫৪	২২৪৬৪
মাণিকগঞ্জ	৪৩৯	৪৮১	৬২	৫৩	৭৫৮০	৮২৩৯
সিয়ালো আইর্চা	১৩৬	১৪৫	১০০	৩০	৫৩৭২	৫৫০২
হরিরামপুর	২	...	...	...	৩২০৪	৩২৭০

হিন্দু।

নাপিত্		শুনিয়া		পাটিকর		পাটনী	
পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
১২৩৪৯	১২০৯৬	১২৫৭	৫১৬	১০৪৬	১১৫৫	২৩২৫	২২৮৮
৩৫৬	১৪০	৬৮	১০	৫	...	১৪	২
৭২৫	৬২১	১২৭	৬৭	...	...	১৮৬	১৪০
৭৪৪	৭৫৪	৪১৩	২১৩	...	...	২১১	২৬৯
৭২৪	৮২৪	৮০	২২	...	...	১৩০	১০২
৮১১	৮৪১	৯৫	৬৩	৫৫	৩৬	২২৬	১৮৭
৫০৯	৪১২	৬৯	৩৬	৫৯	৬৯	২২৫	১৮২
১০১৮	৯২৮	৮৩	১৫	...	...	৩১৬	৩১৪
৮৫৩	৮২৯	২১	১১	১০২	১৬২	২৮৩	২৭৯
১৬৬২	১৮০০	১০	...	৪৬৯	৫৮২	১৬৯	১৭৮
২৬৮৩	২৬০৮	৪১	৯	৩৫৬	৩০৬	২১৫	১৮২
৭৬৫	৭৪৩	২৫	৬	...	...	১৬১	২৪৭
৮৪৩	৮৫০	১৪৭	৫১	...	...	১০৫	১১৭
৬৫৬	৭৪৬	৭৮	১৩	...	...	৮৪	৯৩

হিন্দু।

	রাজবংশী		রাজপুত		শাঁখারী	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৫৭৮২	৫৫৬১	১৬৭৬	৪৭৯	১১৯৮	১৩৩৫
ঢাকা	১০	...	৪৭৮	১৫৫	৯৮৫	১১৪৮
কেঁরাণীগঞ্জ	৪৯৬	৪৭৩	২৬৪	১১৪	২৭	১
কাপাসিয়া	৩৩৮৩	৩৪১৩	৫৯	৮	...	...
নবাবগঞ্জ	১২	...	১৭	৭	৩৭	১৮
সাভার	১৬৯৯	১৫৬০	৪৯	১০	...	...
নারায়ণগঞ্জ	৭	...	২৮৮	২৫	৩২	২৮
রায়পুরা	৭	...	২১৬	৬৪	...	...
রূপগঞ্জ	...	...	৫২	২	...	...
মুন্সীগঞ্জ	২৩	...	৪৯	১১	৫৩	৭১
শ্রীনগর	...	...	৩৫	...	৩	...
মাণিকগঞ্জ	৭১	৫৮	৩৯	...	২০	২১
সিয়ালো আইর্চ্চা	৫৬	৫৭	১৯	২	৩৬	৪৪
হরিরামপুর	১৮	...	১১১	৮১	৫	৪

হিন্দু।

সুবর্ণবণিক পু	সুবর্ণবণিক স্ত্রী	শূদ্র পু	শূদ্র স্ত্রী	শুঁড়ীসাহা পু	শুঁড়ীসাহা স্ত্রী	সূর্য্যবংশী পু	সূর্য্যবংশী স্ত্রী
২৯০১	৩৩৩০	১৬৪২১	২০৭৪৬	৩২৪৫৪	৩৮৫৪৮	২৮২৪	২৯৯০
৯৭৭	১০০৯	৭৭৫	৩৫১	২৮৬৯	২৬১৫	২	...
৪৪	১৭	৯৯৫	১৫৫৯	১৯৪০	১৮৪০	৬৫৭	৬৭৯
৬০	৭১	৫২০	৫৩৪	৫৯৮	৩৫৮	৫৯২	৬০৩
...	৪	৫৪৬	৭৬৫	৩৬০৩	৪৬৮৫	...	..
১১৯	১৩৯	৭৯৫	৭৫৭	৪০০৮	৬৮১৬	১৫৭৩	১৭০৮
১৫২	২০৬	৮০৭	৭৫৫	২৪৪১	১৯৫৮	...	...
৯৮	১২৬	৪৪২	৪৫১	১৯১১	১৮৭৯	..	...
৪৫০	৪৪৮	১২৭৪	১৫৩৯	২১৯১	২৭২৫	...	...
৩০৮	৩৪৪	৪২৭৪	৫৭৮১	১৬৪৭	১৯১৩	..	...
৪৯৩	৮৪১	৪৬২৯	৬৬৫৭	২৯৭৮	৪০৪০	...	...
১৪১	৭০	৫৫২	৫৭৩	৪১১৩	৫২০৮	...	...
৫৯	৫৫	৪৭৬	৫৮৮	২০২১	২২১৬	...	...
...	...	৩৩৬	৪৩৬	২১৩৪	২২৯৫	...	...

হিন্দু।

	সূত্রধর		তাঁতি		তেলি		তিয়র	
	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৯২৯৯	৯২৬৪	৮০২৪	৬১৬২	৮৩০১	১০১৪০	১১৫৪৫	১০৮২৪
ঢাকা	৪২০	৩৫৬	৩০৫০	২৭৬৮	৭৩১	৪৮৫	১৯৭	২৯৭
কেরাণীগঞ্জ	৪২৩	২৪৯	২১২	১১১	৩১২	৪৩৮	১৫৩৭	১৭৫৮
কাপাসিয়া	৫৩০	৪৭৬	৭৪	১	৮১	১১৬	১২২	৯৬
নবাবগঞ্জ	৫৭২	৬১৪	৩৮	১	১১৪	১৩৯	১৬০৫	১৮৬৫
সাভার	১৭৪৪	১৮৮৫	১২৩২	১০৬৫	৪৭৩	৫৪৫	২৮৪১	২৮৫১
নারায়ণগঞ্জ	৩৮৬	৩২১	২১৭	৬৪	৩৫৯	২৩৩	৭২৮	৫০৬
রায়পুরা	১১৪৫	৯৭৫	১৯৫	৮৪	৭১৫	৭৪১	...	...
রূপগঞ্জ	৬১৫	৫২৯	৩৫৭	৯৪	২৮৬	২৫৯	২৫৯	২৪৬
মুন্সীগঞ্জ	৫৬৭	৫৬০	৩৬১	১৯৭	১৮৮৩	২৪২৪	৪৮৪	৫০৯
শ্রীনগর	২৮০	৩১২	৪৩৮	১২১	২৯০৫	৪২১০	১২০৮	৫৬৪
মাণিকগঞ্জ	১৩৯০	১৫৮৬	১৪২৫	১২৪০	১০৭	১৬৭	১৩৮২	১১৩৬
সিয়ালো আইর্চ্চা	৮২৪	৯৫৯	৩৭৯	৪৭২	৮১	৩৫	৬৮৪	৫০৪
হরিরামপুর	৪০৩	৪৪২	৪৬	৪৪	২২৪	৩৪৮	৪৯৮	৪৯২

মুসলমান।

বেদিয়া		বেলদার		জোলা		কুলু		নাগারচি	
পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী	পু	স্ত্রী
৮২৮	১০০১	৮০৫	৮২৫	২৯১৬৭	৩০২১৩	৩৬৮৫	৩৮২৬	১৫৭৫	১৫৮২
৪	৩	...	...	১৬	৬	২	...	...	...
৫	৩	...	...	৪৭৬	৫২১	৫০	৬৮	৮	৭
১৪	৩২	...	...	৮	...	২৯৪	৩৮৫	২৪	৩৬
৯৭	১২০	৭২	৭৭	৬৩০০	৭০৩৭	১৪১	১৩৬	...	...
১০৩	১১৯	...	...	৪০১৯	৩৪৪৭	৪৭৫	৩১৫	৭২	৬০
...	...	...	...	১	১৩	৩৪	৪৯	৫	১৪
৪৯	৬৯	...	...	৩১	২১	৭৭৫	৭৮৮	৬১৩	৬০৬
১৯	৩০	৭	১১	২২	৩১	৬২০	৬৪৫	৩৪৩	৩১০
১২১	১৬৯	৭	৬	৩৪৭	৩৭৯	৪৭৫	৬১৭	২৬৬	২৮৯
১৩৭	১৩৬	৬৩৭	৬২৬	৬০৩০	৬৩৫২	১৬	১০	১৪৬	১৬৮
৯৩	৯৫	৩৭	৩৮	৪৬০৫	৪৯২১	২৯০	২৯৫	২৭	১৬
১৭২	২০৯	৩৬	২৪	৪৫৮৫	৪৬৩৮	১৬৪	১৮১	২৮	৪২
১৪	১৬	৯	১৩	২৭২৭	২৮৪৭	৩৪৯	৩৩৭	৪৩	৩৪

মুসলমান।

	নিকারী		পাঠান		সৈয়দ		সেখ	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১০১৯	১১৩৫	৫২৪১	৫৫৫৬	১৮৭৫	১৮৬৭	৭৭৩৯২৭	৭৮২২৫৪
ঢাকা	২৪	১৪	৫৭৬	২৯০	৪৫৭	২৯২	২০১৫৭	১৯৫৭৮
কেরাণীগঞ্জ	৭	১২	৬৬৫	৭৪৫	৪৪	৪৬	৫৫১১২	৫৭৮১৭
কাপাসিয়া	...	...	১৬৯	১৮৯	৯১	৭০	৬১৬৫৮	৫৬৯৯৪
নবাবগঞ্জ	৮৬	৮৪	৮৯৬	৯০১	৫৪	৬৪	৩৮৮৪৫	৪৩৫০৬
সাভার	১৯৬	২৫০	৭৭৯	৮৪৯	২২৫	৩৮০	৫৮২৬৪	৬৩১৪৭
নারায়ণগঞ্জ	৩০	৪৮	৩৮	৩১	৫১	১৩	৫৪৮৪৮	৫১৫৬৬
রায়পুরা	...	...	১১৪	৮০	৩৫০	৩২২	১১২৯০৮	১০৭০৩৭
রূপগঞ্জ	...	..	১৫৪	১৬৮	২২	২৪	৮১৯২৫	৮৮৯৪৯
মুন্সীগঞ্জ	২৩৯	২৭৪	৫২	৪৮	৪৭	৯৯	৮৮২৮৬	৯০৪৪৮
শ্রীনগর	৭৭	৮৩	৪৩৪	৪৮১	১০১	১০৩	৬৯০৩৫	৭৮১০৪
মাণিকগঞ্জ	১৩৫	১৫৩	৮১৫	১১০৭	৯২	১১০	৬০৫০৬	৬২৫৯৮
সিয়ালো আইর্চ্চা	৮১	৭৫	২৬২	২৬৩	২১৪	২২৬	৪৫৪০৬	৪৪৮৭৩
হরিরামপুর	১৪৪	১৪২	২৮৭	৪০৪	৮৭	১১৮	২৬৯৭৭	২৭৬৩৭

এক সহস্রের নিম্নে যাহাদিগের সংখ্যা।

হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী
আগরওয়ালা	৫	২	ঘমি	১	...
বাহেলিয়া	৩৭	২	গনদ	১২	১২
বাইসবানিয়া	১৬	১৭	গনর	৩৮২	৮০
ভিটী	৩০৮	৩২৪	গনরী	২৫১	২
বন্দুযাত	১	...	হাজং	১৭	২
ভোলা	৮৭	১৩১	হালাল্‌নকর	৮৫	৭৮
বড়াই	১১	...	হালুয়াই	৮৯	৬২
বারি	৪	...	হাঁড়ি	৫৮	২৪
বাউরি	৩৩	১৪	হো	১	১
বেদিয়া	১৯	...	জয়তিস	১	...
বেহারা	১৮৯	[illegible]	[illegible]	২৮৮	৪১১
বেলদার	২৪৬	২	[illegible]	৬	...
বেন্দালি	২	...	কালোয়ার	৪৫	১০
বেশ্যা	১৮	৫৯৪	কান	৪	...
ভাণ্ডারি	১	...	কান্দু	৬৩৩	১৪১
ভড়	৩৬৫	৯৭	কাঁসারী	৪১২	২২৬
ভাট	৪	...	কবন	৪	...
ভুঁইয়া	১৭৩	১৪৯	করনি	৪২২	২৫০
ভূমিজ	১৭৬	১৮৪	কাওয়ালি	১৩১	১১৮
বীন্দ	৬৩২	৫৯	কেয়ত	১৭৬	৭৬
অগ্রদানী (ব্রাহ্মণ)	৪৬১	৩৫০	খণ্ডাইত	৮৯	...
ব্রাহ্মণ	৩৮	৩৫	খারোয়ার	৮৮	১২৮

হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্মজ	১১	১	খাস	১	...
চেইন	১৫৬	...	খটিক	২	৯
চাইনিজ বৌদ্ধ	৩	১	খাটুই	৯	...
ধমুক	১৮৮	...	খেতুরি	১	...
ডোম	২৬৭	১৫৫	কিচক	৫৭	৫৮
দোনাদ	৫৫৯	১২০	কৈরী	৪৪৫	১৬০
গঙ্গাস্তুত	৯	...	কোয়া	১২	১৬
গণবর	১৮৯	১৬৯	কোঠা	৪০	...
গাবোরি	৪৭	২৬	লালবেগী	১৬৬	৫৭
গারো	২৮১	২৬৬	মগবৌদ্ধ	১২	৩
প্রেতোপাসক (গারো)	১	...	মাহলি	১	...
মার্কণ্ডি	১	..	মারোয়াড়ী	৭৪	১৮
মৌলিক	২	১	মেথর	৩২০	১৮৪
মুরীয়ারি	৬৪	১৫	মুশাহারা	৫	...
নাগর	৮	৬	নট	২৩১	৩১৫
নূরী	১	...	ওয়াউন	৩০	৩২
উড়িয়া	৬	২	অনোয়াল	২	...
পশি	১৯৬	১৪১	পাটুয়া	৩	৬
রাজভর	১৬০	২৩	সদ্গোপ	১৬৬	২৩৫
সন্ন্যাসী	৯৪	১১৫	সাঁওতাল	৫	১
সোণার	৩৯	১৩	সোরাহিয়া	৩৬৭	৫
তাম্বুলি	৯২	৯৬	তেলেন্দা	১	...
টিপ্‌রা	৮৯	৮৭	তুরয়া	৭	...
টুরী	৬	...	বৈশ্য	৫৯	৯০

মুসলমান।

	পুরুষ	স্ত্রী
আজলক	৮৮	১৪৩
আমরক	২	...
বেহারা	১৭৪	১৫১
দফাদার	১৮৩	২৮০
দাই	২৫৪	৩০০
দর্জ্জি	১	...
দেওয়ান	১৯	৭
ধোপী	৯	৮
ধুনিয়া	১৪	১৫
ফকির	১	৪
হাজং	২৫২	২৮৩
ক্সরী	৩	১৭৪
কাশ্মিরী	৫	...
কাজি	৪	৪
খাঁ	৫৯	৬২
খুজা	১২	১০
খাওয়ানদফর	...	১১
জালবেগী	৩৭	২২
মাহিফরাস	৮	৭
মাল্লা	৯	৬
মেথর	১৬	১২
মীর	৩০	১৪
মীরজা	৫১	৫১
মোগল	২২৬	২২১
মুন্সি	৩	...

পরিশিষ্ট

বয়ঃক্রম অনুসারে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক

				অবিবাহিত	
বয়স	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
মোট—	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫	৭১০৯৩০	৪৮৭৩৮২
০—৫	৪০৬৮৯৯	১৯৬৮৯৮	২১০০০১	১৯৬৩৭৬	২০৮৪৩১
৫—১০	৪২২৫৩৪	২১০১০৪	২১২৪৩০	২০৮৪২৪	১৯৯৬০২
১০—১৫	৩২৩৫৬০	১৭৬৯৬৪	১৪৬৫৯৬	১৬৮৯২৩	৬৯২৫১
১৫—২০	২৩৭৫০৬	১১০১১৫	১২৭৩৯১	৮১৫৮০	৪৩৮১
২০—৪০	৭৭২৮১৮	৩৭৬৯৩০	৩৯৫৮৮৮	৫০৪৭৩	৪০৫৯
৪০—৬০	৩৫১৫২০	১৭৯০৫২	১৭২৪৬৮	৪০৬৪	১৩৪৭
৬০এর ঊর্দ্ধে	১[illegible]৪৬৮৫	৬২৩৫৪	৭২৩৭১	১০৯০	৩১১
হিন্দু	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	২৫১২১৭	১৫২৬৩৯
০—৫	১৩২৫৩১	৬৪৬৪২	৬৭৮৮৯	৬৪৪১১	৬৭৩১২
৫—১০	১৩৭৭৪২	৬৮৪৯৯	৬৯২৪৩	৬৭৮৮০	৬৩২৬৪
১০—১৫	১১৪০৮২	৬২৪৭২	৫১৬১০	৫৯৩৭৩	১৯২২০
১৫—২০	৯১১২৯	৪২৭৩০	৪৮৩৯৯	৩১৪২২	৯৬১
২০—৪০	২৯৮২৬০	১৪৫৯৩২	১৫২৩২৮	২৪৩৫৫	১৩৭৪
৪০—৬০	১৫২৬৭৫	৭৫৯৯২	৭৬৬৮৩	২৯৮৯	৩৬৯
৬০এর ঊর্দ্ধে	৬১৬৫৬	২৭০০৭	৩৪৬৪৯	৭৮৭	১৩৯
মুসলমান	১৬৪৯৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	৪৫৬৩০২	৩৩২১০৩
০—৫	২৭২৫৩৯	১৩১৩৬৬	১৪১১৭৩	১৩১০৭৫	১৪০১৯০
৫—১০	২৮২৮৯২	১৪০৬১৪	১৪২২৭৮	১৩৯৫৫৩	১৩৫৪৩৬
১০—১৫	২০৭৭৯৭	১১৩৬৪৯	৯৪১৪৮	১০৮৭১৯	৪৯৩৩৮
১৫—২০	১৪৫০১৩	৬৬৯০৭	৭৮৪০৬	৪৯৭৪২	৩৩৫৯
২০—৪০	৪৭০৯৭৬	২২৯৩২৬	২৪১৬৫০	২৫৮৫৯	২৬৩৬
৪০—৬০	১৯৭৪১৬	১০২৩৬৭	৯৫০৪৯	১০৫৩	৯৭২
৬০এর ঊর্দ্ধে	৭২৭০৬	৩৫৩৫৮	৩৭৩৪৮	৩০১	১৭২

"ঘ"।

ও বিধবার সংখ্যা প্রদত্ত হইল। (৪৪ পৃষ্ঠা)

বিবাহিত			
পুরুষ	স্ত্রী	বিপত্নিক	বিধবা
৫৬৫৬৬৫	৫৯৩৯৪৮	৩৫৮২২	২৫৫৯৭৫
৪৮৮	১৩১৪	৩৪	২৫৬
১৫৬৮	১২০০৬	১১২	৮২২
৭৮৪৩	৭৪৬১৪	১৯৮	২৭৩১
২৮০০৫	১১৬৪৯৫	৫৩০	৬৫১৫
৩১৭২৫৩	৩২০৯০৭	৯২০৪	৭০৯২২
১৬১৬৭২	৬২৭১০	১৩৩১৬	১০৮৪১১
৪৮৮৩৬	৫৯০২	১২৪২৮	৬৬১১৮
২১৪৩০৪	২১৬৬৫২	২১৭৫৩	১৩১৫১০
২০৫	৪৫৯	২৬	১১৮
৫৫৭	৫৬০৪	৬২	৩৭৫
২৯৯৫	৩১০৫৪	১০৪	১৩৩৬
১১০৪২	৪৩৬১০	২৬৬	৩৮২৮
১১৭০৯৪	১১১০৭৯	৪৭৫৩	৩৯৮৭৫
৬৪০২১	২২৬৭১	৮৯৮২	৫৩৬৪৩
১৮৩৯০	২১৭৫	৭৫৬০	৩২৩৩৫
৩৪৫৩৩১	৩৭৪৬৫৪	১৩৯৫৪	১২৩২৯৩
২৮৩	৮৪৫	৮	১৩৮
১০১১	৬৩৯৭	৫০	৪৪৫
৪৮৩৬	৪৩৪১৮	৯৪	১৩৯২
১৬৯০২	৭২৩৭৭	২৬৩	২৬৭০
১৯৯০৪৩	২০৮২১৫	৪৪২৪	৩০৭৯৯
৯৭০২০	৩৯৭১২	৪২৯৪	৫৪৩৬৫
৩০২৩৬	৩৬৯০	৪৮২১	৩৩৪৮৬

পরিশিষ্ট "ঙ"।

ঢাকা জেলার কতিপয় গ্রাম্য শব্দ।

আ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
আইজান	বন্ধ করা	আইড়া	যে সহজ তর্কে হার মানে না
আইল্লা	আগুন রাখিবার মৃৎপাত্র।		
আকল	কষ্ট, প্রতিশোধ।	আখা	উনান, চুল্লী
আখুট	শিশুর আঁবদার।	আগর	দুরূহ
আজা	মাতামহ	আজীমা	মাতামহী
আমূচর	আমসি	আলগুচ্চে	সম্যক্ স্পর্শ না করিয়া
আমলে	বাস্তবিক		

উ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
উকড়া	মুড়কি	উরুম	মুড়ি

ঊ।

শব্দ			অর্থ
ঊনা	...	...	কম, শূন্য

এ।

শব্দ			অর্থ
এউক্কা, এউগা	...	...	একটা

ও।

শব্দ			অর্থ
ওমা	...	...	ঈষদুষ্ণ

ক।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কদু	লাউ, অপক্ক কাঠাল।	কল্লা	মুখরা স্ত্রীলোক
কাঁইড়া	মাঝিদের বংশ নির্ম্মিত তৈলাধার।	কাইলা	মেঘযুক্ত
		কারুরে	কাহাকেও
কচুকৈরা	কুচক্রী, দুষ্ট	কৈলাম	কিন্তু
কোটা	আকর্ষণী	ক্ষীরাই	স্থূল ও খর্ব্বাকার শশা বিশেষ।

খ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
খাড়াকৃখাড়া	তাড়াতাড়ি	খাপ	মলাট
খাবাসি	বংশোদ্ভবশলাকা।	খামাখা	মিছামিছি

গ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
গলাই	নৌকার দুই অগ্রভাগ।	গয়া	ফড়িং। পেয়ারা।
		গাছা	প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠদণ্ড
গিরু	গাঁইট		
গো	দের—বহু বচনান্ত ষষ্ঠী বিভক্তি।	গোদানি	উল্কী
		গাছান	পায়খানায় যাওয়া।

ঘ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঘিলু	মস্তিষ্ক, মগজ।	ঘুচান	খোলা

চ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
চান্দরা	দোচালা ঘরের দুই অন্তস্থ ত্রিভুজাকৃতি স্থান।	চ্যাপা	চাপা
		চোকলা	চোচা

ছ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ছচি	অশুচি	ছঞ্চা	ঘরের চালের—
ছাও	ছানা, শাবক।	ছাওয়ালপাল	ছেলেপিলে
ছিরাবিরা	বিশৃঙ্খল	ছেপ	নিষ্ঠীবন, থুথু
ছেব্লা	বহুভাষী	ছোচা	লোভী
ছোৎ করিয়া	শীঘ্র	ছ্যামায়	সামনে, কাছে।

জ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
জালা	বৃহৎ মৃণ্ময় জলাধার।	জোনিপোকা	জোনাকী পোকা
জোকার	হুলুধ্বনি বা উলু	জো	তুকতাক ঔষধ দ্বারায় বশীকরণ।
জুইত	সুবিধা		

ঝ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঝাইল	বেত্র পেটিকা	ঝোমান	ঘুম পাওয়া, তন্দ্রা।

ট।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
টাগা	ঘুনসি	টাবলা	অনর্থক বহুভাষী।
টেঙ্গুড়	এক পায়ে হাঁটা।	টুরি	ক্ষুদ্র ডালা।

ঠ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঠাটা	ব্যজ, বজ্র।	ঠোকর	গালে ঠোনা।

ড।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ডখি	মৃণ্ময় পাত্র, পাতিল।	ডৌল	গঠন
		ডোয়া	গৃহের ভিত্তি।
ডেমাক	অহঙ্কার।		

ত।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
তড়িৎ	অনুসন্ধান	তালাজ	অনুসন্ধান
ত্যান্দর	দুষ্ট	তুলতুলা	খুব নরম।
তেড়িবেড়ি	বক্রভাব।		

থ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
থোড়	মোচা	থোৎনা	চিবুক।
থ্যাতা	চেপটা		

দ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
দানা	স্ত্রীলোকের কণ্ঠাবরণ, মালা।	দৈলা	পিটালিনির্ম্মিত পিঠা

ধ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ধারা	মাদুর বিশেষ	ধরু	অবিশ্বাসসূচক অব্যয়।

ন।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
নগু	খোকা	নাড়া	বাঁচালি
নাটি	কাপড়ের পাড়	নছল্লা	ন্যাকামি

প।

পাতুরি	মাছের তরকারী।	পালান	বাগিচা, উদ্যান
পানখাউনি	চূণের সঙ্কেতনাম।	পারা	পদদলন।
প্যাঁক	পঙ্ক।	পোলা	ছেলে

ফ।

ফলনা	শামুক	ফুটা	ছিদ্র
ফেউর	শিয়ান	ফৈর	পাখীর পালক।
ফাৎরা	কলাগাছের ছোবড়া। পাতলা।		

ব।

বউল	মুকুল	বরই	কুল
বাউলী	বেড়ী	বাইত	বমি
বাখি	অর্দ্ধ	বারুণ	ঝাঁটা
বাইলপড়া	ধর্ন্না দেওয়া	বিলাত যাওয়া—নাপিতের ক্ষৌর কার্য্যে বাহির হওয়া।	
বিহান	প্রাতঃকাল		
বুতভুচে	খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভি ব্যক্তি।	বেজী	নকুল।
		বেবাক	সমুদয়।
		বেজকন্যা	বৈদ্যকন্যা

ভ।

ভাদাইল	কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশের তরকারী বিশেষ।
ভেংচি	মুখ বিকৃতি

ম ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
মর্ত্তমর্ত্তন	বাস্তবিক	মস্তরাম	খুব বড়
মাইজাশাল	ঘরের মধ্যস্থল	মাইথালী	মধ্যাহ্নে
মাচি	মঞ্চ	মুচ্ছলম	বেবাক সমুদয়

য ।

যুয়ান	যুবক	যানি	যেন

র ।

রচনা	পূজার নৈবেদ্য,	রাইং	মৃত্তিকা পাত্র বিশেষ
	লাড়ু	রাব	তামাকের গুড়,

ল ।

লটকা	একপ্রকার বন্যফল।	লগ্গি	নৌকাচালনের দীর্ঘ
লগে	সঙ্গে, সাথে		বংশ দণ্ড। প্রস্রাব।
লাগুর	সাক্ষাৎ	লাগে	উচিত কর্ত্তব্য।
লোড়	দৌড় দেওয়া।	লোচা	লালী।

শ ।

শলা	বড় ঝাঁটা	শুলাথ	ছিদ্র
শুধাশুধি	মিছামিছি, খামখা, বৃথা।		

স ।

সর্ত্তা	শুপারী ছেদনের	সামলান	লুকাইয়া রাখন।
	জাঁতি	সামাতি	ঘরের চালে সামাতি
সা দরজা	সদর দ্বার		দেওয়া।
সোড়া মাছ	শীতকালের শুষ্ক	সিংটান	হিংসা
	মাছ।	হাউস	সখ

পরিশিষ্ট

বয়ঃক্রম অনুসারে শিক্ষিত অশিক্ষিতের

	মোট		শিক্ষিত	
১	২	৩	৪	৫
বয়স	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সকল ধর্ম্ম	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫	১৫৯৩৮৯	১৩৯৫৬
০—১০	৪০৭০০২	৪২[illegible]৪৩১	৮৮৮৯	৯৭৩
১০—১৫	১৭৬৯৬৪	১৪৬৫৯৬	২৪২৯২	২২৬০
১৫—২০	১১০১১৫	১২৭৩৯১	২০৩১১	২৪৮৭
২০ হইতে অধিক	৬১৮৩৩৬	৬৪০৬৮৭	১০৫৮৯৭	৮২৩৬
হিন্দু	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	১১৮৩১৫	১২৩৩৯
০—১০	১৩৩১৪১	১৩৭১৩২	৭৪১০	৭৯৫
১০—১০	৬২৪৭২	৫১৬১০	১৮৬২১	১৯৭৬
১৫—২০	৪২৭৩০	৪৮৩৯৯	১৫০৬৮	২২৫৮
২০ হইতে অধিক	২৪৮৯৩১	২৬৩৬৬০	৭৭২১৬	৭৩১০
মুসলমান	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	৪০২৪৩	১১৭৫
০—১০	২৭১৯৮০	২৮৩৪৫১	১৪১৭	১৩৬
১০—১৫	১১৩৬৪৯	৯৪১৪৮	৫৫৪২	১৯০
১৫—২০	৬৬৯০৭	৭৮৪০৬	৫১৬৭	১৬০
২০ হইতে অধিক	৩৬৭০৫১	৩৭৪০৪৭	২৮১১৭	৬৮৯

"চ"।

সংখ্যা প্রদত্ত হইল। (৬১ পৃষ্ঠা)

		বাঙ্গালা ভাষায়		হিন্দি ভাষায়		ইংরেজী ভাষায়	
অশিক্ষিত		শিক্ষিত		শিক্ষিত		শিক্ষিত	
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১১৫৩০২৮	১৩২৩১৪৯	১৫৩৪২৩	১৩৪২৪	২১২৩	৩৮	১৯৪৮৭	৪৩০
৩৯৮১১৩	৪২১৪৫৮	৮৮১৫	৯২৯	৪	...	৬০০	৩৩
১৫২৬৭২	১৪৪৩৩৬	২৪০০৭	২১৬৮	৩২	৫	৩৭৭০	৮৪
৮৯৮০৪	১২৪৯০৪	১৯৭৬৯	২৪০৮	৯২	৫	৪৬৬৪	৭২
৫১২৪৩৯	৬৩২৪৫১	১০০৮৩২	৭৯১৯	১৮৯৫	২৮	১০৪৫৩	২৪১
৩৬৮৯৫৯	৪৮৮৪৬২	১১৬১১১	১২৩৩৩	১৫৫৭	৩	১৭২৮০	১৯২
১২৫৭৩১	১৩৬৩৩৭	৭৪০৫	৭৯৫	৪	...	৫২০	১৪
৪৩৮৫১	৫৯৬৩৪	১৮৫৯৯	১৯৭৬	১৫	...	৩৪৪১	৩৭
২৭৬৬২	৪৬১৪১	১৪৯৭৮	২২৫৮	৫৫	...	৪১৬৯	৪১
১৭১৭১৫	২৫৬৩৫০	৭৫১২৯	৭৩০৪	১৪৮৩	৩	৯১৫০	১০০
৭৭৯৩৪৪	৮২৮৮৭৭	৩৬৭৫৯	৮১৮	৪৬৪	৩৪	১৮৩১	১৯
২৭০৫৬৩	২৮৩৩১৫	১৩৭১	১০৮	...	...	৫৪	১
১০৮১০৭	৯৩৯৫৮	৫২৯৬	১২৮	১৭	৫	২৯৩	৬
৬১৭৪০	৭৮২৪৬	৪৭৩২	৯৯	৩৭	৫	৪৬৬	১
৩৩৮৯৩৪	৩৭৩৩৫৮	২৫৩৬০	৪৮৩	৪১০	২৪	১০১৮	১১

পরিশিষ্ট

প্রতি থানায় শিক্ষিত অধিবাসীর

এলাকা	হিন্দু লেখা পড়া জানে	
	পুরুষ	স্ত্রী
ঢাকা জেলা	১১৮৩১৫	১২৩৩৯
কতোয়ালী	১৪৬৬৭	১৮৭৩
কেরাণীগঞ্জ	৬৭৫৪	৬৪৯
কাপাসিয়া	৩৩৫৪	২১০
নবাবগঞ্জ	৭১২৬	৪২৮
সাভার	৭৮৬১	৫০৫
নারায়ণগঞ্জ	৮৭৮৩	৫২৯
রায়পুরা	৫৭১৪	১৯১
রূপগঞ্জ	৬৬৮৬	৬৮২
মুন্সীগঞ্জ	১৮১৯২	২৪৬৯
শ্রীনগর	২১৪৮৪	৩৫১১
মাণিকগঞ্জ	৭১১২	৫২৪
সিয়ালো আইর্চ্চা	৬২৫৪	৫১২
হরিরামপুর	৪৩২৮	২৫৬

"ছ"।

সংখ্যা। (৬১ পৃষ্ঠা)

মুসলমান লেখা পড়া জানে পুরুষ	মুসলমান লেখা পড়া জানে স্ত্রী	শতকরা লেখা পড়া জানে হিন্দু	শতকরা লেখা পড়া জানে মুসলমান	মোট ইংরেজী লেখা পড়া জানে
৪০২৪৩	১১৭৫	১৩.২	২.৫	১৯৯১৭
৩৯১৮	২৭০	৩২.৩	১০.১	৬৬৫০
২৯৬২	২৪	৮.২	২.৬	৭৬৪
১৮৯৯	৫১	৬.৭	১.৬	২৬১
২২২৩	১৫৫	১১.১	২.৪	৪৬৬
১৯০৯	৪৩	৮.১	১.৫	৬৯৭
২৯০২	৮০	১৮.৩	২.৮	১৬০০
৫২৭৫	১১০	১১.২	২.৪	২৮৯
৩৮০৯	৮৪	১২.৬	২.৪	৬৩৮
৬৩৩৪	১২১	১৭.৫	৩.৫	৩৫৩৭
৪৭৯৭	১৭৪	১৪.৩	৩.১	৩৩৮৩
১৬৯৩	৪০	১০.৮	১.৩	৮০৩
১৩৯২	১৫	১১.৭	১.৪	৫৫০
১১৩০	৮	১১.৯	১.৮	২৭৯

পরিশিষ্ট "জ"।

এই জেলার সদর ষ্টেসন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের সদর ষ্টেসনে যাওয়ার গ্রাম্যপথগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। (১৫৮ পৃষ্ঠা)

ঢাকা হইতে কুমিল্লা।

			মাইল	নদী	খাল	মাইল-নদী-খাল
১	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	৯		১	লক্ষ্যা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। পাকা রাস্তা।
২		বৈদ্যের বাজার	১৫	লক্ষ্যা ও প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র।	...	বাণিজ্য স্থান। মেঘনা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত।
৩	ত্রিপুরা	দাউদকান্দি	৩০	মেঘনা	...	মেঘনার খেয়া পার হইতে হয়। নারায়ণগঞ্জ হইতে নৌকায় গেলে ঝাপটা হইয়া যাইতে হয়।
৪		ইলিয়টগঞ্জ	৪১	...	৫	ভাল পানীয় জলের সরবরাহ নাই।
৫		বড়কামতা	৫২	...	৫	ভাল জল।
৬		কুমিল্লা	৬২	...	১	ত্রিপুরা জেলার সদর ষ্টেশন।

ঢাকা হইতে বগুড়া।

(গোয়ালন্দ ও সিরাজগঞ্জ হইয়া)

১	ঢাকা	ফুলবাড়ীয়া	১০	...	৩	ধলেশ্বরী নদীর বামতীরে অবস্থিত। বর্ষায় প্লাবিত হয়।
২	ঢাকা	মাণিকগঞ্জ	২৬	ধলেশ্বরী		খেয়া পার হইতে হয়। মহকুমা।
৩	ঢাকা	মহাদেবপুর	৩৭		২	রাস্তায় সেতু আছে।
৪	ঢাকা	শিবালয়	৪৩			অনেকগুলি নালা পার হইতে হয়। পদ্মার তীরে।
৫		গোয়ালন্দ	৪৬	পদ্মা	১	খেয়া পার হইতে হয়। ফরিদপুর জেলার মহকুমা।
৬	পাবনা	বেড়া	৬৫	পদ্মা	৪	ইছামতী, বড়াল ও হুরাসাগরের সংঙ্গমস্থলে। বড় বাজার।
৭	পাবনা	বেলকুচি	৮৩		১	হুরাসাগর,ইছামতী,বড়াল নদী ও প্রাচীন হুরাসাগর পার হইতে হয়। খেয়া আছে।
৮	পাবনা	সিরাজগঞ্জ	৯২	হুরাসাগর	৪	বৃহৎ বাণিজ্যস্থান। যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে পাবনা জেলার মহকুমা।

৯	চাঁদাইকোণা	১০৯		ইছামতী ও করতোয়ার খেয়া পার হইতে হয়।
১০	সেরপুর	১২১		ফুলঝুড়ী নদীর ডান তীরে অবস্থিত। নালাগুলি বর্ষায় অতিক্রম করা কষ্টকর।
বগুড়া				
১১	বগুড়া	১৩৪	২	নালা ২টীতে সেতু আছে। সদর মহকুমা।

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ।

১	মোরাপাড়া	১১ লক্ষীয়া	৩	বর্ষায় প্লাবিত থাকে। লক্ষীয়ায় খেয়া আছে।
২	চদোনা	২৩ ...	১	
৩ঢাকা	গড়বাড়ীয়া	৩৫ বানার		খেয়া আছে।
৪	সাগরদী	৪৭ ...	...	...
৫	টোক	৫১		বানার ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।
৬	বাসিয়া	৫৮		ব্রহ্মপুত্র ও বানার খেয়ায় পার হইতে হয়।
৭	সালটিয়া	৬৮		ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। নালায় সেতু আছে।
ময়মনসিংহ				
৮	থরাইদ	৭৬		ঐ
৯	কালীগঞ্জ	৮৬		ঐ
১০	ময়মনসিংহ	৯৬		সদর ষ্টেসন।

পরিশিষ্ট "ঋ"।

এই জেলার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কতজন চাকুরী ব্যবসায়ী ও কতজন কিরূপ ব্যবসায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা প্রদর্শিত হইল।

(১৭৯ পৃষ্ঠা।)

তালুকদার

	পু—	স্ত্রী—
গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী	৭৭	...
" কেরাণী	৭৯	...
কেরাণী (গবর্ণমেণ্টের নহে)	৬৩	...
ম্যানেজার	৫৭	...
উকিল মোক্তার	২৮	...
শস্য বিক্রেতা	১৯	২
কণ্ট্রাক্টর	৩৮	...
মার্চ্চেণ্ট অথবা দোকানদার	১২৮	...
শিক্ষক	৭৭	...
চিকিৎসক	১১৮	...
পুরোহিত	১১৬	৯
লগ্নিকারবার	৩০১	৩৫
বাড়ীওয়ালা	১১	১
অন্যান্য	৫৬৮	৯
	১৬৮০	৫৬

প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিযুক্ত।

	পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ	স্ত্রী
কন্‌ষ্টেবল	২৪৫	...	তাতের কার্য্য	১১১০	২
চৌকিদার	৭৪৬	...	দর্জ্জির কাজ	৩৭১	১
মজুর	৬৮৫৮	১১	সূত্রধরের কাজ	১০৯৫	...
কলের মজুর	১৩৮	...	কুম্ভকারের কার্য্য	১৬৭	...
চাউল প্রস্তুত করে	৭২০	২৫	লোহার কার্য্য	২২১	...
মৎস্য ব্যবসায়ী	১৬৯০	৯	বাঁশের কার্য্য	৩৩৬	...
মাঝি	২১৭৯	...	চামারের কার্য্য	৩২৬	...
রাখাল	৫১৩	৬	মেথর ও মালীর কার্য্য	৪৪	...
নাপিত	২৬৫	২	শস্য বিক্রেতা	১৩৮৫	২২
ধূপা	২৪৯	...	বাদ্যকর	৬০৭	...
দোকানদার	২৭৭৮	৩৬৪	টাকালগ্নি	৮৮৭	২৩
শিক্ষক	১৫৯	...	অন্যান্য	১২০৭৯	২৯৩
তৈলিক	৪৫৫	১		৩৫৫৮৮	৭৭৫

কত লোকের উপর কত লোক নির্ভর করে।

ব্যবসায়	পুরুষ	স্ত্রী	নির্ভর
গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী	৬৭	...	৪৫৩
কেরাণী প্রভৃতি	৯১৭	...	৪১৮৬
কনেষ্টবল	১৭৭০	...	৬৫৩২
মিউনিসিপাল ইত্যাদি	১১০	...	২০৩
গ্রাম্যকাজ	২২৭৩	...	৫৯৫৫
সৈন্য	৭২	...	৭

ব্যবসায়	পুরুষ	স্ত্রী	নির্ভর
পশুপালন	৬৯০৪	৩১	১৬৫০
পশুচিকিৎসা	১৮৩	...	৪৯১
তালুকদারী	৯৩১৩	২০১৪	২৯২০১
রাইয়তী	৪৫৩২৩৬	১২৮৭৪	১১৩০৩৬৮
গৃহস্থী কার্য্য	২১৩৫৬	৪২৫	২০৬৪৪
চা পান সুপারী ইত্যাদি উৎপাদক	৩৬৯০	১৬৫	৮৮৯৮
কৃষিবিস্তার এজেণ্ট কেরাণী ইত্যাদি	৫৮৭৭	...	২১৮৩৭
নাপিত ধোবা চাকর পাচক	১৯৩২৭	৪৪২৭	৩৬৩১৩
হোটেলদার প্রভৃতি	১৬৪	৩১	৩২৯
ঝাড়ুবরদার	১২৯৫	[illegible]	১৬৬২
মৎস্য মাংস বিক্রেতা	৩৭৩৪০	৩৩০৫	৭৮১৭২
শস্য বিক্রেতা	১৬৬৮৬	৮৬৬৫	৪১৭০৯
পান তামাক মদ প্রভৃতি বিক্রেতা	১৪৮৮০	৩০৭	৩৮১৮৬
তৈল বিক্রেতা	১২৪	...	৮৯
কাঠ বিক্রেতা	১২৮৬	৪৪৩	২৪৭৩
গৃহনির্ম্মাতা	১৭৬১	১২৯	২৫২৫
	৪১৩৯	৪৩	১০৩৫৩
গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি নির্ম্মাতা	৩৩৫১	...	৯০৯৪
কাগজের কাজ	৫১	২	১৪৪
পুস্তকের ও প্রেসের কাজ	৭০৬	...	২৬৪০
ঘড়ি প্রভৃতি কলকারখানার কার্য্য	৫৫	...	৬৬
খোদাই কার্য্য	৩	...	৬
খেলানা প্রস্তত	৩২৮	...	৮৩৮

ব্যবসায়	পুরুষ	স্ত্রী	নির্ভর
বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত	৫৩	...	২১
চুড়ি বালা প্রস্তুত	১৩২৫	২২৫	৩১৭১
সিংএর কাজ	২	...	২
অস্ত্র প্রস্তুত	১০৬	...	২৩৭
বারুদবন্দুক	৩৭	১	৫৫
পশমীবস্ত্র	১৪	২	১৬
রেশম	১	...	৩
কার্পাস	১৫৭৬৯	২১৩২	৩৪৪২৪
পাটপ্রভৃতি	৫১২৫	১৫৩৬	৯৬১২
পোষাক	৬২৮৪	৭৮৩	১৯৫৮
সোণারূপার কাজ	৬৪৯৯	১৩২	১৭৬৯২
তামাকাঁসা	১২৮৪	৯	৩৯৩০
টিন রাঙ প্রভৃতি	৩৭৫	...	৭৯৫
লোহা	১৪৯৮	...	২৯২২
গ্লাস চীনামাটী	১৭৬	...	৩৭৪
মৃৎশিল্প প্রভৃতি	৭৬৮৩	২৮১২	১৪৫৪০
কাঠ ও বাঁশের কাজ	৮০৯৪	৮৫	১৫৩৪৮[illegible]
বেত প্রভৃতি	১৮৪৪	১১১৪	৫৭০[illegible]
মোম প্রভৃতি	...	...	[illegible]
রঙ্গের কাজ প্রভৃতি	১১৯	৫	১৩[illegible]
চামড়া প্রভৃতি	৬০৪৪	১০৬	১৩৭২[illegible]
টাকা নগ্নিকারক ও গোমস্তা	৫২৪১	১১৭১	১৩৯৩[illegible]
মহাজনী কার্য্য	১২৮	...	৪[illegible]

ব্যবসায়	পুরুষ	স্ত্রী	নির্ভর
দোকানদারী	৬০৬৪	১৯৩	১৩৮৩৭
কণ্ট্রাক্টর দালাল প্রভৃতি	৮০৩	...	২০৪৭
রেল আফিসে	৫০৪	১২	৭৬১
বেহারা গাড়ী চালক প্রভৃতি	৪৯১২	৫	২৩৯৩
জল-চাকরী—জাহাজ নৌকা প্রভৃতি	২০২৬৪	২	৩২২৭২
পোষ্টাফিস্	৫৯৪	...	১৫৪৭
গুদামের কাজ	৫৩৭	...	৮২৬
পৌরোহিত্য প্রভৃতি	৯৭২১	১২৮৭	২২৪১৮
শিক্ষাবিভাগে চাকরী	১৯৭২	৩০	৪৭৩৮
সাহিত্য চর্চ্চায়	২৯০	...	৫৭৮
বারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি	১১৮২	...	৫০৬৩
ডাক্তারী প্রভৃতি	৩০৪৬	৩৩১	১০২৪০
ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি	২৮৯	...	৫৭৫
চিত্রকর	৮৭	৯	১৫১
গানবাদ্য	৩০০০	৪১	৬২৬২
খেলা	৫৯	৪৩	১৪১
মাটীর কাজ	২৭৬৭	১৬১	১১৪৪
শ্রমজীবী	৩৮২২৫	১৫৫১	৭৩৪৬৮
অনির্দ্দিষ্ট কাজ	১৩৭৭	৫৮	২২৮২
বেশ্যা প্রভৃতি	৪	২১৬৪	৪৮৩
বাড়ী ভাড়া ও ভিক্ষা	৫১৫১	৮৯০২	৬৪৪৮
পেন্সন	১৫৩৫	৪৬	৯৫৯

পরিশিষ্ট

বিগত ১৮৯৩ সন হইতে ১৯০২ সন পর্য্যন্ত ১০

মিউনিসিপালিটী ও থানা	রেজেষ্টারীকৃত জনসংখ্যা	জন্ম	জন্মগড়ে হাজার করা
ঢাকা মিউনিসিপালিটি	৯৩৬৮২ (১)	২৩৬৪	২৫.২৩
নারায়ণগঞ্জ „	২৪৪৭২	৫৫৩৬	২২.৩১
কেরাণীগঞ্জ থানা	২০৬৫৯১	৮০৮৭	৩৯.১৪
কাপাসিয়া „	১৭৪৪৩৫	৬০৬২	৩৪.৭৫
নবাবগঞ্জ „	২৩৫৯৫৪	৬৬২৯	২৮.৯০
সাভার „	১৭০৮৫৫	৮৮৮২	৫১.৯৮
নারায়ণগঞ্জ „	১৩৩৫২১	৫৩৮৪	৪০.৩২
রায়পুরা „	২৭৬৮২৭	৯৮৪৬	৩৫.৫৫
রূপগঞ্জ „	২২৫৮৯২	৯০৬৭	৪০.১৩
মুন্সীগঞ্জ „	৩০০৫৯২	১১০৯১	৩৬.৮৯
শ্রীনগর „	৩৩৭৭৫৯	১৩১৪৩	৩৮.৯৪
মাণিকগঞ্জ „	২০৭৭৭২	৮২৬৩	৩৯.৭৭
সিয়ালো-আইর্চ্চা „	১৫৯৯২০	৬১৪৬	৩৮.৪৩
হরিরামপুর „	১০১২৫০	৩৭৯১	৩৭.৪৪
সমগ্র জেলা	২৬৪৯৫২২	৯৯২৯১	৩৩.৩২

(১) ঢাকা মিউনিসিপালিটীর বাহিরের লোকসংখ্যা ৩১০০। ঐ সংখ্যা মিউ-

"ঞ"।

বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (১২৮ পৃষ্ঠা)

	মৃত্যুগড়ে হাজারকরা মৃত্যু							
মৃত্যু	হাজারকরা	ওলাউঠা	বসন্ত	জ্বর	উদরাময়	আঘাত	অন্যান্য	
২৯৪৩	৩১.৪১	২.৬৭	০.০২	১৪.৫৩	৪.৩০	০.৩৬	৯.৫৩	
৫৫৪	২২.৬৩	৪.৯৯	০.০২	৭.৯৯	২.৯২	০.১৮	৬.৫৩	
৬৫৭৪	৩২.৮২	৩.৫৮	০.০৮	২২.১৮	১.০৯	০.১৯	৫.৭০	
৪২০২	২৪.৮০	১.৬৯	০.০৬	২০.১৮	০.১৪	০.১৪	২.৫৯	
৫১৯৭	২২.০২	২.৯০	০.১৩	১৫.২৫	০.৭৩	০.২৩	২.৭৮	
৭০৩১	৪১.১৫	৩.৬৪	০.০৯	৩২.৪৮	০.৪৫	০.৩৭	৪.১২	
৩৫৯৭	২৬.৯৩	৩.৪১	০.০৮	১৪.৫২	০.৪৬	০.২৫	৮.২১	
৫৯৬৩	২১.১৮	২.৯৬	০.১০	১৫.৫০	০.১০	০.১৫	২.৩৭	
৫৬৫৩	২৫.০২	৩.৩৮	০.০৯	১৪.৫২	০.৩৯	০.১৯	৬.৪৫	
৮৬২৭	২৮.৭০	৪.১৫	০.১৮	১৪.১২	১.৮৬	০.৪৬	৭.৯৩	
১০৩২৬	৩০.৫৭	৩.১৫	০.০৫	১৬.৪১	৩.১৯	০.২০	৭.৫২	
৬৩৭৮	৩০.৭৯	৪.০১	০.২২	২২.৩২	০.৩১	০.২৬	৩.৬৭	
৬২৬৫	৩৯.১৭	৬.৩১	০.০৩	২৯.৮৬	০.১১	০.৩৯	২.৪৬	
৩৫৯৩	৩৫.৪৮	৫.২৩	০.০১	২৬.৬০	০.২১	০.২৩	৩.২০	
৭৬৯২৩	২৯.০৩	৩.৯৫	০.০৫	১৫.৭৩	২.৩৫	০.২৬	৬.৬৯	

নিসিপালিটীর মধ্যে ধৃত হওয়ায় ঢাকা থানার পৃথক্ হিসাব প্রদত্ত হইল না।

পরিশিষ্ট "ট"।

চারি বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮
জানুয়ারী	...	...	...	...
ফেব্রুয়ারী	১.১৬	২.২৫	১.০৫	০.০৫
মার্চ্চ	৫.৩০	৩.১৩	২.৬৯	১.২৩
এপ্রিল	৯.১২	১.২৩	৪.৭২	৫.১২
মে	১১.৬৪	১০.০৭	৭.২৭	৮.৯৮
জুন	৪.৪৫	১০.৪০	৯.৮৮	১৫.১৬
জুলাই	১৯.৩৯	১১.১৫	১৫৬০	১৬.৯১
আগষ্ট	১৪.৬৩	১৭.৪৭	৮.৭৯	৭.৫৫
সেপ্টেম্বর	১৫.৭৯	১৭.৪৫	৫.৩১	...

অক্টোবর, নবেম্বর ; ডিসেম্বর — পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট হইতে এই তালিকা উদ্ধৃত হইল। ঐ গেজেটে জানুয়ারী, অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেওয়া হয় নাই। ঐ সময় সাধারণতঃই অতি সামান্য বৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট "ঠ"।

ডাকঘর সমূহের তালিকা।

সব আফিস। ব্রাঞ্চ আফিস।

ঢাকা (প্রথম শ্রেণীর হেড আফিস)—আম্‌দিয়া, আটী, বংশাল, বংশীবাজার, বিরাব, ব্রাহ্মণকীর্ত্তি, চৌধুরীবাজার, ডাঙ্গাবাজার, ডেমরা, ইসলামপুর, কলাটিয়া, কাওরাইদ, কোণ্ডা, লক্ষ্মী বাজার, নবাবপুর, নিমতলী, পশ্চিমদী, পীলখানা, পোস্তা, পুবাইল, রাজফুলবারিয়া, রোহিতপুর, শাক্তা, শুভাড্যা, সূত্রাপুর, তেঘরিয়া, তেঁতুলঝোরা।

আগলা ব্রাঃ আ—মাসাইল।

বাবুর বাজার শঙ্খনিধি ব্রাঃ *।

বৈদ্যের বাজার *—আমিনপুর, বারদী, লক্ষ্মীবারদী।

বায়রা*—আটীগ্রাম, বলধরা, বনখুরা, হাটীপাড়া, খাবাশপুর।

ভগবানগঞ্জ।

ভাগ্যকুল*—বাঘরা, কাটীয়াপাড়া, নরীষা।

চকবাজার।*

ঢাকার রেল ষ্টেসন।

ধামরাই।

ধনকোড়া—কুশরা, কাটীগ্রাম, সানোরা, সাহা বেলিশ্বর।

ফরিদাবাদ।

ঘিওর—চক মীরপুর।

হাসারা—কেওটখালী।

জাগীর।*

সব আফিস।	ব্রাঞ্চ আফিস।

জয়দেবপুর*—আশুলিয়া, বলধা, বোয়ালী, গাছা, কাশিমপুর।

জয়মণ্টপ*—বানিয়ারা, চন্দহর, নাগ্নর, রোয়াইল।

জাফরগঞ্জ—খলসী, নয়াবাড়ী।

কালীগঞ্জ—ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁ, ঘরশাল।

কাঞ্চনপুর—ঝিটকা, মালুচি, নবগ্রাম, রামদিয়া নালী।

কেরাণীগঞ্জ।

কুমারভোগ—গ্রামওয়ারী।

লাখপুর—চক্রধা, একদুয়ারিয়া।

লেছুরাগঞ্জ—লক্ষ্মীকুল, নটাখোলা।

মদনগঞ্জ*।

মহাদেবপুর*—বুতানী।

মহম্মদপুর—দেবীনগর, দোহার।

মাণিকগঞ্জ—বানিয়াজুড়ী, বেতিলা, গরপাড়া, মত্ত, ছনকা, তরা, তিল্লি।

মেদিনীমণ্ডল।

মীরপুর*—বিরুলিয়া।

নবাবগঞ্জ—দাউদপুর, গোবিন্দপুর, হাসনাবাদ, জয়কৃষ্ণপুর।

নারায়ণগঞ্জ—বারপাড়া, হরিহরপাড়া, নবীগঞ্জ, শীতললক্ষ্মা, টানবাজার।

নরসিংদী—আমিরাবাদ, রামনগর, রায়পুরা।

পাঁচদোনা—গয়েশপুর, নওপাড়া, পারুলিয়া, সিলমদ্দি।

রাজথাড়া।

সব আফিস। ব্রাঞ্চ আফিস।

রূপগঞ্জ—আড়াইহাজার, দুপতারা, গোপালদি, মুড়াপাড়া, পশিবাজার, শম্ভুপুর।

সাভার*।

সাটুরিয়া—বালিয়াটী, চৌহাট, দড়গ্রাম, দেঘুলিয়া, গ্রাম-আমতা।

শেখরনগর—বড়ইখালি, চুরাইন, রাজনগর।

শিবালয়*—নলি, তেওতা।

সিমুলিয়া—বালিয়াদি, কালিয়াকৈর।

সিংগাইর*।

ষোলঘর।

শ্রীনগর*—বেলতলি, আটপাড়া, দোগাছি, কুকুটীয়া, মাজপাড়া, শ্যামসিদ্ধি।

শ্রীপুর—বরিশাব, বেলাব, গোতাসিয়া, কাপাসিয়া, মনোহরদি, নরেন্দ্রপুর, উলুসারা।

সুয়াপুর।

টঙ্গী।

উথলি—বারাঙ্গাইল, বরাটীয়া।

ওয়ারি*।

১ হেঃ আঃ। ৪৮ সঃ আঃ। ১২৬ ব্রাঃ আঃ।

মুন্সীগঞ্জ* (দ্বিতীয় শ্রেণী)—ফিরিঙ্গীবাজার, গঙ্গারিয়া, ঘোষের পুকুরপাড়, কেওয়ার, মুলচর, পঞ্চসার।

বহর—ভরাকৈর, কলমা।

বজ্রযোগিনী*।

সব আফিস। ব্রাঞ্চ আফিস

বারুণী।

বিদগাঁও।

হাসাইল—বানরী।

ইছাপুরা*—চন্দনধূল, জৈনসার, খিদিরপারা, কুচিয়ামোরা, পশ্চিমপাড়া, রশুনিয়া, সিরাজদিঘা, সিয়ালদি, তেজপুর, তালবাঁসাইল, বিক্রমপুর-মধ্যপাড়া।

কাটাদিয়া সিমুলিয়া—রাউৎভোগ।

কোলা*—বউলতলী, রোসদী।

লোহজং*—বেজগাঁ, ব্রাহ্মণগাঁও, গাউদিয়া, গাউপাড়া, হলদিয়া, কনকসার, কোরহাটী।

মালখানগর*—কৈচাল, মালপদিয়া, পাওয়ালদিয়া, সিলিমপুর।

মীরকাদিম*—পাইকপাড়া।

রাজাবাড়ী।

সোনারং*—আড়িয়ল, বালিগাঁও, বেতকা, আউটসাহি, পুড়াপাড়া, টঙ্গীবাড়ী।

স্বর্ণগ্রাম—বাঘিয়া।

১ হেঃ আঃ। ১৪ সঃ আঃ। ব্রাঃ আঃ ৪২।

ভ্রম সংশোধন—গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের তারিখ ১৮৬৪ স্থানে ১৮৫৭ সন হইবে। ঢাকা ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভ্রমটী প্রদর্শন করিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন—গ্রন্থকার।

* চিহ্নিত পোষ্টাফিসগুলিতে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে।